বন্দী বীর

নাট্য-চিত্র

প্রথম পিউনিক যুদ্ধে কার্থেজের নৃশংসতা, রোমের অধঃপতন,
বন্দী বীর রেগুল্যাসের কার্থেজে সত্যগ্রহণ—তাঁহার
রোমে প্রত্যাবর্ত্তন—তাঁহার সঞ্জীবনীমন্ত্রে
রোমের নবজীবন—রেগুল্যাসের
বিস্ময়কর সত্যপালন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার গোস্বামী

১৯৩৮

এক টাকা

Published by
BALARAM GOSWAMI
on behalf of
Messrs. GOSSAIN & CO.,
Publishers & Booksellers,
26-B Nalin Sircar Street,
Calcutta.

গ্রন্থকারের অন্যান্য নাট্যগ্রন্থ

১। জয়শ্রী (পঞ্চাঙ্ক নাটক) ... ... মূল্য ১।৷০
২। রাজকন্যা (ব্যঙ্গবীররসাত্মক রঙ্গনাট্য) ... " ১৲
৩। পৌষ-পার্ব্বণ (রঙ্গনাট্য) ... ... " ।০
৪। প্রকৃতির জয় (নাটক) ... ... " ১৲

Printed by
Akshoykumar Goswami, B. A.
at
THE HARDINGE PRINTING WORKS
26-B Nalin Sircar Street,
Calcutta.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌চ্যান্সেলার

'মাতৃভাষা'-মন্ত্রের দ্রষ্টা

ঋষিসত্তম

পণ্ডিতাগ্রগণ্য সর্ব্বলোকমান্য

ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি

স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সরস্বতী, শাস্ত্রবাচস্পতি,
কে-টি., সি. এস্. আই., এম্. এ., ডি. এল্., ডি. এস্-সি., পি-এইচ্. ডি.
এফ্. আর্. এ. এস্., এফ্. আর্. এস্. ই., এফ্. এ. এস্. বি.

মহাশয়ের পুণ্যনামে

এই নাট্যচিত্রখানি

ভক্তির অঞ্জলিরূপে

উৎসর্গ করিলাম।

বঙ্গাব্দ— প্রণত

১লা বৈশাখ, ১৩৪৫ গ্রন্থকার

পূর্ব্বকথা।

কার্থেজ নামে শহর সেটা আফ্রিকার কূলে।
সেথা ফিনিকীয় বণিক্‌জাতি ধন-ঐশ্বর্য্যে ছিল মাতি,
হঠাৎ তাদের বাধ্‌লো লড়াই রোমের প্রতিকূলে,
'পিউনিক' সে যুদ্ধটীর নাম বল্‌ছি আসল খুলে।
রোমের যিনি সেনাপতি—সেনেটেও তিনি সভাপতি
রেগুল্যাস্‌ বীরের সেরা ভারী বলীয়ান্‌,
কার্থেজ সে পার্‌বে কেন?—হেরে হতমান।
কিন্তু আসলে সে বণিক্‌, তার টাকার জোর ভারী,
সে গ্রীসের কাছে কর্‌লো ধার সেনা ভারী ভারী।
কার্থেজ এখন গরীয়ান্‌— নতুন বলে বলীয়ান,
রোমের হ'ল পরাজয়—বন্দী রেগুল্যাস্‌,
কার্থেজের অন্ধ-কারাই হ'ল তাঁর আবাস।
ঘুরে গেল আটটী বছর এই লড়াইয়ের তালে,
রোমের আকাশ উঠ্‌লো ঘনিয়ে নানান্‌ বিপদ্‌-জালে।
কার্থেজের পড়্‌তা এখন—জয়গানে তার ভর্‌ছে গগন,
তবুও সে লড়াই হ'তে ক্ষান্ত হ'তেই চায়,
ধার করে' সে যুঝ্‌বে কত?—ধার যে বিষম দায়।
কাজেই সে তার জয়ের মুখে রাখ্‌তে নিজের মান,
মেটামিটির কথা রোমে আগেই কর্‌লে চালান্‌।
রেগুল্যাস্‌ কারায় তার পাঁচ বছরে অস্থিসার,
তাঁরেই রোমে পাঠিয়ে দিল সঙ্গে অমিল্‌ক্যার্‌,
সেই রেগুল্যাসের মুখেই এখন শুনুন সমাচার।

Metastasio'র 'Attilio Regolo'র অনুসরণে রচিত 'The Inflexible Captive' নামক ইংরাজী গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি লিখিত হইয়াছে। নাটকীয় আখ্যানে রেগুল্যসের রোমে আগমন তাঁহার পত্নীর মৃত্যুর অল্পকাল পরে সূচিত হইয়াছে, যদিও ইতিহাসে তাহা অন্যরূপ। 'বাৎসল্য'-রসকে ঘনীকরণের উদ্দেশেই এ পরিবর্ত্তন এবং **এই পরিবর্ত্তন উক্ত মূল-গ্রন্থেরই অনুযায়ী।** অন্যান্য ঘটনা ইতিহাসকে যথাযথ অনুসরণ করিয়াছে,—যদিচ এই সময়ের ইতিহাস সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যেও যথেষ্ট মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকপ্রকার পরস্পর-বিরোধী কিম্বদন্তীর প্রচলন থাকায় প্রকৃত তথ্যের নির্ণয় একপ্রকার দুরূহ।

নাট্যোক্ত চরিত্র।

রেগুল্যস্ (Regulus)	...	রোমের ভূতপূর্ব্ব কন্‌সল্, পিউনিক যুদ্ধে
	...	কার্থেজিয়ানদের হস্তে বন্দী।
পব্‌ল্যস্ (Publius)	...	রেগুল্যসের পুত্র, সেনেটের জনৈক সভ্য।
ম্যান্‌ল্যস্ (Manlius)	...	রোমের বর্ত্তমান কন্‌সল্।
লিকিন্যস্ (Licinius)	...	ট্রিব্যুন—জনসঙ্ঘের নেতা।
অমিল্‌ক্যর্ (Hamilcar=Amilcar)		কার্থেজের দূত (ইতিহাসপ্রসিদ্ধ
	...	হানিবলের পিতা)
অট্টিলিয়া (Attilia)	...	রেগুল্যসের কন্যা।
বর্সি (Barce)	...	কার্থেজদেশীয়া রমণী, পিউনিক যুদ্ধে
	...	রেগুল্যস্-হস্তে বন্দিনী। (নাট্যোক্ত
	...	আখ্যানের সময়ে পব্‌ল্যসের দাসী)

দণ্ডধারী রক্ষিপুরুষগণ (Lictors)

রোমবাসী সাধারণ-প্রজা (Pleibians)

সেনেটের সভ্যগণ।

অমিল্‌ক্যরের রক্ষিগণ। অমিল্‌ক্যরের ক্রীতদাসগণ।

বেলোনা (Bellona) মন্দিরের কুমারী সেবিকাগণ।

নাটকে ব্যবহৃত কয়েকটী শব্দের পরিচয়।

কন্‌স্যাল্ (Consul)—প্রাচীন রোমনগরীতে প্রতিবৎসর সাধারণতন্ত্রের নির্ব্বাচিত দুইজন প্রধান শাসনকর্ত্তার অন্যতর।

লরেল্ (Laurel)—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্‌বিশেষ। উহার পত্র চির হরিদ্বর্ণ। ঐ পত্রের মুকুটে বিজয়ী বীরকে ভূষিত করিয়া সম্মান প্রদর্শন করা হইত। (তৃতীয় দৃশ্য)

ক্যাপিটল্ (Capitol—Capitolium)—রোমে টার্‌পিয়ান্ (Tarpeian) শৈলশিখরে অবস্থিত দুর্গমন্দির। এই ক্যাপিটলের সন্নিকটেই পোর্টা কার্‌মেনট্যালিস্ (Porta Carmentalis) নামক তোরণদ্বার। রোমের কনস্থল্ ও ম্যাজিষ্ট্রেটগণ স্ব স্ব পদে নির্ব্বাচিত হইয়া এই দুর্গমন্দিরে পূজা উপহার দিত। বিজয়ী বীরগণের বিজয়শোভাযাত্রা এই 'ক্যাপিটল্' দুর্গমন্দিরে আসিয়া নিরস্ত হইত। (দ্বিতীয় দৃশ্য)

ট্রিব্যুন (Tribune)—জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রাচীন রোমের নির্দ্দিষ্টসংখ্যক কর্ম্মচারিগণের অন্যতম। জনরক্ষক, জনবন্ধু, জননায়ক।

(দ্বিতীয় দৃশ্য)

বেলোনা (Bellona)—যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। উপরি উক্ত পোর্টা কার্‌মেন্‌ট্যালিস্ (Porta Carmentalis) নামক তোরণ দ্বারের নিকটেই বেলোনা দেবীর মন্দির। এই মন্দিরে সেনেটসভ্যগণ সমবেত হইয়া বিদেশীয় রাজদূত বা যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত বিজয়ী রোম-সেনাপতির সম্বর্দ্ধনা করিত। (প্রথম দৃশ্য)

ব্রুটাস্ (Brutus)—রোমের এক কনস্থল্। নিজ পুত্রগণকে রোমের শত্রু টারকুইনদের (Tarquins) সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত জানিতে পারিয়া তিনি বিচারাসন পরিগ্রহ করিয়া পুত্রগণের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছিলেন। (তৃতীয় দৃশ্য)

ভ্যর্জিন্যুস্ (Virginius)—ভ্যর্জিনিয়া (Virginia) নাম্নী সুন্দরী রোম্যান বালিকার পিতা। অপ্পিয়ুস্ ক্লডিয়ুস্ (Appius Claudius) নামক রোমের এক ম্যাজিষ্ট্রেট্ (Decemvir) ভ্যর্জিনিয়া সুন্দরীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে লাভ করিবার জন্য অসদুপায় অবলম্বন করে। ভ্যর্জিনিয়া ভ্যর্জিন্যুসের

কন্যা নহে, অপ্পিয়্যস্ ক্লডিয়্যসের এক ক্রীতদাসের কন্যা ইহাই উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট্ কর্ত্তৃক প্রমাণিত ও বিচারিত হয়। প্রবলের হস্তে বিচারের এই অবিচারে ভ্যর্জিন্ন্যস্ উপায়ান্তর নাই দেখিয়া কন্যার ধর্ম্মরক্ষার্থে তাহাকে হত্যা করেন। হত্যা করিবার সময় তিনি কন্যাকে বলেন, "বৎসে, অত্যাচারীর হস্ত হইতে তোমাকে রক্ষা করিবার এই একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা।" মেকলে (Macaulay) কৃত "The Lays of Ancient Rome" নামক গ্রন্থে 'ভ্যর্জিনিয়া' ('Virginia') নামক কাব্য এবং Sheridan Knowles কৃত নাটক 'ভ্যর্জিন্ন্যস্' ('Virginius') এই ঘটনা লইয়া রচিত। (তৃতীয় দৃশ্য)

ম্যান্ল্যুস্ (Manlius Torquatus)—রোমের একজন ডিক্টেটর্ (Dictator). ইনিই প্রথম ডিক্টেটর্ যিনি পূর্ব্বে কন্সলের পদে নির্ব্বাচিত না হইয়াও একেবারে ডিক্টেটরের পদ পাইয়াছিলেন। ইঁহার প্রকৃতি ও ধর্ম্মনীতি অতিমাত্র কঠোর ছিল। ইঁহার পুত্র পিতৃ-অনুমতি না লইয়া শত্রুপক্ষীয় কোন ব্যক্তিকে নিজ দলভুক্ত করেন এবং সেই ব্যক্তির সাহায্যে শত্রুর সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। পিতা ম্যান্ল্যুস্ টর্কোয়েট্যস্ ইহা জানিতে পারিয়া অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হ'ন্ এবং পুত্রের প্রাণদণ্ড করেন। এই ম্যান্ল্যুস্ নাটকীয় চরিত্রান্তর্গত ম্যান্ল্যুস্ হইতে বিভিন্ন। (তৃতীয় দৃশ্য)

সেনেট (Senate)—পৌরপরিষৎ, শাসনপরিষৎ। প্রাচীন রোমের সাধারণতন্ত্রের ব্যবস্থাসভা বা শাসনপরিষৎ। (প্রথম দৃশ্য)

বন্দী বীর



প্রথম দৃশ্য

কাল—প্রভাত। দৃশ্য—পব্‌ল্যুসের বাটী।

পব্‌ল্যুসের ভগিনী অট্টিলিয়া শেষরাত্রে কি-এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া "বেলোনা"র মন্দিরে পূজা দিতে গিয়াছে। যাইবার সময়ে "পিউনিক" যুদ্ধের বন্দিনী দাসী বর্সির প্রতি আদেশ করিয়াছে—সে যেন তাহার যত্নে-পোষা তোতাপাখীগুলিকে যথা-সময়ে আহার দেয়। বর্সিও শেষ-রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছে—স্বপ্ন দেখিয়া সে অন্যমনা হইয়া গিয়াছে, তাহার চক্ষে রোম ব্যতীত অন্য এক দেশের ছবি ভাসিয়া উঠিতেছে। সে খাঁচার পাখীগুলিকে আহার দিয়া খাঁচার দরজা খুলিয়া রাখিয়া অন্যমনে অন্যত্র আসিয়া আপন মনে গান গাহিতেছে। গান গাহিবার সময় দেখিতে পাওয়া গেল দূরে টাইবার নদের উপরে আকাশে এক ঝাঁক পাখী উড়িয়া যাইতেছে,—বর্সির দৃষ্টি সেই পাখীর ঝাঁকের প্রতি। —সে যেন আজ স্বপ্নের মানুষ, স্বপ্ন লইয়াই বিভোর, বাহিরে কি ঘটিতেছে সে বিষয়ের কোন হিসাবই সে রাখে না।

গান।

সাহারা মরু সারা—শুধু ধূ ধূ ধূ
—জ্বলে ধূ ধূ ধূ!
—তবু তারই গোপন কুঞ্জেতে কোন্
তোর সে পরাণ বঁধু।

ওলো অভাগী বিহগী! সেথা তোর যে পরাণ-বঁধু,
তোর সকল-স্বপন-সফল-করা জীবন-ভরা মধু!

* * * *

—তবে যা উড়ে যা—তোর ভয়টা কিসে বা?
বল্ সাগর-ঝড়ে প্রেমের পাখা
পায় কোথা বাধা?
শুধু যা শুনে যা—এই মনের গোপন যা ঃ—
যদি মর্‌তেই হয় মরিস্ সেথাই লুটিয়ে বঁধুর পা',
সে-যে তোরই—তোর বঁধুর দেশ,—
হ'লোই বা ধূ-ধূ।

(পব্‌ল্যুসের প্রবেশ)

পব্‌ল্যুস্। বর্সি!

(বর্সি চমকভাঙ্গা- ও নিভ্রান্ত-অপ্রস্তত-ভাবে অভিবাদন করিল—কিন্তু মুখে কথা সরিল না)

পব্‌ল্যুস্। সত্যই তবে এক ঝাঁক পাখী এমনি করে' উড়িয়ে দিচ্ছো!

বর্সি। (শঙ্কিত ও অপ্রতিভভাবে) অ্যাঁ—তাইতো, কী করলুম্—বড় ভুল হ'য়ে গেছে যে। (বাহিরে যাইবার চেষ্টা) প্রভু, ক্ষমা করুন, আমি অত্যন্ত অন্যায়—

পব্‌ল্যুস্। শোন—শোন—

বর্সি। না না, আমি কী অন্যায়ই করেছি। অট্টিলিয়া সুন্দরীর বড় সাধের তোতাগুলি যে—

পব্‌ল্যুস্। শোন—শোন, ব্যস্ত হ'য়ো না।—(কিঞ্চিৎ দৃঢ়স্বরে) শোন।

বর্সি। প্রভু, ক্ষমা করুন, আমি এখনি আস্‌ছি। অট্টিলিয়া সুন্দরী আজ সকালে মন্দিরে গেছেন।

পব্‌ল্যুস্। তা জানি।

বর্সি। যাবার সময় আমার প্রতি আদেশ—

পব্‌ল্যুস্‌। পাখীগুলিকে সময়ে খাবার দিতে—এই তো ? —সে আদেশ তো পালন করেছ।

বর্সি। কিন্তু অন্যায় করেছি।

পব্‌ল্যুস্‌। হ্যাঁ—দরজা কোন খাঁচারই বন্ধ করোনি ; কিন্তু তাতে কী ! —খাঁচার যারা, তারা খাঁচাই ভালবাসে, খাঁচার মায়া এমনি। কিন্তু বলতে পারো কি— তোমায় আজ এমন ভূতে পে'ল কেন !—যেন মিশরী ভূত !

বর্সি। প্রভু, ভোর রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি এক অদ্ভুত !

পব্‌ল্যুস্‌। বটে ? ·········তাই ! ·········বাড়ী-শুদ্ধ তবে আজ সকলকেই স্বপ্নে ঘিরেছে।

বর্সি। বাড়ী-শুদ্ধ !

পব্‌ল্যুস্‌। নয় তো কী ! অট্টিলিয়া স্বপ্ন দেখেই সব কাজ ফেলে "বেলোনা" দেবীর মন্দিরে ছুট্‌লো পূজা নিয়ে, তুমি স্বপ্ন দেখেই ভূতে-পাওয়া লোকের মতো সকল ভুলে নাচন শুরু কর্‌লে, আর আমি—

বর্সি। —আপনি !

পব্‌ল্যুস্‌। কেন আমার কি স্বপ্ন দেখা বারণ ?

বর্সি। আপনি স্বপ্ন দেখেছেন !— —নিশ্চয় কোন অসামান্য সুন্দরীকে ?

পব্‌ল্যুস্‌। অসামান্য কি-না জানি না, তবে সুন্দরী, এই তোমারই মতো সুন্দরী। তোমার মতো কেন বলি, বুঝি সে তুমিই।

বর্সি। আমি ? না না, সে কি সম্ভব ? স্বপ্নের ছবি বড়ই গোলমেলে। আমি দাসী—বন্দিনী দাসীমাত্র। আমাকে স্বপ্নে ·········আপনার মত·········।

পব্‌ল্যুস্‌। মহাশয় ব্যক্তির মোটেই উচিত না হ'তে পারে ; কিন্তু একটা কথা, আমার স্বর্গীয় জননী, আমার ভগিনী বা আমি

তোমাকে কখনই দাসী ভাবে দেখিনি—দেখতে পারিনি, কেন—জানিনা। তবুও তুমি যদি তা' মনে করো—কর্‌তে পারো, স্বাভাবিক সেটা,—কিন্তু **তোমাকেই** আমি স্বপ্নে বারবার তিনবার দেখেছি। * * * তোমার দুধারে কে যেন দুটো পাখনা জুড়ে দিয়েছে, তুমি উড়ে যাচ্ছ, আমি তোমাকে ধর্‌বো বলে' ছুটেছি, ধর্‌ছি-ধর্‌ছি অথচ ধরতে পার্‌ছি না। ······আজ ঘুমভাঙ্গার সঙ্গে-সঙ্গেই দেখ্‌ছি তুমি বিহগ-নৃত্য শুরু করেছ।

বর্সি ঃ আশ্চর্য্য ! প্রভু, আমিও তো এই রকম স্বপ্নই—

পব্‌ল্যুস্‌। ব্যস্‌ — ব্যস্‌ —

বর্সি। এর অর্থ কী, প্রভু ? গণৎকারের কাছে যাবেন নাকি ?

পব্‌ল্যুস্‌। মোটেই নয়। গণৎকারের প্রতি আস্থা আমার কোন কালেই খুব বেশী নয়—যদিও এ কথা মুক্তকণ্ঠে পথে ঘাটে ঘোষণা করা অন্যায় - অপরাধ। ·········বর্সি ! নিয়তি মানি, তবে জানি মানুষই তার নিয়ন্তা।

(পব্‌ল্যুসের এই উক্তি যেন বর্সির মনে ধরিল না। সে ক্ষুব্ধভাবে বলিল)—

বর্সি। আমার কিন্তু আপনাদের দেশের ভবিষ্যবাদীদের কথায় বড় বিশ্বাস। —যদিও আমার প্রভুর আদেশ ব্যতীত সে বিশ্বাস করা মোটেই উচিত নয়—কথায় প্রকাশ তো দূরে থাক্‌।

পব্‌ল্যুস্‌। বর্সি, তোমার এই মনটাই ভেঙ্গে ফেলে এর নতুন গড়ন দিতে চাই। শোন, এদিকে এস, আমার সামনে দাঁড়াও, আমার দিকে ভাল করে' চাও। ওকি—না—না, না, তা হবে না। শোন—ভাল করে' শোন। —আমি তোমাকে আমার সহধর্ম্মিণী কর্‌তে চাই। —তোমার নিয়তির সূত্র আমার সূত্রের সঙ্গে বেঁধে এক নিয়মে এই জীবন-নদী উত্তীর্ণ হতে চাই।

বর্সি। আপনি মহাশয় রেগুল্যাসের পুত্র·········

পব্‌ল্যুস্‌। ···পিতার অবাধ্য হইনি তো বর্সি। আমার মা'র কাছে পিতা এই মনোভাবই প্রকাশ করেছিলেন।

বর্সি। কিন্তু আপনার পিতা তো এখন কার্থেজের কারাগারে ……ওঃ! কী-না শোচনীয় ভাবেই শৃঙ্খলভার বহন করছেন।

পবল্যুস্। তিনি ফিরেও তো আস্তে পারেন।

বর্সি। (সোল্লাসে) ফিরে আস্তে পারেন? কী আনন্দ! কবে?—

পবল্যুস্। হয় তো অতি-শীঘ্রই—সংবাদ যদি সত্য হয়।……… অন্ততঃ সে জন্য খুব চেষ্টা চলেছে—ভিতরে ভিতরে।

বর্সি। তিনি ফিরে আসুন—ঘরে বাহিরে উৎসব হোক্, রোম আবার সুখ-ঐশ্বর্য্যে ভরে' উঠুক। তিনি ফিরে আসুন—এই প্রার্থনা। ……তবে, আপনার ভাগ্যসূত্রে সূত্র বাঁধ্বার যাঁর সম্পূর্ণ অধিকার, তিনি হবেন সৌন্দর্য্যে শ্রেয়সী, মহত্ত্বে মহীয়সী, গুণে গরীয়সী,— আমি তো হীনা অশিক্ষিতা দাসী,—মাত্র দাসী।

পবল্যুস্। ………তুমি তাহ'লে আমাকে ভালবাস না, বর্সি?

বর্সি। ভালবাসি না! —প্রভু, নিষ্ঠুর হবেন না।

পবল্যুস্। বলো, ভালবাস না।

বর্সি। প্রভু, "ভালবাসি না" বল্লে মিথ্যা বলা হয়। ভালবাসি —বড় ভালবাসি। তবে এ ভালবাসার পূজা আপনাকে প্রভুমূর্ত্তিতে দেখেই সার্থক। আশীর্ব্বাদ করুন, সেই পূজাই যেন চিরকাল বজায় থাকে।

পবল্যুস্। কিন্তু দেবতা তো তোমার সে-পূজার মূর্ত্তি নিয়ে সন্তুষ্ট নয়।

বর্সি। আমার ভাগ্য। ……আপনি প্রভু, ভাঙ্গাগড়া আপনার হাত, আমাতে আমার কী অধিকার? আমি তো দাসী।

পবল্যুস্। ঐ সেই কথা—দাসী—দাসী—দাসী! তোমার এই দাসমনোবৃত্তির ঘরখানা চূর্ণ করে' নতুন—স্বাতন্ত্র্যের গৃহস্থালী বাঁধতে চাই।

বর্সি। উপায় আছে কি?

পব্‌ল্যুস্। নিশ্চয়! আজ যদি তোমায় বিবাহ করি, তুমি আপনাকে কি আর দাসী বলে মনে করবে ?

বর্সি। সমাজে বল্‌বো—আপনার সহধর্ম্মিণী, মনের ভিতর মন বল্‌বে আপনি দাসীকে দয়া করে' গ্রহণ করেছেন। বাহিরের বাঁধন ঘুচলেই কি মনের বাঁধন একেবারে ঘুচে যায় ?

পব্‌ল্যুস্। হয় তো বল্‌ছো ঠিক,………কিন্তু এটাও হ'তে পারে, সময় আর সাধনায় অনেক সংস্কার বদলে যায়।

বর্সি। হয় তো কা'রো কা'রো যায়। — —না প্রভু, আমি ঠিক জানি না—

পব্‌ল্যুস্। ব্যস্—আর নয়, কোন কথা নয়।

বর্সি। আপনার ইচ্ছায় বাধা দিই সে শক্তি আমার আছে কি, প্রভু ? কিন্তু আপনাকে আমি এত ভালবাসি যে আপনার বংশে কলঙ্ক হবে এই দাসী বর্সি হ'তে, তা হয় তো সইতে পারবো না।

(চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল)

পব্‌ল্যুস্। কলঙ্ক ?—কি বল্‌ছো ? বংশে কলঙ্ক ?—

বর্সি। আপনি ভবিষ্যবাদী গণৎকারের কথা বিশ্বাস না করেন, উপায় নেই, তথাপি জেনে রাখুন—'আমি হ'ব রোমশত্রুর জননী। আমাকে যিনি পত্নীরূপে গ্রহণ করবেন, তিনি হবেন রোমশত্রুর জনক।' আমার প্রতি এই ভবিষ্যদ্বাণী। ……আপনি এ অভিসন্ধি ত্যাগ করুন। রেগুল্যাস্ ফিরে আসুন, এ বিবাহে তিনি সম্মতি দিন, তথাপি—দোহাই!—আপনি এ বিষকন্যাকে বিষবৎ দূরে রাখুন।

পব্‌ল্যুস্। (দৃঢ়স্বরে) তোমার প্রতি যদি এই ভবিষ্যাৎ বাণী তবে শোন, আমি পব্‌ল্যুস্, তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে' ঘোষণা করবো—সে বাণী সম্পূর্ণ মিথ্যা—ছলনা।

বর্সি। না—না—না, আমি বিষকন্যা, দোহাই! আপনি দেশবন্ধু মহাত্মা রেগুল্যাসের পুত্র—

(নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি)

পবল্যুস্। কে ? (দ্বারের নিকট যাইল ও পত্রবাহককে দেখিয়া বলিল ও— (পত্রগ্রহণ করিল)

(পত্রবাহক চলিয়া গেল)

(পত্রপাঠ) অঁ্যা—একি ! ······বর্সি ! বর্সি ! নাচো—নাচো—খুব নাচো, বাজাও—বাজাও—কই, কই তোমার বীণা—সেই বীণা ?

বর্সি। কী—কী, প্রভু ?

পবল্যুস্। বর্সি সংবাদ বুঝি সত্য। আফ্রিকার দূত সত্যই তবে আস্‌ছে। (বর্সি বিস্ময় ও আনন্দে চাহিল)············'বেলোনা'র মন্দিরে "সেনেট" সভা হবে। কার্থেজের দূতের বাসস্থান নির্দ্দেশ ও অভ্যর্থনার আয়োজন—এ সব ভার আমার উপরেই—

বর্সি। কার্থেজের দূত ?—কে সে, প্রভু ?

পবল্যুস্। দেখবে ? তোমার দেশের লোক ? তাদের মুখ তোমার বড় ভাল লাগে, না ? দেখবে ?—হঁ্যা, নিশ্চয় দেখ্‌বে।

(পবল্যুস বর্সির সহিত কথা কহিতে কহিতে বহির্গমনের উপযুক্ত অঙ্গসজ্জা করিতে লাগিল)

বর্সি। মহাত্মা রেগুল্যাসকে নিয়ে যদি তারা আসে, তবেই সব ভাল লাগ্‌বে—তবেই ছুটে যাব তাদের দেখতে।

পবল্যুস্। বর্সি ! বুঝতে পার্‌ছো, কত কাজ ? অনেক—পর্ব্বতপ্রমাণ—চল্লাম ! ······হাসো — হাসো — একবারটি হাসো। তোমার মুখের হাসিটুকু নিয়ে মন থাকে আমার কর্ত্তব্যে সজাগ। সারাদিনের পরিশ্রম—আমার হয় সে পরম আনন্দ !

(বর্সি নতজানু হইয়া প্রসন্নদৃষ্টিতে পবল্যুসের প্রতি চাহিল, পবল্যুস্ তাহার শিরশ্চুম্বন করিয়া উৎফুল্ল হইয়া বহির্গমন করিল)

বর্সি। পবল্যুস্, প্রভু, তোমায় ভালবাসি—কিন্তু আফ্রিকা আমার—সোণার মরু আমার ! —হায়, কোথায় সে—কোথায় আমি !

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাল—প্রাহ্ন

কনস্যল্ ম্যান্‌ল্যুসের প্রাসাদসম্মুখ।

(জনতা ও অট্টিলিয়া)

(ট্রিব্যুন্ লিকিন্যুস্ ম্যান্‌ল্যুসের প্রাসাদ হইতে বাহিরে আসিল। সে সোপানশ্রেণী হইতে অবতরণ করিতে করিতে সহসা অট্টিলিয়াকে দেখিতে পাইল। অট্টিলিয়াকে অসময়ে অস্থানে দণ্ডায়মানা দেখিয়া লিকিন্যুস্ অতিমাত্র বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইল)

লিকিন্যুস। এ কি! সুন্দরী অট্টিলিয়া এখানে……এ সময়ে? না—না, এ আমি কী দেখ্‌ছি! এ কি সম্ভব?

অট্টিলিয়া। কী সম্ভব নয়, লিকিন্যুস?

লিকিন্যুস। ভূতপূর্ব্ব কনস্যল্ মহাত্মা রেগুল্যাসের কন্যা অতুলা অট্টিলিয়া—লিকিন্যুসের ধ্যানপ্রতিমা—আজ এমনি ভাবে ইতর-সাধারণের সঙ্গে ম্যানল্যুসের দ্বারে দাঁড়িয়ে! লজ্জা! ………

অট্টিলিয়া। হ্যাঁ লজ্জা!—তবে সে লজ্জা অট্টিলিয়ার নয়। সে আজ লজ্জা দিতে চায়—রোমতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ কর্ণধার কনস্যল্ ম্যান্‌ল্যুসের নিকট ভিক্ষুকের মতো কাতর আবেদন জানিয়ে।

লিকিন্যুস্। সে কি, সুন্দরী!

অট্টিলিয়া। লিকিন্যুস্, সময়ের ফের-ফারে মানুষ যখন সব দিকেই নিরুপায় হয়ে পড়ে, তখন বাহিরে অসার আব্রুর আর কী দরকার? ……রেগুল্যাসের কন্যা! মহাত্মা রেগুল্যাস্! ……বলি, মর্য্যাদা গেছে—না, মর্য্যাদা আছে? ……ভেবে দেখ লিকিন্যুস্—আজ প্রায় পাঁচ বৎসর রোমের এই মহাত্মা কার্থেজের কারায় বন্দী, অথচ পাঁচ বৎসর মহাত্মার মুক্তিপথের উপায় নির্দ্ধারণ করা দূরে থাক, রোমবাসী তাঁকে দিনান্তে একবারও মনে করেছে কি? ……কই—

তাদের দিনের পর দিন বেশ কেটে যাচ্ছে, আহার-বিহারের সুগম পথ খুঁজতে খুজতেই তাদের জীবন বেশ চলে যাচ্ছে! .... ভাল, তাদের এই সুদীর্ঘ সময়ের দিনপঞ্জীগুলি পরখ করো—দেখবে, তারা অলস আরামের প্রচ্ছদপট নিয়েই রোমের জীবনদপ্তরের শোভাবৃদ্ধি করেছে। ......সত্য কি না?—ওকি মুখ নীচু করো না, লিকিন্যুস! তোমাদের মর্য্যাদা আছে। ....আমি—আমি অসভ্য আফ্রিকার কৃপাভিক্ষু এক বন্দী হীন দাস রেগুল্যাসের শোচনীয়া কন্যা,—যে রেগুল্যাসের নাম একদিন বীরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা শাসনকর্ত্তা কনস্থল্ বলে' সর্ব্ব হৃদয়ে পূজিত, আজ সেই নাম বিস্মৃত —এমনি শোচনীয় ভাবে বিস্মৃত, যে তার দুঃখিনী কন্যার চোখের জল দেখে ও সে নাম আর কারো মনে ভেসে ওঠে না। .... মর্য্যাদা! মর্য্যাদার শুষ্ক আবরণ মাথায় নিয়ে কন্যা পর্য্যন্তও পিতার প্রতি অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে একটি কথাও কবে না—যখন জগৎশুদ্ধ নিদ্রিত—নির্ব্বেদ—নিরপেক্ষ—উদাসীন!......চমৎকার এই মর্য্যাদা!

লিকিন্যুস্। অট্টিলিয়া, পিতার দুঃখে স্নেহশীলা কন্যার শোকের উচ্ছ্বাস উপযুক্ত ভক্তির পরিচয়, কিন্তু তা বলে' সে উচ্ছ্বাসের উত্তেজনায় অবিচারের প্রলাপ অনিন্দ্যা অট্টিলিয়ায় শোভা পায় না—না, কোন ক্রমেই না।

অট্টিলিয়া। অবিচারের প্রলাপ!—কী বল্‌ছো লিকিন্যুস্?

লিকিন্যুস্। নয় কি সে? বলো—বলো—তুমিই বলো! .... কোথায় দেবচরিত্র দেশনায়ক বীর রেগুল্যস্ শত্রুদমন—আর কোথায় দৈবদুর্ব্বিপাকে—হ্যাঁ দৈবদুর্ব্বিপাকই বল্‌তে হবে—তারই বশে কার্থেজের কারায় এখন তাঁর অতি হীন বন্দী-জীবন! ** তাঁর কথায় দিনান্তেও মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয়ে আঘাত পায় না এমন যদি কেউ থাকে, তবে হয় সে অতি নিকৃষ্ট পশু, ন'য় সে রোমের শত্রু। ......দেখ, 'বেলোনা' দেবীর মন্দির—সেখানে শত শত রোমপ্রজা নিত্য নানা উপচারে দেবতার পায়ে কাতর আবেদন জানাচ্ছে,—

কেন ? কিসের জন্য ? —মহাত্মা রেগুল্যাসকে ফিরে পাবার জন্য নয় কি ? ·········এই মুহূর্ত্তে যদি রোমতন্ত্রের শাসন-সভা 'সেনেটের' নীতি-বিধি অমান্য করা রোমপ্রজার পক্ষে সম্ভব হয়, জেনো, এই মুহূর্ত্তেই তারা রেগুল্যাসের মুক্তির মূল্যস্বরূপ সমস্ত রোমসাম্রাজ্য নিয়ে কার্থেজের দ্বারে প্রার্থী হ'য়ে ছুটে যাবে। রোমসাম্রাজ্যের সাধারণ প্রজাবর্গ—জনে জনে—এই ভাবই পোষণ করে, সুন্দরি ! কিন্তু কোথায় সাধারণ প্রজা, আর কোথায় সেনেট-সভা ! — অনেক অন্তর—বিস্তর ব্যবধান ! ·········আমার মনের ভাব জান্‌তে চাও ? ······হাঁ, নিশ্চয় চাও। ······তবে শোন। —লিকিন্যুসের যদি কিছু গর্ব্বের থাকে তবে সে সমস্তই আমার গুরু - আমার পরম দৈবত —মহাত্মা রেগুল্যাস্, আর সেই রেগুল্যাস্ আমার অট্টিলিয়া সুন্দরীর পিতা। আমার হৃদয় এই যুক্তিই মানে, আর তাঁর কারামুক্তির জন্য যদি কোন আন্দোলন কর্‌তে হয় তো এই যুক্তির বলেই কর্‌বে।

অট্টিলিয়া। ক র বে ! – ভবিষ্যৎ ! লিকিন্যুস্, দূর হোক্ নিকট হোক্—ভবিষ্যৎ সে অন্ধকার। অনেক বিতর্ক—অনেক বেড়াজাল !

লিকিন্যুস্। উপহাস বা ভৎর্সনা যা' ইচ্ছা করো শুন্‌তে প্রস্তুত – কিন্তু নিষ্ঠুর হ'ও না। জেনো, মানুষের কাজ আর তার ফলাফল সবই সুযোগ কুযোগ নিয়ে।······শোন, যতদিন আমি সামান্য প্রজা-মাত্র ছিলাম, ততদিন আমার যত শক্তিই থাকুক্ তার কাজ কর্‌বার পথ ছিল নিরুদ্ধ। কিন্তু এখন আমি ট্রিবুন্—সাধারণ প্রজা-বর্গের মুখপাত্র। এখন যদি আমি কোন আন্দোলন করি সেনেট-সভাকে অন্ততঃ তা শুন্‌তে হবে ভাব্‌তে হবে—ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে হবে। ·········তাই বলি, যদি পিতা রেগুল্যাসের প্রতি অবিচারের বিচার চাও, তো এখানে এই কন্‌সলের দ্বারে ভিক্ষুকের মতো কাতর আবেদনে নয়—এস আমার সঙ্গে 'বেলোনা' মন্দিরে—সেনেট-সভায়। আজই আমি সাধারণ প্রজাবর্গের পক্ষ হ'তে—

যে কোন উপায়ে—মহাশয় রেগুল্যাসের কারামুক্তির উপায় দাবী করবো · কাতর আবেদন নয়,—দাবী—জোরের সহিত দাবী।

অট্টিলিয়া। দাবী! —ভয় দেখিয়ে? সেনেট সভাকে চোখ রাঙিয়ে? লিকিন্যুস্, আমার জন্য প্রজাবর্গ দাঁড়াবে সেই শাসন সভারই বিরুদ্ধে অশান্তি-উত্তেজনার অগ্নিদণ্ড-হাতে—যে শাসন-সভার কন্‌স্যল্ ছিলেন এক সময়ে আমার পিতা মহাত্মা রেগুল্যস্? এই কি আমি রোমতন্ত্রের ভক্ত প্রজা? ······না, তা হ'তে পারে না। লিকিন্যুস্, তুমি ট্রিব্যুন্ আমি কখনই দেখ্‌তে পারবো না তুমি আমার জন্য তোমার পদের অমর্য্যাদা কর।

লিকিন্যুস্। অদ্ভুত! ······তবে এইভাবে এইখানে ম্যান্‌ল্যুসের দ্বারে ভিক্ষুকের মতো ধরণা দাও—করুণ সঙ্গীতে কাতর আবেদন জানাও, আর নিতান্ত অসহায়ের মতো আমরা দূরে দাঁড়িয়ে তাই দেখি।

অট্টিলিয়া। শোন - শোন লিকিন্যুস্ - রাগ করো না।

লিকিন্যুস্। তুমি ভেবেছ—তোমার কাতর আবেদনে মুগ্ধ বিচলিত হয়ে কন্‌স্যল্ ম্যান্‌ল্যুস্ তোমার পিতার মুক্তির উপা· উদ্ভাবনের যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন সেনেট-সভায়, আর সেনেট-সভা সে মুক্তির মূল্যস্বরূপ অর্থ-ঐশ্বর্য্য বা সাম্রাজ্য-খণ্ড মাথায় নিয়ে দাঁড়াবেন সেই অসভ্য আফ্রিকার অসভ্য দরজায়! হায় হায় হায়!

অট্টিলিয়া। এর একটাও কি সম্ভব হ'তে পারে না, লিকিন্যুস্?

লিকিন্যুস্। পা রে!!— তবে সেই সঙ্গে মনে করো যাঁর কাছে আবেদন জানাবে সেই ম্যানল্যুস্ আজন্ম তোমার পিতার প্রতিদ্বন্দ্বী, ঘরে বাহিরে—সভায় সমরে—কোথায় নয়? —প্রতিদ্বন্দ্বী—শত্রু!

অট্টিলিয়া। প্রতিদ্বন্দ্বী হোন্—শত্রু হোন্, তথাপি তিনি রোম্যান্। রেগুল্যাসের কারামুক্তিতে রোমের যদি সামান্য কোন ইষ্টসাধন হয়, চিরশত্রু হ'লেও ম্যান্‌ল্যুস্ তাতে রোম্যানের মত সৎ চেষ্টাই করবেন।

লিকিন্যুস্। ভ্রম—ভ্রম মহাভ্রম! আমি এখনো বল্‌ছি—চলো আমার সঙ্গে 'বেলোনা' মন্দিরে—

অট্টিলিয়া। রোগের প্রথম মুখেই বিষ—তাও আবার সুতীব্র?—না, লিকিন্যুস্। আমায় যদি সত্যই ভালবাস মিনতি করি, এ অভিসন্ধি ত্যাগ করো। ......শোন, আমি নিতান্ত অসহায়া রোদন-সর্ব্বস্বা নারীজাতিরই অন্যতমা, কিন্তু তারই কাছে আজ পরীক্ষা—মহাবল কন্‌স্যল্ ম্যান্‌ল্যুসের **'রোম্যান মর্য্যাদার'** পরীক্ষা। আমি দেখ্‌তে চাই, আমার আবেদন তাঁর প্রাণে আঘাত দেয় কি না। ....তিনি আমাদের শত্রু কি মিত্র আজ তার চরম পরীক্ষা।

লিকিন্যুস্। তাই বলে' এইখানে—এই ইতর সাধারণের সঙ্গে এক ভূমিতে দাঁড়িয়ে—

অট্টিলিয়া। দোষ কী? সর্ব্বসাধারণে দেখ্‌বে তিনি **রোম্যান** ম্যান্‌ল্যুস্ না **রেগুল্যাসের প্রতিদ্বন্দ্বী** ম্যান্‌ল্যুস্।

লিকিন্যুস্। বন্দী দাস রেগুল্যাসের কন্যার নিকটে আজ রোমের সর্ব্বময় কর্ত্তা স্বাধীনচিত্ত ম্যান্‌ল্যুসের পরীক্ষা! ...তবে তাই হোক! প্রার্থনা করি, ম্যান্‌ল্যুস্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোন্—অট্টিলিয়া সুন্দরীর অধরে হাসির জ্যোৎস্না ফুটিয়ে তুলুন—লিকিন্যুসের পিপাসী হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করুন। ....ঐ ম্যান্‌ল্যুস্। ....বিদায়, সুন্দরি! অনেক ব্যথা দিয়েছি, ক্ষমা করো। একবার হাসিমুখে প্রসন্নচোখে চাও—একটিবার!

অট্টিলিয়া। লিকিন্যুস্ প্রিয় বীর আমার, সর্ব্বচিত্তে আমি এখন শুধু রেগুল্যাসের কন্যা—পিতার জন্য শোক-তপ্তা দগ্ধহৃদয়া কন্যা। ক্ষমা করো—

লিকিন্যুস্। ধন্য—ধন্য—অতুল্যা কন্যারত্ন অট্টিলিয়া।

(লিকিন্যুসের প্রস্থান)

(লিকিন্যুসের পশ্চাতে সাধারণ প্রজাবর্গের ধীরে ধীরে নিষ্ক্রমণ)

(দণ্ডধারী রক্ষীগণ ও ম্যানল্যুস প্রাসাদের ভিতর হইতে বহিরে আসিল। দণ্ডধারী রক্ষীগণ ম্যান্‌ল্যুসকে পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল।)

অট্টিলিয়া। (নতজানু হইয়া) মহাশয় ম্যান্‌ল্যুস্, দয়া করে' একবার এই অভাগিনীর আবেদন শুনতে আজ্ঞা হোক।

ম্যান্‌ল্যুস্। এ কি কুমারী অট্টিলিয়া! তোমার সঙ্গে এখানে এমনভাবে সাক্ষাৎ—এ যে কখনো ভাবিনি। তোমার মতো অতিথির সম্মান রাখবার এ যে অত্যন্ত অযোগ্য স্থান, বৎসে!

অট্টিলিয়া। অযোগ্য স্থান তাই কি? হ্যাঁ, অযোগ্য ছিল ততদিন-আমার পিতা ছিলেন যতদিন রোমতন্ত্রের স্বাধীন প্রজা। আজ সেই পিতা কার্থেজের দাস, আমি সেই দাসের কন্যা—

রেগুল্যাস্। না—না, এ কী কথা? তুমি রোম্যান বীর রেগুল্যাসের কন্যা—সর্ব্বজনমান্যা। বলো-বলো তোমার যা মনের কথা।

অট্টিলিয়া। দেবতার দয়া!

ম্যান্‌ল্যুস্। ব্য'স্ত হ'লেও তোমার কথা শুন্‌বো—ধৈর্য্য ধরেই শুন্‌বো।

অট্টিলিয়া। তাই যদি, তবে সর্ব্বপ্রথমে আমার অন্তরের ধন্যবাদ আপনাদের এই ধৈর্য্যে।

ম্যান্‌ল্যুস্। (বিস্মিতভাবে) কিছু তো বুঝতে পারলাম না।

অট্টিলিয়া। তবে দয়া করে' আরো ধৈর্য্য ধরে' শুনুন। আজ পাঁচ বৎসর হ'ল পিতা আমার কার্থেজের কারাগারে শৃঙ্খলভার নিয়ে অসহায়ভাবে আর্ত্তনাদ কর্‌ছেন, আর সমস্ত জগৎ ভয়ে বিস্ময়ে দেখ্‌ছে যে রোম্যান সভ্যতা কী বিপুল ধৈর্য্যেই বধিরতার ভাণ করে' বসে রয়েছে। ......শুধু তাই নয়—সেই রোম্যান সভ্যতা কি অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে জগৎকে শিক্ষা দিচ্ছে—'শত্রুহস্তে যে বন্দী, বীর হ'লেও সে দাসমাত্র—সুতরাং ঘৃণ্য, তা'কে মন থেকে মুছে ফেলাই পরম শ্রেয়ঃ—পুণ্য।'

ম্যান্‌ল্যুস্। কিন্তু জানো কি অট্টিলিয়া—

অট্টিলিয়া। আমার বক্তব্য শেষ করতে দিন। ......আমায়

শুধু বলে' দি'ন—রোম কেন এত উদাসীন? পিতা কি কোন অপরাধ করেছেন? তাঁর বিরুদ্ধে কি কোন গুরুতর অভিযোগ আছে? ··· তিনি কি সকল ব্যক্তিগত স্বার্থ বলি দিয়ে সর্ব্বপ্রকারে দেশের হিতে আত্মনিয়োগ করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মনে করেননি?—বলুন। ·········বলুন এই 'পিউনিক' যুদ্ধের প্রথমভাগে জয়লব্ধ ধনরত্নের এককণাও কি তাঁর ভাণ্ডারে স্থান পেয়েছে? —অথচ সিসিলি, তরান্তো, আফ্রিকার উপকূল হ'তে শত্রুর পতাকা ছিনিয়ে এনে রোমের গর্ব্ব বাড়িয়েছে কে? ······বলুন, মহাশয় ম্যান্‌ল্যুস্! এই যে আপনার অঙ্গে কন্‌স্যলের পরিচ্ছদ, এ পরিচ্ছদ কি তাঁরও অঙ্গে শোভা পেত না? এই যে সব দণ্ডধারী রক্ষিপুরুষ এরা কি তাঁকেও সসম্মানে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত না? অথচ এই কন্‌স্যল্—এই বীর—এই দেশ-সেবকই দেশের কাজের উপযুক্ত পুরস্কার-স্বরূপ দীর্ঘ পাঁচ বৎসর হীন দাসের বেশে শৃঙ্খলভার বহন কর্‌ছেন। তাঁর প্রতি যোগ্য সম্মান দেখান দূরে থাক্ রোম্যান সভ্যতা তাঁকে সকল রকমে ভুলে যাওয়াই শ্রেয়ঃ মনে কর্‌ছে। হা বন্দী দাস রেগুল্যাস্! —হা রোম! —হা অভাগিনী কন্যা!

ম্যান্‌ল্যুস্। শোকবিহ্বলা অট্টিলিয়া, অশ্রু তোমার পিতৃভক্তির সার্থক উপচার, কিন্তু এটাও জেনো রোমের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ সে তোমার নিরর্থক অন্ধ অবিচার! বীর রেগুল্যাস্ আজ ঘটনাচক্রে শত্রুর শৃঙ্খলে পীড়িত—সত্য; কিন্তু এও সত্য—রোমবাসী সেই দেশসেবক বীরের শোচনীয় পরিণাম ভেবে মর্ম্মের যাতনায় দিবারাত্র অতিমাত্র পীড়িত। অসভ্য নিষ্ঠুর কার্থেজ তাঁকে যে 'ঘা' দিচ্ছে সে 'ঘা' রোমের বুকে নিদারুণ ভাবেই এসে পড়্‌ছে। কিন্তু উপায় কী? কার্থেজ—কার্থেজ; বিজিত বীরের সম্মান রাখ্‌বে অসভ্য আফ্রিকা! ·········এ আশা রোমের পক্ষে দুরাশা নয় কি?

অট্টিলিয়া। আপনি ভুল বুঝ্‌ছেন, মহাশয়! কার্থেজ নিষ্ঠুর

স্বীকার করি, তা বলে' কার্থেজ তেমন অসভ্য নয়, যেমন অসভ্য এই রোম—অকৃতজ্ঞ অভদ্র রোম।

ম্যান্‌ল্যুস্। (বিরক্তির সহিত) কী বল্‌ছো বালিকা! — তুমি রেগুল্যাসের কন্যা।

অট্টিলিয়া। হ্যাঁ আমি রেগুল্যাসের কন্যা—কন্‌স্যাল্ ম্যান্‌ল্যুসেরও কন্যাস্থানীয়া। ····· সভ্যতার ইতিহাস আপনাদের নিকটেই শেখা। আপনিই বলুন, রোমের সভ্যতা জগতের শিক্ষক—এই প্রবাদ কি, না? সেই সভ্যতার তুলাদণ্ডে ওজন করে' দেখুন রোম আজ কোথায় নেমে পড়েছে। ·········কার্থেজ রেগুল্যাসকে শৃঙ্খলে বেঁধে পীড়ন করছে সেটা স্বাভাবিক, কেন না রেগুল্যাস্ কার্থেজের চিরশত্রু। আর রোম তার কর্ম্মী বীর দেশনায়কের সঙ্গে যে ব্যবহার করছে, সেটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক—যার নাম প্রতারণা। ·········কথায় বক্তৃতায় রোমের দরদের ছন্দ ফুটে উঠ্‌ছে, প্রকৃত কাজের বেলায় সে হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে। ঘরে এক, বাহিরে আর এর নাম সভ্যতা—রোম্যান সভ্যতা !!

ম্যান্‌ল্যুস্। দুর্দ্দৈব—অট্টিলিয়া - দুর্দ্দৈব! রোমের আজ যথার্থই দুর্দ্দিন! উপায় কিছু আছে কি?

অট্টিলিয়া। সে কি! উপায় নেই?

ম্যান্‌ল্যুস্। উপায় !!·········রোমের যারা প্রধান বাহুবল আজ তারা বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে সকলেই কার্থেজের গৃহে বন্দী। রোম অত্যন্ত হীনবল।······

অট্টিলিয়া। হীনবল! ··· সত্যই? ··তাই যদি, তবে কি চিরকালই হীন থাকতে হবে? ···এর কি কোন প্রতিকার হবে না!

ম্যান্‌ল্যুস্। আচ্ছা, বলো তোমার কী অভিপ্রায়।

অট্টিলিয়া। অভিপ্রায়! ········ আপনি তো যাচ্ছেন 'বেলোনা' মন্দিরে? ······সেখানে তো আপনাদের সভা? ·· ···সে সভায় তো বিচার হবে আফ্রিকার দূতের প্রতি যা কর্ত্তব্য?

ম্যান্‌ল্যুস্। হ্যাঁ, এ সব তো আমাদের কর্ত্তব্য—এখন তোমার বক্তব্য কী ? ······বিলম্ব হ'য়ে যাচ্ছে, অট্রিলিয়া !

অট্রিলিয়া। তবে দয়া করে' আপনি চেষ্টা করুন—সেনেটসভা যেন আফ্রিকার দূতের নিকটে প্রস্তাব করেন রেগুল্যাসের কারামুক্তি। সে মুক্তির পণ অর্থেই হোক্ বা বন্দীবিনিময়েই হোক্। দয়া করে' আপনি এ বিষয়ে অভাগিনী কন্যাকে সাহায্য করুন। দেবতার আশীর্ব্বাদে আপনার কন্‌স্যল-জীবন শান্তিসম্পদে ভরে' উঠুক্।

ম্যান্‌ল্যুস্। পিতার পক্ষ নিয়ে কন্যার যা কিছু বল্‌বার, সবই ঠিক বলেছ, অট্রিলিয়া। কিন্তু আমি সেনেটসভার কর্ত্তৃত্ব কর্‌লেও, আমাকে কাজ কর্‌তে হবে সেই সেনেটের মতেই। তাতে আমাকে আগে বিচার কর্‌তে হবে রোমের ইষ্ট-কল্যাণ আর সেই সঙ্গে তৌল কর্‌তে হবে রোমের মর্য্যাদা—মান। তোমার আবেদন-মতো আজ যদি কার্থেজের কাছে আমরা সন্ধির প্রথম প্রস্তাব করি—তুমি রোম্যান বীর রেগুল্যাসের কন্যা—বলো, কলঙ্ক রাখ্‌বার কি আর জায়গা থাক্‌বে ?

অট্রিলিয়া। ·········বুঝেছি, এ প্রস্তাব তা হ'লে আপনি কর্‌বেন না।

ম্যান্‌ল্যুস্। কর্‌বো কি না বল্‌তে পারি না, তবে কর্‌বার আগে ভাব্‌তে হবে কর্‌তে পারি কি না।

অট্রিলিয়া। পিতা আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন—যদি সে ভাব থাকে, অন্ততঃ দুঃখিনী কন্যাকে দেখে তা ভুলে যান্।

ম্যান্‌ল্যুস্। অট্রিলিয়া, তুমি রেগুল্যাসের কন্যা, হীন হৃদয়ের পরিচয় দিও না। আমি তোমার পিতার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম—সত্য, কিন্তু তাঁর শোচনীয় পতনের কারণ আমার শত্রুতা নয়, যুদ্ধের ঘটনা-বিপর্য্যয়—দৈবদুর্ব্বিপাক।·········তুমি যদি ভাবো—আমি তোমাদের শত্রু, চলো সেনেটসভায়, সেখানে তুমি নিজে প্রত্যেক সভ্যকে

বোঝাও, তোমার কাতর আবেদন জানাও, তোমার মতেই তাঁরা মত প্রকাশ করুন, ছাখো—তাতে আমি যত শত্রুই হই—প্রতিবাদ করে' একপা'ও এগোতে পারি কি না! ······জেনো, আমি শাসন-পরিষদের **প্রধান** হ'লেও **কর্ম্মচারী** মাত্র—যথেচ্ছাচার রাজা নই। ·········বিদায়!

(রক্ষীগণসহ ম্যান্‌ল্যুসের প্রস্থান)

অট্টিলিয়া। (আপন মনে) আকাশ-জোড়া আশা নিয়ে ছুটে আসাই সার হ'লো! ········অঁ্যা—তবে কি স্বপ্নে যা দেখ্‌লাম সবই মিথ্যা? ······কি করি—কোন্ পথ ধরি? তবে কি লিকিন্যুসের কথা মতোই······তাই তো কিছু বুঝতে পার্‌ছি না। ······হা পিতা! হা তোমার অভাগী কন্যা!

(দ্রুতপদে বর্সির প্রবেশ)

বর্সি। অট্টিলিয়া সুন্দরি! বোন্! (অট্টিলিয়াকে জড়াইয়া ধরিল)

অট্টিলিয়া। ও কি, এত ব্যস্ত কেন, বর্সি? হাঁপাচ্ছ যে—হয়েছে কী?

বর্সি। স্বপ্ন তোমার কী—জানি না, কিন্তু আমার স্বপ্ন ফলেছে, বোন, সত্য বল্‌ছি। ······আফ্রিকার জাহাজে কার্থেজের দূত।

অট্টিলিয়া। ছাড়্ বর্সি! কার্থেজের দূত, তা আমার কী? এইজন্য এত লাফালাফি!

বর্সি। বটে, এই পুরস্কার? তবে থাক্—আর যা সু-খবর। ······প্রাণ যখন তোমার নেচে উঠ্‌ছে না—আমার জানাবার কী দরকার? আমি তো তোমাদের দাসী—মাত্র দাসী।

অট্টিলিয়া। বটে?···তোর গলায় ফাঁসী দেব। সু-খবর কী বল্‌বি, তবে রেহাই পাবি। নইলে তুই শুধু বাঁদী? এই কোলের মধ্যে বন্দী।

বর্সি। (হাসিতে হাসিতে) যিনি এসেছেন— তাঁরে করো—ওগো ভাই বোন্—এমনি কোল-বন্দী।

অট্টিলিয়া। কে এসেছেন ?—কার সঙ্গে কে ?

বর্সি। হা পোড়াকপাল! শুনতে পাওনি এখনো ? সহরময় আনন্দের রোল—বীর রেগুল্যাস্ ফিরে এসেছেন।

অট্টিলিয়া। অঁ্যা বলিস্ কী বর্সি, রেগুল্যাস্ ফিরে এসেছেন এ কি সত্যি ? সত্যি বল্‌ছিস্—রেগুল্যাস্ আমার পিতা—

বর্সি। তোমাদের পিতা—মহাত্মা রেগুল্যাস্।

অট্টিলিয়া। বলিস্ কী ? না—না, তোকে কে ভুল খবর দিয়েছে, নয় তুই আমার সঙ্গে ছলনা কর্‌ছিস্।

বর্সি। ছলনা নয়, বোন্। যদিও আমি তাঁকে চোখে দেখিনি, তবু আসবার পথে সকলের মুখেই ঐ কথাই শুনেছি। ঐ দেখ প্রভু পব্‌ল্যুস্; ওঁকেই নয় জিজ্ঞাসা করো।

(দ্রুতপদে হর্ষোল্লাসে পব্‌ল্যুসের প্রবেশ)

পব্‌ল্যুস্। আনন্দ! বোন্, আনন্দ করো—তিনি এসেছেন। পিতা ফিরে এসেছেন। আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম।

অট্টিলিয়া। সত্য ?……কোথায় তিনি ?……দেবতা! আপনাদের দয়া!……পব্‌ল্যুস্, ভাই, আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্‌ছে, সুখে কি দুঃখে জানি না। আমায় ধরো, নিয়ে চলো। সেইখানে - শীগ্‌গীর।

পব্‌ল্যুস্। অধীর হ'লে চল্‌বে না, বোন্। পিতা এখন শিবিরে আফ্রিকা-দূতের সঙ্গে। সেনেটসভা যতক্ষণ না তাঁকে আহ্বান করছেন সাক্ষাৎকারের জন্য, ততক্ষণ তিনি কারো সঙ্গে বাক্যালাপ দূরে থাক্, দেখা সাক্ষাৎও কর্‌বেন না। এমনি তাঁর পণ।

অট্টিলিয়া। অদ্ভুত!……তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল কোথায় ?

পব্‌ল্যুস্। সেনেটসভার নির্দ্দেশ মতো আমাকে যেতে হ'য়েছিল বন্দরে—আফ্রিকার দূতের বাসস্থান নির্দ্দেশ কর্‌তে। গিয়ে, বন্দর-তীরে সাক্ষাৎ হ'লো প্রথমেই পিতৃদেব রেগুল্যাসের সঙ্গে।

অট্টিলিয়া। আশ্চর্য্য! স্বপ্নে যা দেখেছি!—অঁ্যা, পব্‌ল্যুস্ ভাই, কী আনন্দ! তারপর ? --কী বল্‌লেন তিনি ?

পব্‌ল্যুস্‌। আমি গিয়ে দেখি—পিতা বন্দরতীরে দাঁড়িয়ে এক-দৃষ্টিতে ক্যাপিটলের (capitol) দিকে তাকিয়ে। আমি কাতরকণ্ঠে 'পিতা পিতা' বলে' ছুটে গেলাম তাঁকে আলিঙ্গন কর্‌তে—তাঁর কর চুম্বন কর্‌তে। তিনি পিছিয়ে হ'টে গিয়ে বল্লেন অতি দৃঢ়স্বরে—"অল্পমতি যুবক! ক্রিয়াবিধি-জ্ঞান তো তোমার কিছুই হয়নি। তুমি কি জাননা, যারা দাস বন্দী, রোমরাজ্যে তাদের পিতা হ'বার অধিকার নেই।" ······তাঁর সেই তেজ, সেই কঠোর দর্প, সেই বজ্রস্বর সেখানে যেন এক নাটকের সৃষ্টি কর্‌লো, অট্টিলিয়া। কার্থেজের যারা —তারা চকিত ভীত, আমি বুঝি জ্ঞানশূন্য—মূর্চ্ছিত।

অট্টিলিয়া। (সোৎকণ্ঠে) তারপর?

পব্‌ল্যুস্‌। তারপর তাঁর প্রশ্ন হ'লো—সেনেটসভার অধিবেশন হবে কোথায় - কখন? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বিনা-বাক্যালাপে একেবারে চলে' গেলেন আফ্রিকার শিবিরে। আমি সেখান থেকে ছুটে আস্‌ছি—এখানে—কন্‌স্থলের উদ্দেশে।

বর্সি। কন্‌স্থলের উদ্দেশে? ······তিনি তো এইমাত্র গেলেন 'বেলোনা' দেবীর মন্দিরে।

অট্টিলিয়া। ······হা অদৃষ্ট! পিতা এলেন তবে হীন বন্দী দাসভাবে?

পব্‌ল্যুস্‌। শান্ত হও, বোন্‌। মনে হয় কার্থেজ পিতার মুখ দিয়েই কোন সন্ধির প্রস্তাব কর্‌বে। এখন তাঁর যা' অভিরুচি তাতেই নির্ভর করছে সকল ইষ্ট অনিষ্ট।

অট্টিলিয়া। বিজয়ী কার্থেজ করবে সন্ধির প্রস্তাব! সে প্রস্তাব-মতো কার্থেজ যা চাইবে—রোম কি তা দিতে সম্মত হবে? —সন্দেহ!

পব্‌ল্যুস্‌। সন্দেহ দূর করো, বোন্‌! রোমবাসীর আনন্দ উৎসব তুমি দেখনি, তাই সন্দেহ কর্‌ছো। তারা তাদের রেগুল্যাসের ফিরে আসা শুনে আনন্দে দিশেহারা—পাগল। ছেলে-বুড়ো সকলে

ছুটেছে আপন আপন প্রিয়জনকে এই সুখবর শোনাতে। —ঘরে বাহিরে পথে ঘাটে সর্ব্বত্র এক আনন্দের বাজার বসে' গিয়াছে।

অট্টিলিয়া। তাই তো—লিকিন্যুস্ কি এ খবর পেয়েছে? তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

পব্ল্যুস্। না, লিকিন্যুসকে এ খবর দেবার প্রথম অধিকার যে তোমার বোন্! আমাদের ব্যথার ব্যথী—বন্ধু—সুহৃৎ লিকিন্যুস্।

অট্টিলিয়া। তবে চল্লাম, ভাই। ......আজ ব্যথা দিয়াছি আমিই তাঁকে আগে। (দ্রুত নিষ্ক্রমণ)

পব্ল্যুস্। বর্সি সুন্দরি! চল্লাম 'বেলোনা' মন্দিরে। ব্যস্ত এখন—আনন্দের ভাগ তোমার পাওনা রইল।

বর্সি। একটা কথা বলে যান্—দয়া করে'।— আফ্রিকার দূত যিনি এলেন আপনি তাঁকে দেখেছেন?

পব্ল্যুস্। কেন বলো দেখি? (বর্সি নিরুত্তর রহিল)

পব্ল্যুস্। সঙ্কোচ কর্ছো কেন, বর্সি? পিতা ফিরে এসেছেন —আমাদের এ আনন্দে তুমি এসে ভাগ নেবে না কি?

বর্সি। ......আপনি আফ্রিকার দূতের নাম কি বল্লেন?

পব্ল্যুস্। নাম তো বলিনি।—কেন? নাম করলে চিনতে পারবে? নাম তাঁর অমিল্ক্যর্।

বর্সি। অমিল্ক্যর্?—কোন্ অমিল্ক্যর্? অন্নোর (Anno) যিনি বীরসন্তান?

পব্ল্যুস্। হ্যাঁ—তাই। কেন?......

বর্সি। (হৃদয়াবেগসংবরণের চেষ্টায়) অন্নোর পুত্র— অমিল্ক্যর্—?

পব্ল্যুস্। বর্সি সুন্দরি! বুঝতে পার্ছি না।—অমিল্ক্যরের নামে তোমার গণ্ডদুটি লাল হ'য়ে উঠ্লো যেন বস্রাই গোলাপ। ......বলো—সত্য বলো—কে সে অমিল্ক্যর্? —কে সে তোমার?

বর্সি। কে সে আমার.........(হৃদয়াবেগসংবরণ)

পব্‌ল্যুস্‌। বলো—সত্য বলো—দ্বিধা করো না—

বর্সি। প্রভু, আপনার অনুগ্রহ-দয়ায় আর অট্টিলিয়া ভগিনীর—স্নেহ-ভালবাসায় আমার দাসী-জীবনের সকল দুঃখ-বন্ধন দূর হ'য়ে গিয়েছিল—আমি পাখীর মতই আকাশে উড়ছিলাম—কিন্তু তা' এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত।

পব্‌ল্যুস্‌। এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত! ···কেন? এর কী অর্থ?

বর্সি। প্রভু, আমি জানি, আপনি আমায় ভালবাসেন···আমি অকৃতজ্ঞ হবো না। তথাপি সত্যই বল্‌বো—আমিই আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লাম—আমার বন্ধনদুঃখ আমিই আবার নতুন করে, জাগিয়ে তুল্‌লাম।

পব্‌ল্যুস্‌। (কম্পিতস্বরে) কী বল্‌ছো, বর্সি! স্পষ্ট বলো—হেঁয়ালী রাখ।

বর্সি। (নতজানু) হেঁয়ালী নয়—সত্য, (বুকে হাত দিয়া) সার সত্য। প্রভু ক্ষমা করুন, অপরাধ নেবেন না—আমি বন্দিনী দাসী হীনমতি দাসী—তবু আমারও একটা হৃদয় ছিল, আর সেই হৃদয়······ না······। প্রভু, ক্ষমা করুন·········

পব্‌ল্যুস্‌। ওরে নিষ্ঠুর—চুপ্‌ চুপ্‌, তোর হৃদয়ের সত্য হৃদয়ে থাক্‌—তার স্বীকার সত্য হ'লেও নিষ্ঠুর—অতি নিষ্ঠুর অত্যাচার। —পব্‌ল্যুস্‌ তা সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না। না—না—কখনো না।

(দ্রুত নিষ্ক্রমণ)

বর্সি। (সহসা চমক ভাঙ্গিয়া কতকটা প্রকৃতিস্থা হইয়া) হা অভাগিনী! মুহূর্ত্তের ভূলে এ তুই কি কর্‌লি?······অমিল্‌ক্যর্‌! ——না, দুঃস্বপ্ন। ······পব্‌ল্যুস্‌, প্রভু! আপনি আমার প্রভুই থাকুন, আমি দাসী থেকেই আপনার সেবা করি। তার বেশী······ না তা কেমন করে' হবে! প্রভু, ক্ষমা, ক্ষমা!

তৃতীয় দৃশ্য।

কাল—অপরাহ্ণ।

দৃশ্য—বেলোনা দেবীর মন্দিরের সম্মুখে সভামঞ্চ।

সভামঞ্চে সেনেটের সভ্যগণের আসনশ্রেণী, মন্দিরের ভিতর হইতে সভামঞ্চে প্রবেশ করিবার পথে 'বেলোনা' মন্দিরের কুমারীগণ, —কুমারীগণের হস্তে আলোকবর্ত্তি।

সম্বর্দ্ধনা গান

এস হে আঁখিরঞ্জন! এস জনজনচিতহারি!
দীর্ঘ-বিরহ অবসানে আজি মন্দিরে তোমারি!
অনিমেষ তুহুঁ নয়নে ছিনু তব পথ চাহি তরাসে,
আজি একি এ চকিত নয়ন! আজি এ কি এ পুলক বিকাশে।
আজি দিশি দিশি একি মুখরিত তব আবাহন-গানে
আজি অন্তরের মন্দিরে একি উৎসব তোমারি!

*　　　*　　　*　　　*

শূন্য আসন শূন্য ভবন মিছে এ সোণার দীপালী
এস হে প্রিয়—মঙ্গলময়! —পূর্ণ কর হে সকলি!
মন্দিরে রাখ রাতুল চরণ,—সকল শোভন হউক্ শোভন,
আজি ধন্য হোক্ পুণ্য হোক্ এ মিলনের আঁখি-বারি!

(গীতান্তরালে ম্যান্‌ল্যুস্, পব্‌ল্যুস্ ও সেনেটের সভ্যগণের প্রবেশ ও স্ব স্ব আসনে উপবেশন)

ম্যান্‌ল্যুস্। মহাশয় রেগুল্যস্ ও কার্থেজের দূতের সম্বর্দ্ধনার আয়োজন উপযুক্তই হয়েছে, পব্‌ল্যুস্। কিন্তু একটা কথা—সেটা ঠিক এখনো বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।—কার্থেজ কি প্রকৃতই সন্ধির প্রস্তাব এনেছে?

পব্‌ল্যুস্। প্রকৃতই সন্ধির প্রস্তাব এনেছে কি না জানি না, তবে যতদূর শুনেছি তাতে বুঝেছি, বন্দীর বিনিময়ে বন্দীর কারামুক্তি

চাওয়াই কার্থেজের মনের ভাব, আর সেই মনের ভাব তা'রা প্রকাশ করতে চায় পিতা রেগুল্যাস্‌কেই মুখপাত্র করে'।

ম্যান্‌ল্যুস্‌। মহাশয় রেগুলাস্‌কেই মুখপাত্র করে'?

পব্‌ল্যুস্‌। হাঁ, উদ্দেশ্য—পিতা যদি এ প্রস্তাবের সদুত্তর পা'ন তবেই তাঁর মঙ্গল, নয় তো তাঁকে ফিরে যেতে হবে আবার সেই কার্থেজে তাদের কুঠারমুখে আত্মবলি দিয়ে—রোমের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে।

ম্যান্‌ল্যুস্‌। পাপ!

পব্‌ল্যুস্‌। তাদের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করা—সেটা রোমেরই পাপ। এই তাদের ধারণা।

ম্যান্‌ল্যুস্‌। বলো কি পব্‌ল্যুস্‌!

পব্‌ল্যুস্‌। হ্যাঁ, কার্থেজ ত্যাগ করবার আগে তাঁকে এই সত্য শপথই করতে হয়েছে, আর সেই সঙ্গে তাঁকে শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর নিষ্ফল দৌত্যের যা পরিণাম।

ম্যানল্যুস্‌। অর্থাৎ—?

পব্‌ল্যুস্‌। কুঠার-মুখে ভীষণ হত্যার আয়োজন। কিন্তু তবুও তিনি সত্য শপথ করেছেন, স্থিরচিত্তে তাদের সকল সর্তেই রাজী হয়েছেন। জানিনা তাঁর কি মনোভাব।.........হে রেগুল্যাসের ভক্তমণ্ডলি রোমবাসি! আমার জিজ্ঞাস্য—আপনাদের দেশসেবক বীরকে আপনারা কি সত্যই শত্রুর কুঠার-মুখে নির্দ্দয়ভাবে তুলে দিতে চান্‌?

ম্যান্‌ল্যুস্‌। (শান্তিরক্ষার ইঙ্গিত করিয়া) পব্‌ল্যুস্‌! উত্তেজনার বশে শাসন-পরিষদের কার্য্যশৃঙ্খলা ভঙ্গ করো না। ঐ দেখ তোমার পিতা! আগে তাঁর সম্বর্দ্ধনা—তারপর অন্য সব আলোচনা।

(রেগুল্যস্‌ ও অমিল্‌ক্যরের প্রবেশ)

(সভামণ্ডপের প্রবেশপথে রেগুল্যস্‌ সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল)

অমিল্‌ক্যর্‌। কি হে দাঁড়ালে যে? পথ ভুলে গেলে না কি?

আমার ধারণা,—এ মন্দিরের প্রত্যেক ভিত্‌টি রেগুল্যাসের বুকের সঙ্গে গাঁথা .....কেন না রেগুল্যাস্ সুসভ্য দেশের সুসন্তান।

রেগুল্যাস্। অমিল্‌ক্যর্, তুমি ঠিকই বলেছ—আমি **সুসভ্য** দেশের **সুসন্তান।** আর সেইটা মনে পড়তেই আমার পা-দুটো পেছন থেকে কে যেন টেনে ধর্‌ছে। মনে হচ্ছে—আমি ছিলাম কী, আর হয়েছি কী,—কী কাজ নিয়ে আমাকে আফ্রিকার উপকূলে ছুটে যেতে হয়েছিল, আর কী কাজ নিয়েই বা এখন এই রোমেই তোমার মতো সঙ্গী নিয়ে ফিরে আস্‌তে হয়েছে।

অমিল্‌ক্যর্। (হাস্যে) হা—হা—হা, স্বাভাবিক! স্বাভাবিক!

(উভয়ে সভাগৃহে প্রবেশ করিল)

(সভাস্থ সকলের প্রতি, নমস্কার! (রেগুল্যাস্ নীরব অভিবাদনে সেনেটসভ্যগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিল)

ম্যান্‌ল্যুস্। আসুন—আসুন—

(পরস্পর অভিবাদনের বিনিময়)

অমিল্‌ক্যর্। (কন্‌স্যলের প্রতি) আপনাদের এই বিপুল আয়োজনে আর কেউ সুখী কি না জানিনা, কার্থেজ আর কার্থেজের প্রধান মুখপাত্র **আমি** এতে বড়ই সুখী, আর সেই সুখের নিদর্শন-স্বরূপ কার্থেজ আমাকে দিয়েই রোমকে প্রীতিসম্ভাষণ জানাচ্ছেন। সেই প্রীতিসম্ভাষণের উদ্দেশ্য সন্ধি, অবশ্য সন্ধিতে যদি আপনাদের আগ্রহ থাকে, ...কেন না রক্তারক্তি যুদ্ধে তো চলে' গেল অনেক দিনই, তাতে আপনারা নিশ্চয় অতিমাত্র পরিশ্রান্ত।...তবে কার্থেজও যে একেবারেই অক্লান্ত তা তার পরম মিত্রও বল্‌তে সাহস কর্‌বে না। হা—হা—হা (হাস্য)

ম্যান্‌ল্যুস্। আপনারা আগে আসন গ্রহণ করুন, সভার মর্য্যাদা রাখুন, তারপর আপনার কথার আলোচনা করে' সদুত্তর দেবো।

(অমিল্‌ক্যরের আসন গ্রহণ)

আসুন, মহাশয় রেগুল্যাস্! আপনার অনেকদিনের শূন্য আসন

আজ অলঙ্কৃত করে' সভার গৌরব বর্দ্ধন করুন। আসুন—এগিয়ে আসুন।

রেগুল্যাস্। (সেনেটের সভ্যগণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) এঁরা তবে কা'রা ?

ম্যান্‌ল্যুস্। কেন ?······এঁরা সকলেই সেনেটের সভ্য।

রেগুল্যাস্। আর আপনিই বা কে ?

ম্যান্‌ল্যুস্। ······এর অর্থ ?······কেন ?—আমি কন্‌স্যাল্। এই সেনেটের সভাপতি। ······আপনি ম্যান্‌ল্যুস্‌কে ভুলে গেলেন—এত শীঘ্র ?

রেগুল্যাস্। তবে কি বুঝ্‌বো, রোমে হীন বন্দী দাসের সম্মান এত বেড়ে গেছে যে সে সেনেটসভার কন্‌স্যালের সঙ্গে সমান আসন অধিকার কর্‌তে পারে ?

ম্যান্‌ল্যুস্। হঁ্যা—নিশ্চয়। রোম গুণের পূজা জানে—চিরকালই তা করে। সে জানে, আপনি তার কতখানি। ঠিক এই কারণে রোম তার সকল আইন কানুন বদ্‌লাতেও পারে, ভুল্‌তেও পারে—তা সে আইন যতই কঠোর হোক্।

রেগুল্যাস্। (দৃঢ়স্বরে) রোম ভোলে ভুলুক, রেগুল্যাস্ তা ভোলে না, ভুল্‌তে পারে না।

ম্যান্‌ল্যুস্। (নিম্নস্বরে) অদ্ভুত নিষ্ঠা! আশ্চর্য্য নীতি-জ্ঞান!······)

পব্‌ল্যুস্। মাননীয় সভ্যমণ্ডলি! ক্ষমা করুন, আমি আসন ত্যাগ কর্‌তে বাধ্য।

রেগুল্যাস্। এর অর্থ কি পব্‌ল্যুস্ ?

পব্‌ল্যুস্। কর্ত্তব্য। যেখানে পিতা রেগুল্যাস্ থাকবেন দাঁড়িয়ে হীন বন্দী দাসের মতো, সেখানে পুত্র পব্‌ল্যুস্ আসন অধিকার কর্‌বে মাননীয় সভ্যের মতো—এর চেয়ে লজ্জা আর কী হ'তে পারে ?

রেগুল্যাস্। হায় রে! সেই রোম আজ এই রোম! ······তখন

ব্যক্তিগত স্বার্থ—তা' সে যত বড়ই হোক্—তার চিন্তা করাও ছিল পাপ। তখন দেশের যা কল্যাণ, তাতেই আপনাকে বিলিয়ে দেওয়াই ছিল পুণ্য—আর তারই নাম ছিল কর্ত্তব্য।·········পব্‌ল্যুস্! কর্ত্তব্য বল্‌তে রোম্যান সেই কর্ত্তব্যই বোঝে। সেই কর্ত্তব্যবোধে তুমি তোমার আসন ত্যাগ করো না। শেখো, দেশের মধ্যে তোমার যে আসন—যা অর্জ্জন করেছ তোমার সুকৃতি ও পৌরুষে—তার মর্য্যাদা রাখতে তোমার কী কর্ত্তব্য।

পব্‌ল্যুস্। ক্ষমা করুন, পিতা! এ আজ্ঞা পালনে আমি নিতান্ত অক্ষম। দেশের প্রতি কর্ত্তব্য যত বড়ই হোক্, হৃদয় আজ তা বোঝে না, বুঝতে পারে না·········পিতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য আজ এত বড়।

রেগুল্যাস্। পিতার প্রতি কর্ত্তব্য !!··· পব্‌ল্যুস্, পিতৃ ঋণ তোমার অনেক দিন শোধ হয়ে গিয়েছে।·········তোমার পিতা **রোম্যান** রেগুল্যাসের মৃত্যু হয়েছে—সে **রোম্যান** রেগুল্যাস্ আর **বেঁচে** নেই।···হ্যাঁ নিশ্চয় যে দিন থেকে সে কার্থেজের বন্দী দাস।······ আসন গ্রহণ করো। আসনের মর্য্যাদা রাখো—নিজের মর্য্যাদা রাখো।

ম্যান্‌ল্যুস্। পব্‌ল্যুস্, সভার কার্য্য আরম্ভ কর্‌তে দাও।

(অতি সঙ্কোচের সহিত পব্‌ল্যুসের আসন গ্রহণ)

হে সভ্যগণ্ডলি! সভার কার্য্য আরম্ভ হোক্। হে মাননীয় দূত অমিল্‌ক্যর! আপনার কী প্রস্তাব?

অমিল্‌ক্যর্। প্রস্তাব? প্রস্তাব করবেন যিনি, কর্ত্তব্যবোধে তিনি আপনাদের সামনেই দাঁড়িয়ে। আমি নামে দূত হ'লেও দৌত্যকার্য্যের আসল ভারটাই চাপানো হয়েছে ঐ ওঁরই ওপরে। ওঁর মুখ থেকেই শুনুন-অবশ্য একটু মনোযোগ করে'।

ম্যান্‌ল্যুস্। মনোযোগ কর্‌বো আমরা সকল বিষয়েই, সকল

দিক দিয়েই - এ ধারণা যে আপনি করেননা এটা বিশ্বাস কর্‌তে পারিনা।······মহাশয় রেগুল্যাস্, আপনার সমাচার ?

পব্‌ল্যুস্। হে দেবমণ্ডল, আমার পিতাকে রক্ষা করুন, তাঁর হৃদয়ে শুভ ইচ্ছার প্রেরণা করুন।

অমিল্‌ক্যর্। (রেগুল্যাসের প্রতি) বল্‌বার আগে তৌলটা ঠিক করে' নাও। কোন্‌টার বাড়তি ঘটতে পারে, কোন্‌টার ঘাট্‌তি হ'তে পারে ঠিকঠাক্ এঁচে নাও। যা সত্য শপথ করে' এসেছ সেই পাল্লাকাঠিটীর দিকে বেশ একটু নজর রেখো। ধরো' যদি তোমার প্রস্তাব ফুঁয়ে উড়িয়েই দেয়, বুঝলে—খুব সাম্‌লে। তোমার একটা যা-তা হয়, আমার অভিপ্রায় তা মোটেই নয়।

রেগুল্যাস্। অমিল্‌ক্যর্, আমি যে সত্যে বদ্ধ, সেই সত্যই পালন কর্‌বো—চিন্তা করো না।

অমিল্‌ক্যর। হ্যাঁ, হ্যাঁ—তাই—তাই। তুমি বুদ্ধিমান্, তোমায় বলা বাহুল্যমাত্র।

ম্যান্‌ল্যুস্। (অমিল্‌ক্যরের প্রতি) হে দূতপ্রবর! আমরা সকলেই মনোযোগ করে' আছি। ······(রেগুল্যাসের প্রতি মুখ ফিরাইল, অমিল্‌ক্যর্ রেগুল্যাসকে ইঙ্গিত করিল) মহাশয় রেগুল্যাস্, আপনার কী বক্তব্য ?

পব্‌ল্যুস্। হে অন্তরীক্ষবাসি দেবমণ্ডল! দয়া করুন, পিতাকে আজ আপনাদের অমর বাক্‌শক্তি দান করুন।

রেগুল্যাস্। হে মাননীয় শাসন-পরিষৎ! আপনারা অবহিত-চিত্তে শ্রবণ করুন—বন্দী রেগুল্যাসের বক্তব্য মাত্র দুটী।

অমিল্‌ক্যর্। হ্যাঁ—হ্যাঁ ঠিক বলেছ—দুটী বক্তব্য।

ম্যান্‌ল্যুস্। দূতপ্রবর! (অমিল্‌ক্যরের প্রতি শান্তিরক্ষার ইঙ্গিত)

রেগুল্যাস্। আমার প্রথম বক্তব্য—কার্থেজের দুটী প্রস্তাব। প্রথম প্রস্তাব এই - কার্থেজ তার জয়লব্ধ ভূভাগগুলিতে বিনাবাধায় অধিকার-স্বত্ব বজায় রাখ্‌তে চায়, আর তা যদি সে রাখ্‌তে পায়,

সে একান্তমনে প্রস্তাব কর্‌ছে—সে রোমের সঙ্গে সন্ধি কর্‌তে প্রস্তুত। ·········কার্থেজের দ্বিতীয় প্রস্তাব—রোম যদি যুদ্ধই চায়, সে যুদ্ধ যুগব্যাপী হ'লেও কার্থেজ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তবে সে চায় বন্দী-বিনিময় অর্থাৎ উভয়পক্ষের বন্দীর বদলে বন্দীর মুক্তি।—এই আমার **প্রথম** বক্তব্য।

অমিল্‌ক্যর্। ব্যস্—ব্যস্—এই তো সব, আর প্রথম দ্বিতীয় নেই!

ম্যান্‌ল্যুস্। দূতপ্রবর! (শান্তিরক্ষার ইঙ্গিত)।··· (রেগুল্যসের প্রতি) আপনার দ্বিতীয় বক্তব্য?

রেগুল্যস্। আমার দ্বিতীয় বক্তব্য—**বন্দী** রেগুল্যসের মনোভাব।—বন্দী **রোম্যানের** যা মনোভাব!

অমিল্‌ক্যর্। হ্যাঁ—ঠিক! 'বন্দী'—হুঁ তাই।

রেগুল্যস্। তবে শুনুন্—রেগুল্যস্ বন্দী দাস, তার পক্ষে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই হয় তো স্বাভাবিক! তথাপি সে জীবনান্ত পর্য্যন্ত চায় রোম যেন তার মর্য্যাদা না হারায়।—কার্থেজের অবমাননাকর যুগল-প্রস্তাব যেন ব্যর্থ হ'য়ে কার্থেজের দিকেই ভেসে যায়।

অমিল্‌ক্যর্। (বিরক্তভাবে দৃঢ়স্বরে) বাঃ! বেশ তোমার মনোভাব! বাঃ! রেগুল্যস্, বাঃ!

পব্‌ল্যুস্। পিতা!

ম্যান্‌ল্যুস্। কি বিরাট্ পৌরুষ! কি বিপুল দৃঢ়তা!

সেনেটসভ্যগণ। (পরস্পর) আশ্চর্য্য! অদ্ভুত চরিত্র।

ম্যান্‌ল্যুস্। এ সত্য—না ভোজবাজি!

} প্রায় এক-কালীন

রেগুল্যস্। হে রোমবাসি ভদ্রমহোদয়মণ্ডলি! আমার বক্তব্য শেষ হয়নি। ······কার্থেজের প্রথম প্রস্তাব মতো যে-সন্ধি, সে-সন্ধি যে নিতান্ত অবমাননাকর, আর তার পরিণাম যে অত্যন্ত অশুভ তা বোঝাতে আমি বৃথাবাক্যব্যয়ে আপনাদের অমূল্য সময় নষ্ট কর্‌তে চাই না।···· শুধু এইটুকু বুঝ্‌লে সব বোঝা হবে,—শত্রু বিজয়ী হয়েও

সে যদি সন্ধির প্রস্তাব প্রথমেই পাঠায়, কবি তাকে যতই মহান্ উদার ভাবুন, রাষ্ট্রনীতির চক্ষে সে ভীত অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুক বই আর কিছু নয়।······সন্ধিকেই চায় সে অন্তরে, যুদ্ধকে সে সত্যই ভয় করে।

ম্যান্‌ল্যুস্। কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাব—বন্দী-বিনিময় ? এ তো সঙ্গত প্রস্তাব।

রেগুল্যাস্। সঙ্গত প্রস্তাব ?—না কার্থেজী কুচক্র ? পিউনিক প্রতারণা—ভেল্কী যাদু।

অমিল্‌ক্যর্। সাধু ভদ্র মহাশয় ! সাবধান ! সত্য শপথের কথা মনে আছে ?

রেগুল্যাস্। নিশ্চয়। কার্থেজ ব্যবসাদার—প্রতারণায় সে সিদ্ধ, রেগুল্যাস্ বন্দী হ'লেও রোমের পুত্র—সত্যপালনে সে প্রসিদ্ধ।

পব্‌ল্যুস্। গেল—সব গেল।

রেগুল্যাস্। হে মহামান্য সভ্যমণ্ডলি ! বন্দীর বিনিময়-সর্ত্তে যে সন্ধি তাতে অসংখ্য অনর্থের সম্ভাবনা। তবুও তার তালিকা দিতে আপনাদের ধৈর্য্যনাশ করবো না। আমার এই কাতর প্রার্থনা—সভ্যমণ্ডলী যেন এই বন্দী-বিনিময় প্রস্তাবটাই সর্ব্ব অন্তরে ঘৃণা করেন। এই প্রস্তাব মতো কাজ হ'লে রোমের মর্য্যাদা যা', তা অতীতের স্বপ্নকথা হ'য়েই থক্‌বে। ·········যে প্রকৃত রোম্যান সে চায় স্বাধীনতা - সত্য। কিন্তু সে স্বাধীনতা পাবার এই যদি হয় উপায়—যা অতি নিকৃষ্ট ঘৃণিত—তবে এর চেয়ে অধিক লজ্জা রোম্যানের আর কি হ'তে পারে ? এই সর্ত্তে সন্ধি হ'লে, যে রোম্যান বন্দী সে মুক্তি পাবে—সত্য ; কিন্তু সে মুক্তি হবে—ঘৃণার, লজ্জার। সে হীন মুক্তিতে কি তার পিঠে দাসত্বের বেতের দাগ অতিমাত্রায় কাল হ'য়েই ফুটে উঠ্‌বে না ?······তার মুক্তি হবে অভিশাপ, তার জীবন হবে মহাপাপ, রোমে প্রবেশ করবার পূর্ব্বেই সে চাইবে মৃত্যু—কারণ সেই তার পরম বন্ধু।

সেনেটসভ্যগণ। সাধু ! রেগুল্যাস্, সাধু !

ম্যান্‌ল্যুস্। হে সভ্যমণ্ডলি! বন্দী-বিনিময় ব্যাপারে যতই বিপদের সম্ভাবনা থাক, মহাশয় রেগুল্যসের মুক্তি আর তাঁর জীবন রোমের নিকট অমূল্য সম্পদ।

রেগুল্যস্। অমূল্য সম্পদ !! কেন? রেগুল্যস্ তো অমর হ'য়ে জন্মায় নি, মৃত্যু তাকে ধরবেই একদিন, আর সে মৃত্যু তার অতি নিকটেই। ধর্ম্মসাধনের জন্য যে শরীর, তার বয়স তো গুটিয়ে আসছে, জরাও এসে ঘিরেছে। দেশের কাজে সে-রেগুল্যসের ভাগ এখন আর কতটুকু? তার জীবনেরই বা মূল্য এখন কতটুকু? ....হে মহামতি সভ্যমণ্ডলি! এই জরাগ্রস্ত মরণমুখী রেগুল্যসের অসার মাংসপিণ্ডটার বদলে আজ যদি আপনারা কার্থেজের যৌবনদৃপ্ত বন্দীবীরগণকে মুক্তি দেন, তা হ'লে কী না চরম ভূলই কর্‌বেন! —জান্‌বেন, কার্থেজ-দুর্গের প্রাকার আপনাদের এই সাংঘাতিক ভূলেই দুর্ভেদ্য দৃঢ় হয়ে উঠ্‌বে। ....আমি স্বীকার করি, এই বাহু শত শত যুদ্ধে শত্রুর পতাকা ছিনিয়ে এনে অজস্র প্রশংসার উপহার-সম্ভারে সার্থক হয়েছে।...কিন্তু তখন ছিল রেগুল্যসের দৃপ্ত-যৌবন – জীবনের মধ্যাহ্ন-তপন। আজ সেই বাহু ক্ষীণ, দুর্ব্বল, নিস্তেজ, মাত্র জড় মাংসপিণ্ড,—এর আর মূল্য কি? শত্রু যদি এই নিয়ে খুসী হয়,—হোক্। সে এই দুর্ব্বল ক্ষীণ-বাহুর প্রতি অত্যাচার করে' তার হীন বিজয় গর্ব্বে উৎফুল্ল হোক্। কিন্তু সন্ধি?......নয়—নয়—কখনই নয়! তাকে জান্‌তে দিন—রোমের মাটীতে জলপাই জন্মে যেমন অযত্নে ও প্রচুর, বীরেরও বংশবৃদ্ধি তেমনি নিত্য —স্বাভাবিক ও বিপুল।

(সেনেটসভ্যগণের করতালি প্রদান ও 'সাধু! সাধু!' ইত্যাদি ধ্বনি)

প্রায় এককালে—

ম্যান্‌ল্যুস্। কি দৃঢ় হৃদয়! অতুল্য! অতুল্য!

পব্‌ল্যুস্। কি সাংঘাতিক ন্যায়-নিষ্ঠা!

অমিল্‌ক্যর্। কি দুর্দ্দান্ত একগুঁয়েমি! গোলমাল—সব গোলমাল।

ম্যান্‌লুস্‌। (সভ্যগণের প্রতি) হে মাননীয় সভ্যমণ্ডলি! আমাদের কর্ত্তব্য এখন গুরুতর। কিন্তু সেই কর্ত্তব্যের প্রধান লক্ষ্য হোক্ রোমের নাম, রোমের মান।

রেগুল্যস্‌। ধন্য—ধন্য সভাপতি!······অনুমতি করুন, আমি অতি সরলভাবে বুঝিয়ে দিই সেই কর্ত্তব্যের পথ সুগম, অথচ তাতে কত সম্ভ্রম। ······হে সভ্যমণ্ডলি! এই অসভ্য আফ্রিকা আমাকে এত ক্ষুদ্র নীচ মনে করে যে আমি প্রাণের জন্য আপনাদের নিকট কাতর-ভিক্ষা কর্‌বো, আপনারা দয়া করে' সেই ভিক্ষা দেবেন—রোমের সুনাম শত্রুর হাতে বিলিয়ে দিয়ে, হীন সন্ধির সর্ত্তে বদ্ধ হ'য়ে।······এর জন্য অত্যাচারের যা চরম, তা সবই হ'য়ে গিয়েছে এই জরাজীর্ণ দেহটার উপর দিয়ে। সে নিষ্ঠুর অত্যাচার নীরবে সহ্য করাই হয়েছে আমার ধর্ম্ম, কেন না আমি এখন মনে জ্ঞানে জানি—আমি বন্দী দাস বই আর-কিছুই নই। ······আমি আমাকে সেই মুহূর্ত্তে মনে কর্‌বো রোম্যান—স্বাধীন রোম্যান, যে মুহূর্ত্তে আমার সৌভাগ্য হবে দেখ্‌বার,—'রোম এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে যথার্থ যত্নবান্‌।' ······যদি রোমের প্রকৃত সন্তানকে প্রকৃত রোম্যান বলে' পরিচিত করে' রোমের নাম রোমের মান বজায় রাখ্‌তে চা'ন্‌,—দ্বিধা নয়—অস্ত্র ধরুন, সৈন্যবল সজ্জিত করুন, ঈগল পতাকা উড়িয়ে ঈগল পক্ষীর মত কার্থেজে ঝাঁপিয়ে পড়ে' তার দুর্গ-প্রাকার ভেঙ্গে চুরমার্ করে' ফেলুন, পিউনিক রক্তে কুঠার রঞ্জিত করে' রোম্যান কীর্ত্তি এমন প্রচার করুন, যেন আমি কার্থেজে ফিরে গিয়ে—কার্থেজে ফিরে যেতে আমি বাধ্য, কারণ আমি সত্যবদ্ধ,—হাঁ, সুনিশ্চয়, আমি কার্থেজে ফিরে যাব—যাব, কিন্তু ফিরে গিয়ে যেন দেখি আমার অত্যাচারী আততায়ীর চক্ষে ক্রোধরক্ত রোমের করাল ছায়া ভেসে উঠে' এমন শোচনীয় দৃশ্যের সংঘটন করেছে, যা দেখে' আমারও চোখ ফেটে তপ্তঅশ্রু গড়িয়ে পড়ে—সেই নিষ্ঠুর কার্থেজেরই দুঃখে—তারই প্রতি গভীর সমবেদনায়।

(সমস্ত সভা নিস্তব্ধ, কাহারও বাক্‌স্ফূর্ত্তি নাই)

অমিল্‌ক্যর্। চমৎকার! রেগুল্যাস্, চমৎকার তোমার দৌত্য! আমি অমিল্‌ক্যর্, আমাকেও তাক্ লাগিয়ে দিয়েছ।

পব্‌ল্যুস্। সভা নীরব! ···বাদ নেই, প্রতিবাদ নেই। ধ্বংস অনিবার্য্য।

ম্যান্‌ল্যুস্। হে সভ্যমণ্ডলি! মহাশয় রেগুল্যাস্ যা বল্‌লেন তা' অতি পবিত্র, কিন্তু তা'তে আলোচনার বস্তুও রয়েছে যথেষ্ট। সকল বিষয় ভাল ভাবে না বিচার করে' কার্থেজকে চরমমত জ্ঞাপন করা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত নয়।

সভ্যগণের কেহ কেহ। মহাশয় রেগুল্যাসের বাক্‌শক্তির সম্মুখে আমাদের সকল যুক্তিই পরাজিত।

" আমাদের বিচারবুদ্ধি জড়ীভূত।

" আমাদের অন্তর্দ্দৃষ্টি প্রতিহত।

সভ্যগণের মধ্যে বর্ষীয়ান্ বিশিষ্ট একজন। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য—দেবতার আরাধনা, তারপর স্থিরমস্তিষ্কে ধীর ভাবে সকল বিষয়ের আলোচনা। মহাশয়গণ!

অপর একজন বর্ষীয়ান সভ্য। ···হ্যাঁ, এরূপ গুরুতর ব্যাপারে প্রথমে চাই দেবতার তুষ্টি—তারপর রাষ্ট্রের ইষ্টিবিচার।

তৃতীয় একজন বর্ষীয়ান সভ্য। আমাদেরও এই মত।

ম্যান্‌ল্যুস্। বেশ তাই হোক্। ······সভার কাজ তবে এখন এই পর্য্যন্ত। (অমিল্‌ক্যরের প্রতি) হে দূতপ্রবর! আপনি অচিরেই জানতে পার্‌বেন আমরা কোন্ পথ বেছে নেবো।

অমিল্‌ক্যর্। দেবমন্দিরে রাষ্ট্রব্যাপার?—অদ্ভুত!

ম্যান্‌ল্যুস্। (কিঞ্চিৎ অপমানিত বোধ করিয়া) আপনি আফ্রিকাবাসী, আপনার পক্ষে অদ্ভুত হ'তে পারে—কিন্তু আমরা রোম্যান, দেবতায় ভক্তিমান্; জনমতকেই বড় রাষ্ট্রমত বলে প্রচার করলেও, সে প্রচারের পূর্ব্বে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা দেবতাকে নানা

উপচারে তুষ্ট করি—তাঁদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করে' কর্ত্তব্যপথ বেছে নিতে।

(অমিল্‌ক্যর্‌ অপ্রতিভ হইল, মনে মনে রেগুল্যসের প্রতি অতিমাত্র কুপিত হইল)

রেগুল্যস্‌। তবে আপনার মন সংশয়ে ঘিরেছে, বলুন মহাশয় ম্যান্‌ল্যুস্‌!

ম্যান্‌ল্যুস্‌। অস্বীকার কর্‌ছি না।......যিনি জ্ঞানবৃদ্ধ—রোমের সাধু উপদেষ্টা, যিনি শূরশ্রেষ্ঠ—রোমের রক্ষাকর্ত্তা, তাঁকে যথার্থ হারানো, আর সেই তুলনায় তাঁর উপদেশ অগ্রাহ্য করে' মাত্র সাময়িক সুযোগ হারানো এ দুইয়ে যে প্রভেদ, সেটা আকাশ-পাতাল কি না বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।......রেগুল্যস্‌ গৌরবরস-পিপাসু হ'য়ে ছুটে চলেছেন মৃত্যুর মুখে—মরণের কোলে খুব বড় রকমে আত্মধ্বংস করে' জগৎ-জোড়া নাম কিন্‌তে—কিন্তু তিনি জানেন না, তাঁর পরম প্রিয় রোমেরই চক্ষু দিয়ে রক্ত-অশ্রু ছুট্‌বে, বীর রেগুলাস্‌ যখন মরণের কোল জোর করে' জুড়ে বস্‌বেন।

(ম্যান্‌ল্যুস্‌ ও সেনেটসভ্যগণের মন্দিরে প্রবেশ)

(অটিলিয়া ও লিকিন্যুসের প্রবেশ)

অমিল্‌ক্যর্‌। সুসভ্য রোম্যান রেগুল্যস্‌ তবে এই ভাবেই সত্য-পালন করে?

রেগুল্যস্‌। আমি তো সত্য ভঙ্গ করিনি, অমিল্‌ক্যর্‌। আমি অঙ্গীকার করেছি—কার্থেজে ফিরে যাব, তা' আমি যেমন করেই হোক্‌ যাব।

অটিলিয়া। পিতা! একবার ভাবুন আমরা আপনার সন্তান।

লিকিন্যুস্‌। হায় গুরুদেব! এই আপনার অভিপ্রায়?

অটিলিয়া। আমরা যদি কোন দোষ করে' থাকি, সন্তান বলে' ক্ষমা করুন, পিতা! (নতজানু)

লিকিন্যুস্‌। আমি ভিক্ষা চাচ্ছি। (নতজানু)

রেগুল্যাস্। পথ দাও—পথ দাও, ছাড়—ছাড়, বাধা দিও না, বাধা মান্‌বো না। দেবতাকে ধন্যবাদ—আমি এখনো বন্দী দাস। তাই আমায় থাক্‌তে হবে—কেন না রোমের প্রকৃত মুক্তি চাই—সে মুক্তির একান্ত ভিখারী।·········অমিল্‌ক্যার্!

অট্টিলিয়া। (লিকিন্যুস্ ও পব্‌ল্যুসের প্রতি) তবে কি যা আশঙ্কা করেছি, তাই! ······সেনেটসভা বন্দী বিনিময়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কর্‌লেন্? হা অদৃষ্ট!

রেগুল্যাস্। পব্‌ল্যুস্! নিয়ে চল - কোথায় আমাদের আবাস-স্থান —রোমের বাহিরে।

অট্টিলিয়া। সেকি!

লিকিন্যুস্। সেকি!

রেগুল্যাস্। পব্‌ল্যুস্! কী ভাব্‌ছো? ······দেরী করো না, নিয়ে চল সেই আবাসস্থানে—যা ঠিক হয়েছে আমাদের জন্য—টাইবার তীরে রোমের বাহিরে—

অট্টিলিয়া। টাইবার তীরে—রোমের বাহিরে? কেন? আপনার পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটে—আপনার নিজের ঘর—এসব থাক্‌তে রোমের বাহিরে? আপনার পিতৃপুরুষ—আপনার দেবতা—বলুন, তাঁদের কি অপরাধ?

পব্‌ল্যুস্। পুত্রকন্যার চোখের সাম্‌নে পিতা থাক্‌বেন নিতান্ত অপরিচিত বিদেশীর মতো,—বাড়ী আর তাঁর বাড়ী নয়—পুত্রকন্যা তাঁর কেউ নয়—ওঃ!········ দোহাই! দয়া করুন, বাড়ীতে চলুন।

অট্টিলিয়া। পিতা, দয়া করুন, অভাগিনী কন্যা—

লিকিন্যুস্। গুরুদেব!

রেগুল্যাস্। আঃ! তোমরা কি রোমের আইন-তন্ত্র কিছুই জান না? আশ্চর্য্য! ······আমি এখন কার্থেজের দূত—এই অমিল্‌ক্যার্। শত্রুর দূতের আবাসস্থান চিরদিন রোমের বাহিরে—ঘরে নয়।

পব্‌ল্যুস্‌। এ কঠোর নিয়ম আপনার মতো দূতের জন্য নয়—নিশ্চয়।

রেগুল্যস্‌। হাঁ—নিশ্চয়। আইন যা, তা সকলের জন্যই, তা না হ'লে সে আইনের নামে অত্যাচার। ……অমিল্‌ক্যর্‌! ‥ পব্‌ল্যুস্‌!

অট্টিলিয়া। তবে আজ হ'তে আমি আপনার সঙ্গিনী। (অমিল্‌-ক্যরের প্রতি) দূতপ্রবর অমিল্‌ক্যর্‌! আমি আপনাদের বন্দিনী, পিতা বৃদ্ধ জরাজীর্ণ—তাঁর শুশ্রূষার জন্য আমায় দাসী করে' রাখুন! আমার একান্ত মিনতি।

রেগুল্যস্‌। হা—হা—হা—উন্মাদ! রোম্যান রেগুল্যসের কন্যা বন্দিনী! —বন্দীর শুশ্রূষার জন্য দাসী! —বন্দীর শুশ্রূষা! এ উপন্যাস না কাব্য?………

অট্টিলিয়া। হা পিতা, আজ আপনার এত পরিবর্ত্তন? কন্যার প্রতি কোন………ওঃ!

রেগুল্যস্‌। রেগুল্যসের পরিবর্ত্তন!…অসম্ভব।…হাঁ, ভাগ্যবিবর্ত্তন হয়েছে স্বীকার করি। রেগুল্যস্‌ চিরকাল সেই রেগুল্যস্‌—স্থির অটল, তা' মাথায় তার বিজয়সম্মানের 'লরেল' (Laurel) মুকুটই থাক্‌ বা গলায় তার দাসত্বের লৌহশৃঙ্খলই থাক্‌।

(পব্‌ল্যুস্‌ ও রেগুল্যসের নিষ্ক্রমণ ; অট্টিলিয়া লিকিন্নুস্‌ উভয়ে রেগুল্যসের অনুসরণ করিল)

(অমিল্‌ক্যর্‌ সকলের পশ্চাতে ছিল, হঠাৎ বর্সিকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল)

অমিল্‌ক্যর্‌। বর্সি! …হ্যাঁ তাইতো—আমার বর্সি! …আমার হারাধন বর্সি! আমার প্রাণের প্রাণ বর্সি!

বর্সি। অমিল্‌ক্যর্‌! প্রিয়তম! স্পর্শ করো না, আমি দাসী। মহাশয় পব্‌ল্যুসের দাসী। ……এ কার্থেজ নয়——এ রোম।

অমিল্‌ক্যর্‌। …হ্যাঁ তাই বটে—এ রোম, এ উন্মাদের রাজ্য।…তোমায় হারাবো—আবার হারাবো, বর্সি! ……কি করবো, এরা সব উন্মাদ—পাগল।

বর্সি। সেকি !

অমিল্ক্যর্। হ্যাঁ, রেগুল্যস্ পাগল। সে বিজয়ী কার্থেজের প্রেম প্রত্যাখ্যান কর্‌ছে—তার মাথা খুইয়ে, আর সেনেটসভা উন্মাদ, সে উন্মাদ করতালি দিচ্ছে—নিশ্চয় অতিমাত্র দ্রাক্ষারসের মাদকতায় বিচারবুদ্ধি হারিয়ে। এ উন্মাদের কবল হ'তে তোমায় কেমন করে' ফিরে পাব, বর্সি ? ······পাগল—পাগল !

বর্সি। ······তাই যদি হয়, তবে আমায় শুদ্ধ পাগল করো না। চেও না—চেও না—না, না, অমন করে' মুখের পানে আর চেও না ···আমায় ভুলে যাও, আমায় ভুলতে দাও। আমি বন্দিনী—আমি দাসী।

চতুর্থ দৃশ্য।

কাল—সায়াহ্ন।

রোমের বহির্দ্দেশ, টাইবার তীর। আফ্রিকার দূতের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রাসাদের বিস্তৃত গৃহ।

(রেগুল্যাস্ আসীন ; পব্‌ল্যুসের প্রবেশ)

রেগুল্যাস্। একি পব্‌ল্যুস্, তুমি এখানে এ সময়ে ?

পব্‌ল্যুস্। কেন পিতা ? অপরাধ করেছি কি ?

রেগুল্যাস্। অপরাধ ? ....রোম্যান্ তুমি কি জান না সেনেটসভায় এখন—ঠিক এই সময়ে—কী গুরুতর বিষয়ের আলোচনার সম্ভাবনা ? —তোমার দেশের মান, তোমার পিতার মর্য্যাদা —তোমার দেশবাসীর কল্যাণ।

পব্‌ল্যুস্। সে সভার এখনো অধিবেশন হয়নি, পিতা !

রেগুল্যাস্। তবে এখানে কেন ? ছুটে যাও, তোমার পিতার প্রস্তাব সেনেটে যাতে বজায় থাকে প্রাণপণে সেই চেষ্টা করো, তোমার সৎসাহসে তাঁদের সকল সংশয় দূর করো। তবেই তুমি রেগুল্যাসের প্রকৃত পুত্র, আর তাই হবে রেগুল্যাসের পিতৃত্বের প্রকৃত গর্ব্ব।

পব্‌ল্যুস্। পিতৃ-ধ্বংসের পথ মুক্ত কর্‌বে পুত্র—প্রাণপণ চেষ্টা করে' ? কী বল্‌ছেন, পিতা ? এর চেয়ে কৃতঘ্নতা বর্ব্বরতা কি আর আছে ?

রেগুল্যাস্। রোমের যেখানে কল্যাণ, সেখানে পিতা নেই, পুত্র নেই, পব্‌ল্যুস্ !

পব্‌ল্যুস্। পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা—সংসারের এই মধুর বন্ধন—এ সব তবে কী, পিতা ? দেশ তো এ সব নিয়েই দেশ—

এই সব নিয়েই তো সে দেশ বড় মধুর। ………পিতা! পুত্র-কন্যাকে অনাথ করবেন না।

রেগুল্যাস্। তোমার তর্কশক্তি আছে, স্বীকার করি, কিন্তু তা'তে খুসী হ'তে পারিনা, পব্‌ল্যুস্। তর্কে তর্ক বেড়ে যায়, সরল সত্য যা—তা অনেক দূরে—অন্ধকারে পড়ে' থাকে। ………তুমি কি মনে করো, পব্‌ল্যুস্, আমি উন্মাদ পাগল, ধ্বংসকে স্বেচ্ছায় বরণ করে' নিতে চলেছি—নিতান্ত জ্ঞানশূন্য হ'য়ে—হিতাহিত বিবেচনা না করে'—মাত্র বীরত্বের বাহবা নিতে? ………যার বিবেকবুদ্ধি আছে, তার কাছে কুকর্ম্ম সর্ব্বদাই ঘৃণ্য—কেন না কুকর্ম্মই পাপ, সুকর্ম্মই পুণ্য। আজ যদি বন্দী-বিনিময় সর্ত্ত মতোই কাজ হয়, তাতে প্রবল কার্থেজকে অতি-প্রবল করাই হবে না কি? আর তারপর যে যুদ্ধ ঘট্‌বে তাতে টাইবার নদের জল রক্ত-রাঙ্গাই হয়ে উঠবে না কি? তাতে পাপ হ'বে কার? —সে কি তোমার পিতা রেগুল্যাসের নয়? হীন প্রাণের মায়ায় আমি দেশকে শত্রুর কুঠারমুখে খণ্ডবিখণ্ড দেখ্‌বো—এই কি আমার কর্ত্তব্য?……আমার অন্তরাত্মা কি বলে না সেই কাজ কর্‌তে—যাতে দেশ জেগে ওঠে, প্রকৃত মর্য্যাদা-জ্ঞান ফিরিয়ে আনে, নূতন বলে বলীয়ান্ হ'য়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, শত্রুকে পদানত করে' ঐশ্বর্য্যগরিমায় মহিমান্বিত হয়? সেই কি নয় আমার সৎকর্ম্ম—আমার পুণ্য? ………জেনো, সে পুণ্য অর্জ্জন আমার শৃঙ্খলমোচনে নয়—সে পুণ্য অর্জ্জন আমার বন্ধনে—মরণে—ধ্বংসে। আমি তাকে বরণ করে' নিয়েছি স্বেচ্ছায়—তাতে আমায় বাধা দিও না—কোন ক্রমেই না,……পাপ করো না।

পব্‌ল্যুস্। আপনার বাণী পবিত্র—অতি পবিত্র, তাতে মন বিস্ময়ে অভিভূত হয়, বিচারবুদ্ধি পরাভব স্বীকার করে, কিন্তু হৃদয় স্পর্শ করে না। ক্ষমা করুন,—পুত্র আমি,—পিতা আপনি।

রেগুল্যাস্। বড় হীন যুক্তি তো তোমার, পব্‌ল্যুস্। রোম্যানের

পক্ষে এ যুক্তি মোটেই যোগ্য নয়। ব্রুটাস্, ভ্যর্জিন্যুস্, ম্যান্‌ল্যুস্ এঁরাও পিতা ছিলেন। ······মনে কর।

পব্‌ল্যুস্। সত্য তাঁরা পিতা ছিলেন, আর তাঁরা কর্ত্তব্যের আহ্বানে হৃদয় হ'তে স্নেহের ধমনী ছিঁড়ে ফেলে নিজেদের সন্তানের ধ্বংস করেছিলেন। এ কাজের—এই সন্তানধ্বংস কাজের যে প্রশংসা, তা আজ পর্য্যন্ত রোমের পিতারাই পেয়ে এসেছেন। কিন্তু পুত্র হ'য়ে মায়া-মমতা বিসর্জ্জন করে' অস্বাভাবিক সাহস দেখানো—পিতারই ধ্বংসপথ সরল কর্‌তে—এ আদর্শের গর্ব্ব রোম তো এখনো কর্‌তে পারেনি, পিতা!

রেগুল্যস্। তাই যদি—তবে শুভ সুযোগ। তুমিই হও সেই আদর্শের অগ্রগণ্য—প্রথম। যাও, শীঘ্র যাও, তুমি তাই হও—সেই আদর্শপুত্রই হও, পব্‌ল্যুস্!

পব্‌ল্যুস্। পিতা!

রেগুল্যস্। দ্বিধা নয়-তর্ক নয়। যাও সেনেটসভায়—তারা আমার ভাগ্য-বিধাতা। আমি জান্‌তে চাই—আমি যা বেছে নিয়েছি, সেই-ই আমার চরমভাগ্য। আর সে সংবাদ তোমার মুখ হ'তে শুন্‌লেই আমার গর্ব্ব উথলে উঠবে।

পব্‌ল্যুস্। অতি কঠোর আপনার ধর্ম্মনীতি, তার চেয়ে কঠোর আপনার এই নিষ্ঠুর আদেশ। ······অস্বাভাবিক! অমানুষিক!

রেগুল্যস্। পব্‌ল্যুস্! আমি তোমার পিতা, না এক অপরিচিত বিদেশী? ···যদি বিদেশী মনে কর, তবে বিদেশের দিকে দৃষ্টি কেন? —দেশের কল্যাণে তৎপর হও। ··যদি পিতা বলে' সম্মান দাও, পিতৃ-আজ্ঞা পালন করো—প্রাণপণ করে'।

পব্‌ল্যুস্। প্রাণপণ! ···পিতা আপনার সামান্য ইঙ্গিতে আমি হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে ফেলে আপনার পায়ে উপহার দিতে পারি। সে—অহঙ্কার বা বৃথা বাক্‌প্রলাপ নয়,—সত্য। কিন্তু এই আজ্ঞা-পালন—ক্ষমা করুন—ওঃ কি অস্বাভাবিক—অমানুষিক! ·· বিদায়! নিষ্ক্রমণ)

রেগুল্যাস্। একি! হৃদয় চঞ্চল হয় কেন? যে সমাচার শোন্‌বার জন্য আকুল আগ্রহ, সে তো আস্‌ছে—এখনি। তবে? ·········একি, চোখে ঝাপ্‌সা দেখ্‌ছি যেন! ······তবে কি সেনেট এখনো সেই অন্ধকারে? ······হে দেবমণ্ডল! রোমের রক্ষা-কল্যাণ —সবই তোমরা। দৃষ্টি তার আজ তোমাদের অমর আলোকে উজ্জ্বল করো, তার জ্ঞানবুদ্ধি তোমাদের অমর-প্রবীণতায় প্রবল করো।

(রক্ষিগণের সহিত কথা কহিতে কহিতে ম্যান্‌ল্যুসের গৃহের দ্বারদেশে আগমন)

ম্যান্‌ল্যুস্। (রক্ষিগণের প্রতি) দ্যাখো, সকলে সতর্ক থেকো, কেউ যদি আসে, তাকে দ্বারদেশে অপেক্ষা কর্‌তে বল্‌বে—অন্ততঃ আমি যতক্ষণ থাকি ভিতরে। সাবধান!

রেগুল্যাস্। একি! —তাই তো, ম্যান্‌ল্যুস্······এখানে? কী উদ্দেশ্যে?

ম্যান্‌ল্যুস্। (দ্বারদেশ হইতে) কোথায় বীরশ্রেষ্ঠ রেগুল্যাস্— মানবরূপী দেবতা—মহত্ত্বের মহান্ আদর্শ—আমার ধ্যানপুরুষ? ······তাঁকে আলিঙ্গন করে' আমি যে চাই ধন্য হ'তে।

(রেগুল্যাসের দিকে অগ্রসর)

রেগুল্যাস্। (পিছু হটিয়া) ম্যান্‌ল্যুস্! মনে রেখো আমি বন্দী দাস অস্পৃশ্য—তুমি রোমের অধিনায়ক কন্‌স্থল্ দেশপূজ্য।

ম্যান্‌ল্যুস্। ভুল কর্‌ছো রেগুল্যাস্! আমি দেশপূজ্য কন্‌স্থল্ অপরের কাছে, তোমার কাছে আমি তোমার গুণমুগ্ধ দাসমাত্র। ·········রেগুল্যাস্! দিন ছিল, যখন ছিলাম আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী —প্রবল শত্রু। আজ আমি তোমার বন্ধুত্বের—তোমার প্রেমের একান্ত ভিখারী। তোমার এ দয়ার দান—এ প্রেমের দান আমার হবে পরম সম্মান। ······আমার কন্‌স্থল্-পদের সকল গৌরব তবেই হবে সার্থক—তোমার বন্ধুত্বের অমূল্যরত্নগৌরবে। আমি ভিখারী— রেগুল্যাস্, আমি আজ তোমার দ্বারে ভিখারী—একান্ত ভিখারী।

রেগুল্যাস্। ধন্য তোমার মহত্ত্ব! ধন্য আমার এই দাসত্ব! যে বন্ধুত্বের সম্মান ছিল চির অসম্ভব, আজ এই দুর্দ্দিনে—আমার দাসত্বের শৃঙ্খলবন্ধনে—তা' এত সুলভ! এ দেবতার দান—নিশ্চয়! নিশ্চয়! ······ধন্য! ধন্য দেবতা!

ম্যান্‌ল্যুস্। অস্বীকার করছি না, রেগুল্যাস্। ······দিন ছিল, তোমার সম্মান-ঐশ্বর্য্যের অসহ্য জ্বালায় এই চক্ষে ভেসে উঠ্‌তো অন্ধকার, আজ সেই চক্ষে ফুটে উঠেছে নতুন আলো। —সে শুধু তোমার এই ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে। এ দেবতার দান—নিশ্চয়, নিশ্চয়! ······দিন ছিল তোমার শিরে বিজয়ীবীরের লরেল-মুকুট আমার হৃদয়কে বিষিয়ে তুল্‌তো ঈর্ষ্যার তীব্র জ্বালায়, আজ তোমার এই চরণ-শৃঙ্খল তাকে স্নিগ্ধ-শীতল করেছে শ্রদ্ধাভক্তির অমৃত ধারায়। —এ দেবতার দান নিশ্চয়, নিশ্চয়! ······দিন ছিল, ম্যান্‌ল্যুসের চক্ষে রেগুল্যাস্ ছিলেন মাত্র মহাবীর—মহাযোদ্ধা, আজ সেই চক্ষে সেই রেগুল্যাস্ শুধু মহাত্মা নয়—স্বর্গের দেবতা। —এ দেবতার দান—নিশ্চয়।

রেগুল্যাস্। ম্যান্‌ল্যুস্! বন্ধুত্বের নীতি নয়—অতি বর্ণনা। জেনো অতি স্তবে অতি কঠোরনীতিও ভেঙ্গে পড়ে ···· পতনমুখেই অতি শোচনীয়ভাবে। ······দেবতাকে ধন্যবাদ, যাঁদের দয়ায় আমার জীবনের শেষ যবনিকা পড়্‌বে কন্‌স্থল্ ম্যান্‌ল্যুসের বন্ধুত্বে উজ্জ্বল বিচিত্র হ'য়ে।

ম্যান্‌ল্যুস্। জীবনের শেষ যবনিকা! ······হা দেবতা, এ কি শুনি? ······না, না, তা হ'তে পারে না। ম্যান্‌ল্যুসের অন্তরের প্রার্থনা হোক্—রেগুল্যাসের অমূল্য জীবন অমর হ'য়েই রোমের গৌরব বজায় রাখুক। ম্যান্‌ল্যুসের প্রাণপণ চেষ্টা হোক্—রোমের দীর্ঘ বিরহ-বেদনা দূর করতে, রোমের বীরকে রোমের বাহুপাশেই বন্ধন কর্‌তে, রোমের চিরলুপ্ত হাসির রেখা উজ্জ্বল করে' ফুটিয়ে তুল্‌তে। ········· রেগুল্যাস্, আমার এই ভিক্ষা, একান্ত ভিক্ষা—তোমার এই অমূল্য

বন্ধুত্বের সম্মান রেখে আমায় সম্মানিত হ'তে দাও। আফ্রিকার দ্বিতীয় প্রস্তাব—বন্দীবিনিময়—সেনেটসভায় যাতে প্রত্যাখ্যাত না হয়, আমাকে সে চেষ্টা কর্‌তে অনুমতি দাও আমায় এই ভিক্ষাটি দাও, বন্ধু !

রেগুল্যাস্। ম্যান্‌ল্যুস্, এ কি কৌতুক অভিনয়—না প্রহসন ? ······এই কি তোমার বন্ধুত্বের প্রথম নিদর্শন ?·········এই কি তোমার বন্ধুত্বের প্রথম নীতি—বন্ধুকে সংহার করাই যার রীতি ? আশ্চর্য্য ! ·········এই যদি তোমার প্রেম—জানি না তোমার বিদ্বেষের রূপ আরো কি ভীষণ—ভয়াবহ। ·········ম্যান্‌ল্যুস্, আমি রোমে আসিনি আমার শৃঙ্খল-বন্ধন দেখাতে, রোমের নিকট কাতর আবেদন জানাতে, আমার দুঃখে সমবেদনা জাগাতে। আমি এসেছি রোমের আত্মজ্ঞানকে ফোটাতে, তার প্রতিষ্ঠা বজায় রাখবার চেষ্টাকে জাগাতে, তাকে অমর্য্যাদার কলঙ্ক হ'তে বাঁচাতে। ·········যদি বন্ধু-প্রীতি দেখাতে চাও, প্রকৃত রোম্যানের মতো দেখাও। নইলে দোহাই ! তোমার শত্রুতা নিয়েই থাকো। তোমার বিদ্বেষ আমার পরমকল্যাণ।

ম্যান্‌ল্যুস্। রেগুল্যাস্, তুমি কি জান না এই বন্দীবিনিময় প্রস্তাবের প্রত্যাখ্যান হ'লে তোমার কী ভয়ানক পরিণাম ?········· তোমার ঘোর অনর্থ—অনিবার্য্য মৃত্যু—ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু।

রেগুল্যাস্। জানি, শুধু এই কথাই জানি না যে মৃত্যুর নামে ম্যান্‌ল্যুসের ন্যায় বীরের হৃদয় কাপুরুষের মতো ভয়ে কেঁপে ওঠে। ······মৃত্যু ! ··ম্যান্‌ল্যুস্, মৃত্যু যে অনিবার্য্য একথা তো আজ নতুন করে' জান্‌ছি না। এই দেহ - এই ক্লান্ত অকেজো জরাজীর্ণ দেহ, যা দু'দিন বাদে পরমভক্ত প্রজার মতো মাথা নীচু করে' মৃত্যুর পায়ের তলে করস্বরূপ রেখে দিতে বাধ্য, আজ নয় তা দু' দিন আগেই সেই মৃত্যুর হাতে স্বেচ্ছায় দান করা হবে। তখন সে যা জোর করে' দাবী করবে, আজ তাকে পরম প্রেমে দান করাই হবে। ···তাই যদি—তবে ম্যান্‌ল্যুস্ ! লোককে বুঝিও, রেগুল্যাস

জীবনে মরণে একমাত্র রোমের সেবাই করেছে, সেই হয়েছে তার প্রধান কর্ত্তব্য।

ম্যান্‌ল্যুস্। ধন্য ধন্য রেগুল্যাস্! তোমার মহত্ত্বের তুলনা রাখো নি—হে নররূপী দেবতা! ······হতভাগ্য শুধু আমি—রোমের কন্‌স্থল্—তোমার মতো মহাপুরুষের বন্ধুত্ব জীবনে যার ঘটে উঠলো না।

রেগুল্যাস্। ম্যান্‌ল্যুস্, আমায় যদি সত্যই ভালবাস, তবে প্রকৃত রোম্যানের হৃদয় নিয়েই সে ভালবাসা দেখাও। যদি পারো, তবেই তোমার বন্ধুত্বের কামনা কর্‌তে পারি। ······এই বন্ধুত্বের শুভ-সন্ধিক্ষণে আমাদের দু' জনেরই আদর্শ হোক্—সেই ত্যাগ, মিলনের যা মূলমন্ত্র,—একমাত্র ত্যাগ। আমি কর্‌বো উৎসর্গ আমার জীবন, তুমি কর্‌বে উৎসর্গ তোমার বন্ধু রেগুল্যাস্। ·········বন্ধু, আমায় শুধু বলো, তুমি চেষ্টা কর্‌বে সেনেটসভায় তোমার কন্‌স্থল্-পদের সকল শক্তি নিয়ে, যাতে বজায় থাকে আমার প্রস্তাব? বলো,············তোমার বন্ধুত্বের নিবিড় আলিঙ্গন আমি পরম আনন্দে গ্রহণ কর্‌বো—সেই হবে আমার অতিমাত্র সৌভাগ্য, কিন্তু সে সৌভাগ্য পেতে চাই শুদ্ধ এই মাত্র সর্ত্তে।

ম্যান্‌ল্যুস্। হে দেবতা! আমায় কেন এমন বন্দী-দাস করে' রাখোনি? ······শপথ করে বল্‌ছি রেগুল্যাস্—তোমার শৃঙ্খলে আজ আমার দারুণ ঈর্ষ্যা—আমি আত্মহারা উন্মাদ।

রেগুল্যাস্। বন্ধু! তবে আর বিলম্ব কেন? সেনেটসভার সময় হ'য়ে এল। মনে রেখো রোমের মর্য্যাদা—আমার যা শান্তি সুখ গর্ব্ব, তা তোমার—তোমার মহত্ত্বের উপর নির্ভর কর্‌লাম।

(আলিঙ্গন)

ম্যান্‌ল্যুস্। বিদায় হে কীর্ত্তিমান্ পুরুষপ্রবর!

রেগুল্যাস্। বিদায় হে মতিমান্ বন্ধুবৎসল!

(ম্যান্‌ল্যুসের প্রস্থান)

রেগুল্যাস্। আঃ! এতক্ষণে যেন স্বস্তি বোধ কর্‌ছি। মনে হচ্ছে যেন জীবন ফিরে পেয়েছি। ……হে পরমকারুণিক দেবতা! এ তোমাদের আশীর্ব্বাদ! ………একি—লিকিন্যুস্? (লিকিন্যুসের প্রবেশ) তোমার কী সংবাদ?

লিকিন্যুস্। অতি সুসংবাদ, গুরুদেব!

রেগুল্যাস। বটে? …সংবাদ…… ?

লিকিন্যুস্। আপনার আশীর্ব্বাদে আপনার পক্ষ নিয়ে আজ যে বাক্‌যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম তা সার্থক হয়েছে।

রেগুল্যাস্। তুমি বাগ্মী বাগ্‌ব্যবসায়ী, তোমার বাক্‌শক্তি চির জয়লাভ করুক, লিকিন্যুস্! …অতি সুখের বিষয়। কিন্তু আমার পক্ষ নিয়ে সে শক্তির চালনা—এতে আমার শুধু বিস্ময় নয়, বড় দুর্ভাবনা।

লিকিন্যুস্। সেকি, গুরুদেব?

রেগুল্যাস্। নিশ্চয়।

লিকিন্যুস্। আপনি কি আমাকে নিতান্ত অপদার্থ মনে করেন?

রেগুল্যাস্। না, তা নয়, নিশ্চয় নয়।

লিকিন্যুস্। তবে? …(সাভিমানে) আমি কি আপনার শিষ্য নই? আমার কি গুরুর প্রতি কোন দাবী নেই? গুরুর প্রতি শিষ্যের যা কর্ত্তব্য—সে কর্ত্তব্য কি আমার জন্য নয়? আমি কি এতই অকৃতজ্ঞ–পাপী নরাধম?……

রেগুল্যাস্। সেকি? আমি জানি—তুমি রোম্যান।

লিকিন্যুস্। তবে? …আপনি অভিমান ত্যাগ করুন, গুরুদেব! আমাদের যত দোষই থাক্, আমাদিগকে ক্ষমা করুন। রোম চায়—আপনার মতো সেনাপতির নেতৃত্ব। তার আশা পূর্ণ করে' তার মর্য্যাদা রাখুন; …লিকিন্যুস্ চায় তার গুরুদেবের অমূল্য জীবন, তার সে বাঞ্ছা পূর্ণ করে' তাকে ধন্য করুন। …আপনি সেনেটের

মনোভাব জান্‌তে চান্? —তাঁরা এই মতই ব্যক্ত কর্‌বেন··· অতি শীঘ্র।

রেগুল্যাস্। লিকিন্যুস্, তোমার কথা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, আরো স্পষ্ট করে' বুঝিয়ে বল্‌তে পারো?

লিকিন্যুস্। (সোৎসাহে) তবে শুনুন, আমি ছুটে আস্‌ছি 'বেলোনা'দেবীর মন্দির হ'তে। শীঘ্রই সেখানে সেনেটের অধিবেশন হবে। সভ্যগণ যেমনি এসে উপস্থিত মন্দিরদ্বারে,—আমি মন্দির-দ্বার রুদ্ধ করে' প্রতি সভ্যকে তর্কে অনুনয়ে বুঝিয়েছি রেগুল্যাস্ রোমের কতখানি, তাঁর স্বাধীনতা—তাঁর জীবনরক্ষা রোমবাসীর কত বড় কর্ত্তব্য।

রেগুল্যাস্। (স্বগত) হা নিষ্ঠুর দেবতা! একি শুনি? (লিকি-ন্যুসের প্রতি অতি গম্ভীরভাবে) লিকিন্যুস্, তোমায় আমি অন্যরূপই ভেবেছি। ······অ্যাঁ - তাইতো—তুমিও শেষে—না, ·········তুমি একা এতদূর—

লিকিন্যুস্। আমি একা কেন, গুরুদেব! আমার প্রধান সহায় সুন্দরী অট্টিলিয়া,—আপনার স্নেহময়ী কন্যা। সেও এই গৌরবের অধিকারিণী। আমি যা পারিনি—অট্টিলিয়ায় তা' সম্ভব হয়েছে। সেই মুর্ত্তিমতী বাগ্‌দেবীর কাতর আহ্বানে সভ্যগণের প্রাণে সাড়া পড়েছে—যে সাড়া তারা দেবতার আরাধনায়ও পেতে পারেনি।

রেগুল্যাস্। তাঁরা কি বল্‌লেন?

লিকিন্যুস্। বীর রেগুল্যাসের ব্যাপারে তাঁদের অন্য কি বল্‌বার থাক্‌তে পারে, গুরুদেব? তাঁরা একবাক্যে মনোভাব জানিয়েছেন—তাঁদের যথাসাধ্য চেষ্টা হবে রেগুল্যাসের স্বাধীনতা রক্ষা কর্‌তে, তাঁর অমূল্য জীবনকে বিপন্মুক্ত কর্‌তে, রোমের প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ বজায় রাখ্‌তে। ···সেনেটসভায় সেই হবে তাঁদের চরম মীমাংসা।

রেগুল্যাস্। কি শুন্‌ছি! ম্যান্‌লুস্···বন্ধু···········

লিকিন্যুস্। ঐ অট্টিলিয়া আস্ছে, জিজ্ঞাসা করুন। চক্ষে তার সফলচেষ্টার হাসি সদ্যফোটা পদ্মরাণীকেও লজ্জা দিচ্ছে।

(অট্টিলিয়ার প্রবেশ)

অট্টিলিয়া। পিতা, স্নেহময় পিতা!—

রেগুল্যাস্। (দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া) পিতা! স্নেহময় পিতা! ·········স্পর্দ্ধা বটে! হীনমতি অট্টিলিয়া—রেগুল্যাসের শত্রু!

লিকিন্যুস্। কি সর্ব্বনাশ! আপনার শত্রু? অট্টিলিয়া পিতার শত্রু?

রেগুল্যাস্। তার ভীষণতম শত্রু। তার মর্য্যাদাসংহারিণী—গুপ্তঘাতিনী।

লিকিন্যুস্। অঁ্যা—কি বল্ছেন? —গুপ্ত হত্যা? সেকি? পিতার স্বাধীনতা—পিতার মুক্তি, এর জন্য সকল মানসম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা—

রেগুল্যাস্। কে অভাগা পায়ে ধরে' সেধেছিল সে চেষ্টা দেখাতে? কোন্ কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ চেয়েছিল এক দুর্ব্বলহৃদয়া হীনমতি বালিকাকে রেগুল্যাসের ভাগ্যলিপি বিচার কর্তে?

লিকিন্যুস্। গুরুদেব! নিষ্ঠুর হবেন না। দোহাই—

রেগুল্যাস্। স্থির হও অল্পমতি যুবক। বালিকার নীরবভঙ্গিমায় ইঙ্গিত পাই তার কৃতকর্ম্মের জন্য তার অনুতাপ, কিন্তু তোমার মুখরতায় কেবল বিরক্তিকর অর্থহীন প্রলাপ। ······হা দেবতা! এই রেগুল্যাসের কন্যা! —এই তার শিষ্য!

লিকিন্যুস্। (ক্ষোভে ও অভিমানে) হ্যাঁ—আমি আপনার শিষ্য। আমার অপরাধ আমি আমার পরমদৈবত গুরুদেবকে অত্যাচারের নিষ্ঠুর কবল হ'তে উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছি।

রেগুল্যাস্। ধন্য তোমার চেষ্টা! ধন্য তোমার বাক্শক্তি! ········ যে রেগুল্যাসের কন্যা, সে প্রকৃত রোম্যান; সে কখনই ভিক্ষা চায় না পিতার প্রাণ পিতাকে অপমান বিষেই জর্জ্জরিত কর্তে।

লিকিন্ন্যুস্, যে রেগুল্যাসের শিষ্য সে কখনই চেষ্টা করে না গুরুর হীনমুক্তি গুরুকে কলঙ্কের পঙ্কেই ডোবাতে। হা হতভাগ্য সন্তান সব! তোমরাই আমার শৃঙ্খলভার অসহনীয় করে তুল্‌লে। তোমাদের দুর্ব্বল হৃদয়ের পরিচয়ে আমার মনে হচ্ছে আমি সত্যই হীন বন্দী-দাস—অধমদাস। তোমাদের মুখদর্শনেও·························ওঃ! (মস্তকে করাঘাত) অতি হতভাগ্য! অতি হতভাগ্য!

(কক্ষান্তরে গমন)

অট্টিলিয়া। লিকিন্ন্যুস্—লিকিন্ন্যুস্! আমি কি কন্যা নই—আমার কি পিতা নাই—পিতৃস্নেহে আমার কি কোন দাবী নেই? ওঃ আমি কোথায় এসে পড়্‌লাম্? ···এ যে অকূল-সাগরে।

লিকিন্ন্যুস্। শান্ত হও, সুন্দরি! কন্যার যা কর্ত্তব্য, তুমি সেই কর্ত্তব্যের মহান্ পথে। রেগুল্যাসের চক্ষে যা হীন, জগতের চক্ষে তা মহৎ। জীবনের ধ্বংস করাই যদি রেগুল্যাস্ ভাবেন পুণ্য কর্ম্ম, অভিমানকে বড় করাই তাঁর যদি হয় জীবনের প্রধান ধর্ম্ম, তবে সে ধ্বংসে সহায় হওয়া বা সে অভিমানকে বড় ভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া আমাদের হবে ঘোর দুষ্কর্ম্ম—অধর্ম্ম।

অট্টিলিয়া। কন্যার প্রতি পিতা এত নিষ্ঠুর হ'তে পারেন, লিকিন্ন্যুস্? ওঃ! এই হীনপ্রাণ আর রাখ্‌তে পারি না। অসহ্য! জীবন বড় তিক্ত।

লিকিন্ন্যুস্। সে জীবন কি সুধারসে সিক্ত হবে, অট্টিলিয়া, অতি নিষ্ঠুর পিতাকে অতি নির্ম্মমভাবে বিসর্জ্জন দিয়ে?

অট্টিলিয়া। না—না—লিকিন্ন্যুস্! কখনো না। বিসর্জ্জন—নির্ম্মমভাবে!! —তার পূর্ব্বে আমার মাথায় যেন বজ্রপাত হয়।

লিকিন্ন্যুস্। তাই যদি, তবে এস সুন্দরি, আমরা পরস্পরের শক্তিতে পরমশক্তিমান্ হ'য়ে সমস্ত রোমের সম্মুখে অন্তরের উদ্যম নিয়ে দাঁড়াই, দেখি মানবরূপী এই কঠোর বজ্র কোমল-বন্ধনে বশীভূত

হয় কি না, আকাশের অতি-অকরুণ বজ্রদণ্ড লজ্জায় দূরে—মেঘান্তরালেই চির-আশ্রয় অন্বেষণ করে কি না।

অট্টিলিয়া। লিকিন্যুস্—লিকিন্যুস্! আমার কি এ সৌভাগ্য হবে? ······আমি বড় অভাগিনী।

লিকিন্যুস্। তুমি সৌভাগ্যবতী—তুমি পরম শক্তিমতী······

পঞ্চম দৃশ্য

কাল—প্রত্যুষ

টাইবার তীরে অমিল্‌ক্যরের আবাস-মন্দির,
দূরে ক্যাপিটলের দৃশ্য।

(রেগুল্যাস্‌ একাকী)

রেগুল্যাস্‌। হৃদয় শান্ত হও! —যদিও অশান্ত হ'বার কারণ তোমার যথেষ্টই। ·········সমুদ্রে পড়েছ অনেক, ঝঞ্ঝা সয়েছ অনেক, বিপদকে বিপদ বলে' গ্রাহ্য করোনি কোন দিনই। আজ কিন্তু তুমি যথার্থই বিপন্ন। তোমার মান, তোমার মর্য্যাদা, তোমার মানবত্ব আজ দারুণ বিপদ্‌গ্রস্ত—তোমারই মাতৃভূমিতে, তোমারই দেশবাসীর হস্তে। হতভাগ্য! হতভাগ্য!········ একি! পব্‌ল্যুস্‌? হ্যাঁ, তাই তো। চরণ শিথিল—বদন আনত—গতি লক্ষ্যহীন। ······একি অদ্ভুত ভঙ্গিমা!!

(পব্‌ল্যুসের প্রবেশ)

এস প্রিয় পব্‌ল্যুস্‌! সুসংবাদ এনেছো নিশ্চয়। আমি উৎকর্ণ হ'য়ে বসে আছি তোমার মুখেই সে সংবাদ শুনে' সুখী হ'ব বলে'। পুত্র! সেনেটের সমাচার?···সু-সমাচার?

পব্‌ল্যুস্‌। বল্‌বার শক্তি নেই, তবু বল্‌তেই হবে! হা দুর্দ্দৈব!

রেগুল্যাস্‌। বলো, ইতস্ততঃ করছো কেন?

পব্‌ল্যুস্‌। এ সমাচার দেবার পূর্ব্বে জিহ্বা খসে' যায় না কেন?

রেগুল্যাস্‌। বলো, পুত্র! ······বল্‌তেই হবে—পিতার আজ্ঞা।

পব্‌ল্যুস্‌। সেনেট যা মত জানিয়েছেন, তাতে আপনাকে রোম ত্যাগ কর্‌তে হবে। ············বন্দী-বিনিময় প্রস্তাব তাঁরা প্রত্যাখান করেছেন।

রেগুল্যাস্। ধন্য ধন্য দেবমণ্ডল! ধন্য আমি, দৌত্য আমার অতিমাত্র সফল! ধন্য সেনেট—অতি সাধু তাঁদের মত—অতি পবিত্র সরল। ·········তবে আর বিলম্ব নয়, পব্‌ল্যুস্! ······দেখ কোথায় অমিল্‌ক্যর্। আমার আর মুহূর্ত্তমাত্রও রোমে থাক্‌বার অধিকার নেই। আমার যা কাজ তার শেষ এইখানেই। এখন যাত্রা—বিদায়-যাত্রা। ······কি আনন্দ! পব্‌ল্যুস্, পুত্র চিরসুখী হও।

পব্‌ল্যুস্। আপনি আশীর্ব্বাদ করছেন্, পিতা!······হা আমরা হতভাগ্য! আপনাকে দুঃখের সমুদ্রে আমরা ভাসিয়ে দিতে চলেছি—

রেগুল্যাস্। আর আমি তোমাদিগকে মনের সুখে আশীর্ব্বাদ করছি। —অদ্ভুত, না? ······পব্‌ল্যুস্, তোমরা সকলে মনে কর্‌ছো তোমাদের পিতা আজ বিষম বিপন্ন—নিতান্ত অসুখী? ······মহাভ্রম। ······দেশের সেবায় যে প্রাণ উৎসর্গ কর্‌তে চায় স্বেচ্ছায়, তার আবার বিপদ কি?—অসুখ কোথায় ···ছিঃ! এই কি তোমার দেশভক্তি?

পব্‌ল্যুস্। দেশভক্তি!······পিতা, পব্‌ল্যুস্ রেগুল্যাসের পুত্র, দেশভক্তির গর্ব্ব সেও রাখে সম্পূর্ণ। কিন্তু তার সে গর্ব্বও ক্ষুণ্ণ হ'য়ে নুইয়ে পড়ে, যখন তার হৃদয় ভাঙ্গে তারই পিতার প্রতি দাসত্ব-পীড়নের আঘাত-অত্যাচারে।

রেগুল্যাস্। সে কি পব্‌ল্যুস্—তুমি এত দুর্ব্বল? তুমি কি জান না, মানুষের জীবনই একটা দারুণ বন্ধন—দাসত্বপীড়ন—আমরণ দুঃখের আঘাত অত্যাচার? দেখ, আধিব্যাধিভার দেহের বন্ধনে মানব-আত্মার জগতে নিত্য নিদারুণ পীড়া—আমরণ পীড়া। কিন্তু, কই, কেউ তো সেজন্য অভিযোগ কর্‌ছো না, দুঃখ প্রকাশ কর্‌ছো না, হাসিমুখে তা' সহ্য কর্‌ছো তো সকলেই। হ্যাঁ, দুঃখ যদি প্রকাশ কর্‌তেই হয় তো আত্মার এই দারুণ বন্ধনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করো, তারই মুক্তি কামনা করো—তারই মুক্তিপথ অন্বেষণ করো। সামান্য এই লৌহশৃঙ্খল—বাহিরের এই তুচ্ছ হীন বন্ধন—এ দেখে শোক-দুঃখ! ছিঃ! —মানবমূঢ়তার প্রকৃষ্ট পরিচয় আর কি হ'তে পারে, পব্‌ল্যুস্?

পব্‌ল্যুস্। পিতা, থাক্ আমার এ মূঢ়তা। .... ক্ষমা করুন —থাক্ আমার এ দুর্ব্বলতা। কি কর্‌বো—আমি যে চোখে স্পষ্ট দেখ্‌ছি......ওঃ! কি নিদারুণ!

রেগুল্যস্। কি —— কি দেখ্‌ছো, পব্‌ল্যুস্?

পব্‌ল্যুস্। নিষ্ঠুর কার্থেজ নৃশংস কুঠারহস্তে—আপনারই জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষায়। আফ্রিকার উপকূলে যেতে যেটুকু বিলম্ব......ওঃ!......

রেগুল্যস্। আমায় অচিরাৎ হত্যা করবে? ভালই কর্‌বে সে—আমায় প্রকৃত মুক্তি দেবে। দেহের দাসত্ব, আত্মার দাসত্ব—সকল দাসত্বের শেষ কর্‌বে—একমুহূর্ত্তে! এ তো পরম আনন্দ। পব্‌ল্যুস্! তবে বিদায়। ......ও কি! আর আমার অনুসরণ নয়।

পব্‌ল্যুস্। নিষ্ঠুর হবেন না পিতা, পুত্র বলে' কখনও যদি ভালবেসে থাকেন তো এই শেষ বিদায়ের সময়ে পুত্রকে শেষ সেবা কর্‌তে অনুমতি দিন। পিতার প্রতি পুত্রের কি কোন কর্ত্তব্য নেই?

রেগুল্যস্। না, এরূপ ক্ষেত্রে না।...সেরূপ কোন কর্ত্তব্যই নেই।

পব্‌ল্যুস্। সেকি পিতা?

রেগুল্যস্। পুত্রের কর্ত্তব্য পালন করা হবে সম্পূর্ণ ভাবেই—আর পিতাও হবে ধন্য পুত্রের ব্যবহারে, শোন ভাল করে', বিদায়ের সকল আড়ম্বর যা অত্যন্ত অনাবশ্যক—তা হ'তে যদি পিতাকে অব্যাহতি দাও। ..... বুঝ্‌তে পার্‌ছো? সামান্য বন্দীর মতো সোজা পথেই যদি তাকে কার্থেজের জাহাজে আরোহণ করতে দাও। ... হ্যাঁ, একটা কাজ, পব্‌ল্যুস্! ... ...আমি তোমায় আদেশ কর্‌ছি না, কারণ সে আদেশ কর্‌বার অধিকার আমার আর নেই। তোমার রোম্যান মর্য্যাদার উপর নির্ভর করে' বল্‌ছি, আর আমার বিশ্বাস তুমি তা' কর্‌বে......

পব্‌ল্যুস্। বলুন, পিতা! আপনার অতি তুচ্ছ অভিলাষ পূরণও আমার এখন অতিবড় সৌভাগ্য।

রেগুল্যস্। আমার অভিলাষ পূরণ নয়, পব্‌ল্যুস্। যদি ভেবে দেখ, বুঝ্‌বে এ তোমার কর্ত্তব্য। ……তুমি ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ, অট্টিলিয়া তোমার ভগিনী—কনিষ্ঠ, চিরস্নেহের পাত্রী। সে শোকে আকুল হ'লে তাকে আদর করে' ডাক্‌বে, স্নেহের কোলে টেনে নিয়ে বোঝাবে—'শোক অতি অসার - দুর্ব্বল, সহ্য করে' কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়াই মানুষের ধর্ম্ম—প্রকৃত বল।' ……… দেখো, আমার শেষ যাত্রার মুহূর্ত্তে তার সেই শোকমলিন ছবিখানি আমার অনেক দূরেই—নিবিড় অন্তরালেই রেখো, অন্যথা করোনা,—আমার গৌরবের শেষমুহূর্ত্ত তার কাতর অশ্রুভারে ম্লান করোনা।… হ্যাঁ, আর এক কথা—স্নেহের কন্যা অট্টিলিয়া, তার ভার এখন হ'তে তোমার। পিতা ভ্রাতা দুইই এখন হ'তে তুমি, তার মর্য্যাদা তোমার হাতে।…আর তুমি—তুমি রেগুল্যসের পুত্র—তোমার মর্য্যাদা তোমার হাতে। ……একি! তোমার অধর কাঁপছে কেন? চোখে জল কেন?…ছি! ছি! আমার অন্তর-দেবতাকে মর্য্যাদার উন্নত কঠোর শৈলশিখর হ'তে অশ্রুধারার কোমল ইতর সমতলে নামিয়ে আন্‌তে চেষ্টা করোনা।……সে হ'বে আমার লজ্জা—অতি হীন লজ্জা! আমি রেগুল্যস্। —অশ্রুসংবরণ করো। …… হ্যাঁ—এই তো—এই তো! এই দৃঢ়তাই তো চাই—এই তো বীরত্ব! —এই তো আমার পুত্র—রোম্যান পুত্র।

(রেগুল্যসের নিষ্ক্রমণ)

পব্‌ল্যুস্। তুমি স্বর্গের দেবতা—আমি ক্ষুদ্র মানব। এ ক্ষুদ্রের অর্ঘ্য ক্ষুদ্র—অতি তুচ্ছ হ'লেও তা' হৃদয়ের—অন্তরের। গ্রহণ করো, দেবতা! গ্রহণ করে' ক্ষুদ্রকে কৃতার্থ করো।

(রেগুল্যসের উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ অভিবাদন)

দুর্ব্বল প্রকৃতি! আর আমার হৃদয় নিয়ে খেলা কর্‌তে বৃথা চেষ্টা করোনা। আমি দৈববলে বলীয়ান্ - আমি দেবতার সন্তান।

(বর্সিকে সঙ্গে লইয়া অট্টিলিয়ার প্রবেশ)

অট্টিলিয়া। একি! কোথায়? পব্‌ল্যুস্! ভাই! তবে কি

সত্য ? বলো—বলো ! শুন্‌তে প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে - তবুও বলো। আমি বল্‌তে পার্‌ছি না আমার জিভ যেন কে টেনে ধর্‌ছে। ···পব্‌ল্যুস্‌ ! আমাদের পিতা !

(চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত)

বর্সি। প্রভু, তবে কি সত্যি ?···পথে আস্‌তে যা শুনেছি ?

পব্‌ল্যুস্‌। হাঁ বর্সি ! রেগুলাস্‌কে ফিরে যেতেই হবে।···সেনেট-সভা বন্দীবিনিময় প্রস্তাব গ্রহণ করেননি।

বর্সি। অ্যাঁ !

অট্টিলিয়া। সর্ব্বশক্তিমান্ দেবতা ! ·········না, না, তা হ'তে পারে না। তুমি—তুমি কী বলো, পব্‌ল্যুস্‌ ?

বর্সি। আপনিও তো সেনেটসভার একজন, আপনারও কি এই মত ? বলুন, প্রভু !

পব্‌ল্যুস্‌। (নিরুত্তর)

অট্টিলিয়া। ও বুঝেছি।

পব্‌ল্যুস্‌। কি বুঝেছ, অট্টিলিয়া ?

অট্টিলিয়া। বুঝেছি—তোমরা বহুরূপী – অভিনেতা। সভা-মন্দিরের প্রবেশপথে একরূপ, সভার আসনে বসে' তোমাদের অন্যরূপ ! ······এর নাম বিশ্বাসঘাতকতা।

পব্‌ল্যুস্‌। প্রকৃতিস্থা হও, অট্টিলিয়া। শোকবিহ্বলা হ'য়ে সেনেটের অমর্য্যাদা করোনা।

(অমিল্‌ক্যার্‌ ও লিকিন্ন্যুসের প্রবেশ)

যুগপৎ

অট্টিলিয়া। লিকিন্ন্যুস্‌, লিকিন্ন্যুস্‌ লজ্জায় মাথা নুইয়ে পড়্‌ছে, মুখ দেখাতে পার্‌ছি না। সেনেট শেষে এই কর্‌লো ! এর চেয়ে আমার গলায় পাথর বেঁধে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিল না কেন ?

বর্সি। অমিল্‌ক্যার্‌ ! এর কি কোন উপায় নেই ? সত্য বলো।

(চুপে) অমিল্‌ক্যর্‌। উপায় ? ···বর্সি, এ রোমরাজ্য।

লিকিন্ন্যুস্‌। বড় দুঃখের কথা, সেনেটসভায় আমাদের সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হ'ল। পব্‌ল্যুস্‌!

অট্টিলিয়া। আর পব্‌ল্যুস্‌ নয়। আমায় শুধু বলো—আমার পিতা কোথায়। তাঁরই সঙ্গে শৃঙ্খল পরে' আমি কার্থেজের দাসী হবো। আমি এ অপমান রাখতে পারি না। ······তাঁর যে শৃঙ্খল দূর করবার শক্তি ধরি না, সে শৃঙ্খলের সমভাগিনী হওয়াই কি আমাদের একমাত্র গতি নয় ?

(প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার উপক্রম)

পব্‌ল্যুস্‌। কি করো, অট্টিলিয়া ? পিতা তোমার এ শোকাবেগে সুখী হবেন না, তাঁর শেষমুহূর্ত্ত বিরক্তিব্যথায় অসহ্য করে' তুলো না। শোকে আকুল তুমি নিতান্তই, কিন্তু আমার একান্ত অনুরোধ—তুমি একবারটি মনে করো, তুমি রেগুল্যসের কন্যা।

অট্টিলিয়া। হ্যাঁ—আমি জানি, পব্‌ল্যুস্‌, আমি রেগুল্যসের কন্যা—অতি দীনা আশ্রয়হীনা অসহায়া কন্যা।

(গমনোদ্যম)

পব্‌ল্যুস্‌। আবার বলি, স্থির হও।

অট্টিলিয়া। কি—এতেও তোমাদের এত বাধা ? পিতার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ, তাও নয় ? কেন নয় ? ·········লিকিন্ন্যুস্‌, দেখ, দেখ শীঘ্র যাও, পিতা বুঝি এতক্ষণ কত দূরে, কোন্‌ সাগর-পারে !

বর্সি। শান্ত হও বোন্‌, রেগুল্যস্‌ যাবেন যাঁর সঙ্গে সেই অমিল্‌ক্যর্‌ যে তোমারই সাম্‌নে দাঁড়িয়ে।

অট্টিলিয়া। বর্সি ! ভগিনি ! আমি চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছি না। বলে' দাও, আমি কি কর্‌বো। ···অমিল্‌ক্যর্‌ !

পব্‌ল্যুস্‌। (বিরক্তির ভাবে) অট্টিলিয়া !

অট্টিলিয়া। (একবার পব্‌ল্যুসের দিকে চাহিয়া) অমিল্‌ক্যর্‌ ! এত দেখেও আপনি এত নীরব !

অমিল্‌ক্যর্‌। সুন্দরি! ক্রোধে বিস্ময়ে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। কী কর্‌বো, কী-ই বা বল্‌বো, এখানে সবই আশ্চর্য্য, এটা রোমরাজ্য।

(পব্‌ল্যুস্‌ অপমানিত বোধ করিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল)

অট্টিলিয়া। লিকিন্যুস্‌, তুমিও নীরব ?

লিকিন্যুস্‌। বলো,—কী ? ···প্রাণ দিলেও তা হয় যদি···

অট্টিলিয়া। পব্‌ল্যুস্‌, তোমার দৃষ্টি দেখে বড় ভয় পাচ্ছি। বলো, আমরা নই কি সমান দুঃখী ?

পব্‌ল্যুস্‌। স্বীকার কর্‌ছি। কিন্তু বল্‌ছি—বারবার নানাপ্রকারে —দুঃখকে বড় মনে করা, তাকে নীরবে সহ্য না করা, তাতেই ভেঙ্গে পড়া—আমাদের হবে পিতৃদ্রোহ—মহাপাপ।

অট্টিলিয়া। (উত্তেজিতভাবে) এই তোমার উপদেশ—না প্রলাপ ? পিতার বিপদে পুত্রের হৃদয় নির্ব্বিকার—বেদনাহীন, আশ্চর্য্য! এর নাম ধর্ম্ম ? তবে অধর্ম্ম কি ? আমি জানিনা তোমায় কি বল্‌তে পারি। (অপেক্ষাকৃত কোমলভাবে) না, না, পব্‌ল্যুস্‌! ভাই! ক্ষমা করো, আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, সত্যই কি তুমি এতখানি সহ্য করতে পারো—সত্যই কি তুমি এমনতরো নির্ব্বিকার।

অমিল্‌ক্যর্‌। সুন্দরি! ক্ষমা কর্‌বেন, আপনি বুঝ্‌তে না পার্‌লেও আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। ·········যে হৃদয় শিরায় শিরায় রোম্যান মর্য্যাদায় ভর্‌পুর বলে' আপনার ধারণা, তার প্রকৃত বেদনা কোথায় তা' আপনার জানা না থাক্‌লেও—ক্ষমা কর্‌বেন—আমি অনেকটা জান্‌তে পেরেছি—নানা সূত্রে।

অট্টিলিয়া। (বিস্ময়ে) অমিল্‌ক্যর্‌!

বর্সি। (বিস্ময়ে) অমিল্‌ক্যর্‌!

অমিল্‌ক্যর্‌। পুত্রের হৃদয় পিতার বিপদে নির্ব্বিকার—কেন না রোম্যান। ···এ মহাকাব্য। ···কিন্তু এ মহাকাব্য গড়ে' তুলেছে এক অতি ক্ষুদ্র খণ্ডকাব্য—সরল ভাষায় একটী ছোটখাটো প্রেমের

কাব্য। সে কাব্য—এই আপনারই সম্মুখে। ……এই আপনাদের বর্সি—আপনার ভ্রাতার দাসী—তাঁর অন্তরের প্রেয়সী।

(লজ্জায় বর্সির অধোবদন ; বিস্মিতা হইলেও অট্টিলিয়ার কিঞ্চিৎ অস্বস্তিবোধ)

পব্‌ল্যুস্। (রুদ্রস্বরে) অমিল্‌ক্যার্!

অমিল্‌ক্যার্। এ কি আমার রচনা? …লিকিন্যুস্! আপনিই বলুন—পথে বাজারে এই কি নয় আলোচনা? ………রেগুল্যস্ যাবেন সাগরপারে যেহেতু বর্সির থাকা চাই এই টাইবার তীরে।

(অট্টিলিয়া পব্‌ল্যুসের দিকে চাহিল ; অমিল্‌ক্যারের কথার অর্থসঙ্গতি হইতেছে না—এইরূপভাব দেখাইল)

পব্‌ল্যুস্। লিকিন্যুস্!

লিকিন্যুস্। (গম্ভীরভাবে) জনরব এই। কিন্তু অন্তরের দেবতা জানেন - লিকিন্যুসের হৃদয়ে এ সন্দেহের স্পর্শমাত্রও নেই।

অমিল্‌ক্যার্। হ্যাঁ - আপনি রোমান। কিন্তু জনরব সে আজবভেরী, আজবসুরেই সে বেজে ওঠে। রোম্যান গ্রামের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধলেও সে সুর টেঁকে না। তার আজগুবী সুরেই সে বল্‌তে চায়—এই বন্দীবিনিময় প্রস্তাব যে সেনেটসভায় এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে নিষ্ফল, সেটা কেবল পব্‌ল্যুস্ মহাশয়ের গোপনমন্ত্রের অপূর্ব্ব কৌশল।

পব্‌ল্যুস্। তার অর্থ—পব্‌ল্যুসের ষড়যন্ত্র, এই না? কার্থেজেরও নিশ্চয় এই ধারণা?

অমিল্‌ক্যার্। না হ'বার তো কোন কারণ দেখ্‌ছি না। কারণ এটা বড় রকম স্বার্থ।

পব্‌ল্যুস্। থাক্, থাক্ যথেষ্ট হয়েছে। পণ্যজীবী বণিক্ আফ্রিকান্! লাভক্ষতি-টানাটানির হিসাব খতিয়ে সংসারের বাজারে হীন পোদ্দারি কর্‌তে এসেছ, তাই নিয়ে খুসী থাকো, রোম্যান চরিত্র-পরিমাপের যে যন্ত্র, সে তোমার ও-ক্ষীণ তুলাদণ্ড নয়।

লিকিন্যুস্। (পব্‌ল্যুস্‌কে সংযত করিবার জন্য) পব্‌ল্যুস্!

অট্টিলিয়া। (পব্‌ল্যুস্‌কে সংযত করিবার জন্য) ভাই!

পব্‌ল্যুস্‌। অমিল্‌ক্যর্‌! তুমি কি জান না—যার জন্য তুমি এই কলঙ্কভার আজ আমার মাথায় চাপালে—আমার এই সুহৃৎস্বজনের সম্মুখেই, তার ভাগ্যবিধাতা একমাত্র আমি, সেনেটসভা নয়।……তার মুক্তি বন্ধন, জীবন মরণ সবই আমার ইচ্ছায়।

অমিল্‌ক্যর্‌। তাও জানি। ………গচ্ছিত ধনে স্বত্বস্বামিত্ব রোম্যান সভ্যতায় সঙ্গত হ'তে পারে, কিন্তু কার্থেজী বণিক্‌-নীতিতে তা একেবারেই অসঙ্গত।

লিকিন্ন্যুস্‌। এর অর্থ?

অমিল্‌ক্যর্‌। অতি সদর্থ। পিউনিক্‌ যুদ্ধের প্রথমভাগে রেগুল্যস্‌ ছিলেন বিজয়ী। তখন জয়লব্ধ রত্নরাজির সঙ্গে রূপসী বর্সিও ছট্‌কে এসে পড়েছিলেন নানা ঘটনাচক্রে রেগুল্যসের হাতে। তিনি রাখেন তা গচ্ছিত পব্‌ল্যুস্‌ মহাশয়ের মা'র হাতে। মৃত্যুকালে মা রাখেন গচ্ছিত তাঁর ছেলের হাতে। এখন বুঝুন এই গচ্ছিতধনে পব্‌ল্যুস্‌ মহাশয়ের স্বত্বস্বামিত্ব ততই হবে প্রবল—যার নাম কায়েমী, আসল স্বামী রেগুল্যসের মুক্তির সম্ভাবনা যতই হবে বিরল।

পব্‌ল্যুস্‌। সাধু বণিক্‌! সাধু তোমার মনোবৃত্তির পরিচয়! তবে রোমে এসেছ—রোমের পরিচয়ও নিয়ে যাও। ……অট্টিলিয়া! লিকিন্ন্যুস্‌! তোমাদের অজানা নয়—আমার মাতার মৃত্যুশয্যার শেষ দান—এই বর্সি রূপসী; দান—গচ্ছিত নয়। দেবতা জানেন, বর্সি নামে দাসী থাক্‌লেও দাসী ভাবে কখনও তাকে দেখিনি। সে আমার নয়নের জ্যোতিঃ, অন্তরের প্রীতি। কিন্তু শোন—পব্‌ল্যুসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা প্রিয়তমা প্রেয়সী—তার রোম্যান মর্য্যাদা; সেই মর্য্যাদার তুষ্টির জন্য অন্য যা-কিছু প্রিয়, সবই সে ত্যাগ কর্‌তে দ্বিধা বোধ করে না। অমিল্‌ক্যর্‌! বোধ হয়, তোমার তা ধারণা নয়। না হওয়াই সম্ভব। তোমার শিক্ষা-সংস্কার যা', ধারণা তোমার সেইমতো। তোমাকে বোঝান' বিড়ম্বনা। তবে

রোমবাসীকে জানান' আবশ্যক—আমি পব্‌ল্যুস্—রোম্যান—রেগুল্যসের প্রকৃত সন্তান। ······বর্সি! আজ হ'তে তুমি মুক্ত, আর তুমি দাসী নও।

বর্সি। প্রভু—

পব্‌ল্যুস্। আর প্রভু নই, সে সম্পর্কের শেষ এইখানে। তোমায় নাম ধরে' ডাক্‌বারও আমার আর অধিকার নেই।······হ্যাঁ—তুমি দাসত্ব হ'তে মুক্ত, এ অতিবড় সত্য। এই অমিল্‌ক্যরেরই সঙ্গে তুমি তোমার দেশে ফিরে যেতে পারো।

বর্সি। প্রভু, আমি মুক্তি চাই না, আমায় শুদ্ধ দাসী করেই রাখুন।

পব্‌ল্যুস্। তা হয় না, হয় না—

বর্সি। মনে করুন - সেই ভবিষ্যদ্বাণী।

পব্‌ল্যুস্। তোমার মুক্তি চাই, মুক্তি চাই—ওগো রোমশত্রুর জননি!······নইলে রোমের মর্য্যাদা থাকে না, ভালবাসার গৌরব বাড়ে না, দৈববাণীও সফল হয় না। তুমি মুক্ত—তুমি মুক্ত,······আমি পব্‌ল্যুস্। (পব্‌ল্যুসের দ্রুত নিষ্ক্রমণ)

অট্টিলিয়া। পব্‌ল্যুস্! ·········বর্সি!

বর্সি। আমি তো মুক্তি চাই নি।

অমিল্‌ক্যর্। কিন্তু তুমি মুক্ত। এ রোম্যানের বাক্য, কি বলেন লিকিন্যুস্?

অট্টিলিয়া। একি লিকিন্যুস্, তুমিও চলেছ? তোমাদের উদ্দেশ্য কী?

লিকিন্যুস্। বৃথা কালক্ষয়। ······দেখি রেগুল্যসের উদ্ধারের উপায় হয় কি না।

অট্টিলিয়া। উপায় আছে?

লিকিন্যুস্। সময় যায় নি, সুযোগ এখনও হারায় নি।

অট্টিলিয়া। কী উপায়?

লিকিন্যুস্। ব্যস্ত হ'ও না, জান্‌বে অতি শীঘ্র।

অট্টিলিয়া। আমায় সঙ্গে নাও—

লিকিন্যুস্। না সুন্দরি, ক্ষমা করো, বিদায়।······বিদায়, অমিল্‌ক্যর্! ······(ফিরিয়া অট্টিলিয়'র প্রতি) হ্যাঁ—তুমি থাকো একটু নিরাপদ জায়গায়······বর্সির সঙ্গে, অন্ততঃ আমি যতক্ষণ আবার তোমার সঙ্গে না মিলি।

অট্টিলিয়া। বর্সির সঙ্গে। ······বর্সি তো আর আমাদের নয়। (অট্টিলিয়ার শেষ কথা লিকিন্যুসের কাণে পৌঁছিল না; লিকিন্যুসের দ্রুত নিষ্ক্রমণ)

বর্সি। বর্সি তোমাদেরই, অট্টিলিয়া! ··যখন যেখানেই থাকি তোমাদের অনুগ্রহের—স্নেহের বর্সি। বাহিরের বাঁধন ছিঁড়ে দিলেই কি প্রাণের বাঁধন ছেঁড়া যায়, ভগ্নি! ······অমিল্‌ক্যর্, বিদায়! আবার দেখা হ'বে। ······চিন্তা করো না, আমি ফিরে যাব···যদিও আমি মুক্ত স্বাধীন, আমি কার্থেজেই ফিরে যেতে বাধ্য······নইলে আমার প্রভুর মর্য্যাদা যে থাকে না। বিদায়! ······এস বোন্!

অমিল্‌ক্যর্। (বর্সির প্রতি) বিদায়! (বর্সির নিষ্ক্রমণ)

অট্টিলিয়া। (অমিল্‌ক্যরের প্রতি) বিদায়!

অমিল্‌ক্যর্। বিদায়, অট্টিলিয়া সুন্দরি! আমি আপনাদের জন্য বড়ই চিন্তিত, লিকিন্যুস্ মহাশয়ের তা' অজানা নয়। আপনার ভ্রাতা আমার প্রতি রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করেছেন—পিতৃশোকে বিহ্বল হয়েই নিশ্চয়।······আমি তা' মনে করিনি—মনে রাখিওনি। আমাকে বন্ধুভাবেই গ্রহণ করে' আমায় ধন্য কর্‌বেন, সুন্দরি! ···আমি কেবল ভাব্‌ছি আপনাদেরই কথা।

অট্টিলিয়া। ধন্যবাদ।

অমিল্‌ক্যর্। বর্সিকে আপনারাও যেমন ভালবাসেন, আমিও তেমনি ভালবাসি। বিদায়-যাত্রায় আপনাদের সকলের মুখে হাসি দেখ্‌লেই আমার সাগর-পাড়ি সুখের হয়, সুন্দরি!

অট্টিলিয়া। ধন্যবাদ।

অমিল্‌ক্যর্। চেষ্টা হোক্, চেষ্টা হোক্ সকল পক্ষেই। .... আমি সে পক্ষ হ'তে যে বাদ পড়্‌বো, তা' মনে কর্‌বেন না।

অট্টিলিয়া। আপনার চেষ্টা সফল হোক্—প্রার্থনা। ...বিদায়! ...বর্সি! (নিষ্ক্রমণ ও বর্সি'র অনুসরণ)

অমিল্‌ক্যর্। কার্থেজী বণিক্! কোথায় থাক্‌তে তুমি, কোথায় তোমার বর্সি, মাঝে অকূল সমুদ্র! কূল দিলে তুমি,—তুমি কার্থেজী কৌশল! বণিকের হৃদয়-দেবতা! ......তোমায় শত শত অভিবাদন। ....[দূরে ক্যাপিটলের (Capitol) প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া] রো-ম্যা-ন ম-র্য্যা-দা! উঃ অনেক উঁচু। ......ঐ ক্যাপিটলের মত? ......না—আরো উঁচু। ....ঐ মেঘের মতো? ......না—আরো উঁচু, আরো উঁচু। আশ্চর্য্য!

(একবার উর্দ্ধে একবার নিম্নে চাহিয়া একদৃষ্টে উর্দ্ধে চাহিয়া রহিল, পরে অস্ফুটস্বরে বলিল—'ম-র্য্যা-দা')

ষষ্ঠ দৃশ্য

কাল—পূর্ব্বাহ্ণ

অমিল্ক্যরের আবাসমন্দির। হল (Hall) ঘর, পার্শ্বে বারান্দা, বারান্দার সম্মুখে উদ্যান।

অমিলক্যরের পার্শ্বচরগণ ও রেগুল্যস্।

রেগুল্যস্। (পার্শ্বচরগণের প্রতি) দেখ, কোথায় তোমাদের অমিল্ক্যর্। তার আশা যা', তার আগা-গোড়া সবই নিপাত গেছে সেনেটসভায়। কার্থেজের কথায় রোম আর ভিজ্ছে না, আমাকেও তারা আর চাইছে না। এখন পাল তুলে' সাগর-পাড়ি,—যত শীঘ্র হয়। ··নইলে কার্থেজের বিচারে অমিল্ক্যর্ আর আমি দুজনেই হবো সমান অপরাধী—পাপী।

(পার্শ্বচরগণের ভিন্ন ভিন্ন দিকে নিষ্ক্রমণ)

(ম্যান্‌ল্যুসের প্রবেশ)

রেগুল্যস্। এই যে বন্ধুবর, হিতকামী সুহৃদ্ আমার।············ উদার ম্যান্‌ল্যুস্, একবার আলিঙ্গনে আমার হৃদয় শীতল করো। বন্ধু, জানিনা—কেমন করে' আমার কৃতজ্ঞতা দেখাবো।······আমার কী না শোচনীয় অবস্থাই হ'তো, তোমায় যদি না পেতাম বন্ধু, এই দুর্দ্দিনে—এমন অসময়ে। তোমা হ'তেই আমার শৃঙ্খলের গৌরব, মর্য্যাদার গৌরব, মানবত্বের গৌরব—সকল গৌরব রক্ষা পেয়েছে। এ সত্য—অতিবড় সত্য। ···তোমার বন্ধুত্বলাভ—এ বুঝি দেবতার দান।

ম্যান্‌ল্যুস্। কিন্তু আমার তো এ লাভ নয়, বন্ধু,—এ যে আমার দারুণ ক্ষতি। তোমাকে হার'বো··নিতান্ত,·········হারাতে বাধ্য। ······সেনেটের চরম মীমাংসা মতো সন্ধি ও বন্দীবিনিময় এই দুই প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যাত।···রেগুল্যস্‌কে—আমার বন্ধুকে নিষ্ঠুর কার্থেজে ফিরে যেতেই হবে।

রেগুল্যাস্। ফিরে যেতে হ-বে, আমাকে হারাবে এই জন্য? না -না—না, বন্ধু! …রেগুল্যাস্কে সত্যই হারাতে, কারণ রেগুল্যাস্ সে নিজেই নিজেকে হারাতো—তাকে যদি রোমে রাখ্তে বাধ্য করতে ঐ বন্দীবিনিময় প্রস্তাবের সর্ত্তেই।

ম্যান্ল্যুস্। হা হতভাগ্য!……রেগুল্যাস্, বল্তে পারো দেবতার এ কী উপহাস? তোমাকে কেন ভালবাস্তে শিখ্লাম—এত বিলম্বে, এমন অসময়ে? ……কেনই বা সে ভালবাসার পরিচয় দিতে হ'ল এমনিভাবে—এত নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে?

রেগুল্যাস্। অত্যন্ত অসময়ের বন্ধুই বন্ধু, ম্যান্ল্যুস্। সে বিষয়ে কর্ত্তব্য তোমার করা হ'য়েছে পুরোপুরিই। …… তবে তুমি মহান্, শক্তিমান্, উদার, অকৃপণ;……তোমার নিকট চাইতে আমার দ্বিধা নেই, সংকোচ নেই। তোমার কাছে আমার আরো কিছু প্রার্থনা, বন্ধু!

ম্যান্ল্যুস্। প্রার্থনা! —তোমার ইচ্ছা বলো। সে ইচ্ছা পূরণ করাই হ'বে ম্যান্ল্যুসের পরম পুণ্য।

রেগুল্যাস্। রোমপ্রজার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য যা—রোমের হিতে একান্ত আত্মনিয়োগ। তা' মনে হয় জীবনে আমি সমভাবেই করে' এসেছি। আমার কাছে দেশের যা পাওনা, তা' দিয়ে ফেলেছি পুরোপুরিই। বাকী এখন আমার দুটী সন্তান। তাদের স্থান ঠিক রোমের পরেই। কিন্তু বন্ধু, তাদের জন্য কিছুই করিনি—কর্তে পারিনি। মাতৃহীন তারা অনেক দিন, পিতৃহীন হ'তে আর বাকী কী? তারা সংসারের পথে নতুন যাত্রী,—কিন্তু নিতান্ত অনাথ। তুমি কি এই দুটী অসহায় জীবকে তোমার উদার বক্ষে টেনে নেবে তাদের মাতাপিতার অভাব দূর করতে? তাদের কি শেখাবে—দেশকে, দেবতাকে কেমন করে' সেবা কর্তে হয়, ভালবাস্তে হয়, কেমন করে' তাদের জন্য আত্মদান করতে হয়? এ ভার কি তুমি নেবে, বন্ধু? ……পুত্র-কন্যা আমার অশিষ্ট নয়, দুষ্টগতিও নয়।

তাদের শিক্ষা, তাদের রক্ষা বিষয়ে তোমার উপরে নির্ভর কর্‌তে পারি কি, বন্ধু? ......এ ভার তোমার কি **ভার** বলে' বোধ হবে, বন্ধু?

ম্যান্‌ল্যুস্। পব্‌ল্যুস্ আমার পুত্র! অট্টিলিয়া আমার কন্যা! ...এ আমার কী গৌরব বাড়ালে, বন্ধু! ....কিন্তু শিক্ষা......? ......ওই তো গোল। হৃদয়-ভরা স্নেহ দিয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে রক্ষা কর্‌তে পারি, কিন্তু শিক্ষা কী নতুন করে' দেবো, যাদের পিতা রেগুল্যাস্? ....হ্যাঁ, একটা কথা.......শিক্ষা দেবো ঠিক—যখনি দেখ্‌বো বে-চাল্, তাদের শুধু মনে করিয়ে দেবো—পিতা তাদের রেগুল্যাস্, যাঁর জন্য চির উজ্জ্বল রোমের মর্য্যাদার ইতিহাস।

রেগুল্যাস্। তোমার তুলনা তুমি, বন্ধু! ......তোমার মহত্ত্বের সম্মান সামান্য মুখের ধন্যবাদ নয়—কথার ছন্দ নয়। দেবতাকে ধন্যবাদ, আমার বিদায়-যাত্রা পরম সুখের—বিপুল আনন্দের।

(পব্‌ল্যুসের প্রবেশ)

ম্যান্‌ল্যুস্। পব্‌ল্যুস্, এত ব্যস্ত কেন? তোমার মুখ দেখে বড় সংশয় জাগ্‌ছে।

রেগুল্যাস্। কী সংবাদ, পব্‌ল্যুস্?

পব্‌ল্যুস্। কার্থেজে ফিরে যাওয়ার পথ বোধ হয় রুদ্ধ।

রেগুল্যাস্ }
ম্যান্‌ল্যুস্ } কেন—কী হ'ল?

পব্‌ল্যুস্। বড় গোলমাল বেধেছে। সেনেটের চরম মীমাংসায় রোমপ্রজা তুষ্ট নয়। তারা সব ছুটেছে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হ'তে। আপনাকে তারা কোন মতেই কার্থেজে ফিরে যেতে দেবে না।

রেগুল্যাস্। কেন? .... তবে কি সেই 'বন্দীবিনিময়'? সেই হীন প্রস্তাব—যা সেনেটসভার মীমাংসায় প্রত্যাখ্যাত—তাতেই রোম-প্রজার রুচি? ......ওঃ! ভাব্‌তেও লজ্জা হ'চ্ছে।

পব্‌ল্যুস্। আপনি ভুল বুঝ্‌ছেন, পিতা! সন্ধি বা বন্দীবিনিময় —রোমবাসী এর কোনটাই চায় না, তারা চায় রেগুল্যস্। তাদের দাবী—রেগুল্যস্ রোমের, তাঁকে রোমেই থাক্‌তে হবে।

রেগুল্যস্। রোমেই থাক্‌তে হবে? —কেমন করে'? আমার শপথ অঙ্গীকার, আমার ধর্ম্ম মর্য্যাদা—এ সব তবে কী? এ কি সব ছেলেখেলা? এ কি তারা একবারও ভাবে না?

পব্‌ল্যুস্। না, তারা খুব জোর-গলায় পথে বাজারে প্রচার করছে, "কার্থেজ বণিক্—প্রতারক, পিউনিক যুদ্ধে তারা অনেক প্রতারণা করেছে, তার সঙ্গে সাধুতাই বা কী! শপথ অঙ্গীকারই বা কী?

রেগুল্যস্। হা দেবতা! এ কী তাদের দুর্বুদ্ধি? এ কী নীচ যুক্তি? অধর্ম্মে অধর্ম্মের উচ্ছেদ? কার্থেজী পাপের প্রায়শ্চিত্ত রোমের পাপে? অদ্ভুত! এ হ'লো কী?

পব্‌ল্যুস্। তারা উন্মত্ত। ভবিষ্যবাদী গণৎকার যারা—তাদেরও সব ডাক্ পড়েছে।

ম্যান্‌ল্যুস্। কেন?

পব্‌ল্যুস্। দৈববাণীর আশ্রয়ে জনসাধারণকে জানিয়ে দিতে রেগুল্যস্ কার্থেজে ফিরে যেতে পাবেন কি-না।

রেগুল্যস্। পুত্র, ভবিষ্যবাদীর দৈববাণীতে রেগুল্যসের কী প্রয়োজন? রেগুল্যসের দৈববাণী—রেগুল্যসের অন্তরাত্মার ইঙ্গিত। আমি যা সত্য করে' এসেছি, সে সত্য পালন কর্‌বোই—আমার অন্তরাত্মার তা' মহাধর্ম্ম। সন্ধি বা বন্দীবিনিময় যা-ইচ্ছা রোম তা' করুক,—রোমের তা' রাষ্ট্র-গত ব্যাপার, কিন্তু তা' না করে' রেগুলাস্ থাক্‌বে কি যাবে—মাত্র এই নিয়ে আন্দোলন রোমের পক্ষে অব্যাপার, যাতে রোমের সম্পূর্ণ অনধিকার। ......পব্‌ল্যুস্, তোমার পিতা আর **রোমের রেগুল্যস্** নয়, তোমার পিতা কার্থেজের **বন্দী দাস**। অন্য জাতির যে **দাস** তার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার কর্‌বার যে প্রয়াস

তার নাম অত্যাচার—শক্তির অপব্যবহার। ......রক্ষিগণ! আর এখানে নয়, চলো বন্দরের দিকে। ......বিদায়, বন্ধু!

ম্যান্‌ল্যুস্। এ সময়ে বন্দরের দিকে নয়, রেগুল্যস্। ......শোন —আমার মিনতি। ......রোমবাসী উন্মত্ত—হয় তো উচ্ছৃঙ্খল তাদের ব্যবহার। ......আশ্চর্য্য নয় কিছুই। ......তোমার কথায় তারা নিরস্ত হওয়া দূরে থাক্, তোমাকে বাধা দেবে বিপুল। সে বাধায় হয় তো রেগুল্যস্ আর সেনেট তুই-ই বাধ্য হবে নিজ নিজ মর্য্যাদার নাশ কর্‌তে।

রেগুল্যস্। তবে কি আমাকে এই রোমেই থাক্‌তে হবে?

ম্যান্‌ল্যুস্। না, বন্ধু! তুমি যাবে—কার্থেজে ফিরে যাবে, এ নিশ্চয়। তোমার যে গৌরব-যাত্রা, তা'তে বাধা দিতে যে-শক্তি, সে শক্তি রোমের কন্‌স্যলেরও নেই। আমি হয় তো পারি বাধা দিতে মাত্র এই উচ্ছৃঙ্খল রোমবাসীর উন্মাদগতিকে, তুমি যা এখন পার্‌বে না। তার **কারণ আমি** নই, **কারণ** আমার অঙ্গের এই **পরিচ্ছদ**—কন্‌স্যলের এই পোষাক। পোষাকের খাতিরই তুনিয়াময়, বন্ধু! —মানুষ দেখে নয়।...তুর্ভাগ্য!

রেগুল্যস্। তোমার সাধুতাই আমার একমাত্র আশ্রয়।......... কিন্তু ধরো যদি—

ম্যান্‌ল্যুস্। তবে আর 'যদি' কেন? তোমার কী মূল্য তা' তো আমি জানি, তবে আমারও একটা মূল্য আছে সে বিশ্বাসও রাখো, বন্ধু! ...তোমার মতো গৌরবের শৃঙ্খল পরা হয় তো আমার সৌভাগ্য নয়—তবুও আমার হৃদয় চায় একান্তই ওই শৃঙ্খল পর্‌বার সম্পূর্ণ যোগ্যতা। ...বিদায়!

(ম্যান্‌ল্যুসের নিষ্ক্রমণ)

রেগুল্যস্। নবীনের হাতে প্রাচীন রোমের আজ এমনি পরিবর্ত্তন! শাসনদণ্ডের ভয় দেখিয়ে তাকে সত্যের পথে টেনে আন্‌তে হবে! ওঃ—কী শোচনীয়! ......এ কি পব্‌ল্যুস্, তুমি

তোমার পিতৃ-বন্ধুকে সাহায্য করবে না? ...জেনো এখন হ'তে তিনি তোমাদের পিতা। যাও, তাঁর সহায় হও। তোমাকে পার্শ্বে দেখলে তাঁর বল বেড়ে উঠবে চতুর্গুণ।

পবল্যুস্। ব্যস্ত হবেন না, পিতা, আমি এখনি যাচ্ছি। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

রেগুল্যস্। শিরোধার্য্য! তবে ইতস্ততঃ কেন? মহত্ত্বের এ লক্ষণ নয়।

পবল্যুস্। আর রুষ্ট হবেন না, পিতা। হৃদয় আমি জয় করেছি—আপনারই দীক্ষামন্ত্রে। আমি রেগুল্যসের পুত্র।

রেগুল্যস্। বাঃ! এই তো চাই! চিরজীবী হও, বৎস!

(উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান)

(লিকিন্যুসের প্রবেশ)

লিকিন্যুস্। এ কি! আমি যে পবল্যুসের সন্ধানে আসছি—গেল কোথায়? এই তো এখানে ছিল। ......ও কি! ম্যান্ল্যুস্ ফিরে আসছে—অট্টিলিয়ার সঙ্গে। ব্যাপার কী?

(অন্তরালে অবস্থান)

(অট্টিলিয়া ও ম্যান্ল্যুসের প্রবেশ)

ম্যান্ল্যুস্। অট্টিলিয়া নয়নতারা! তুমি রেগুল্যসের কন্যা, আজ হ'তে তুমি ম্যান্ল্যুসের কন্যা। তোমার পিতৃ-বন্ধুকে কর্ত্তব্যের পথে বাধা দিও না, মা। ......সময় সে ছুটে চলেছে, কর্ত্তব্যে না পিছিয়ে পড়ি।

অট্টিলিয়া। কর্ত্তব্যই বড়—হৃদয় কি তবে কিছুই নয়? আপনি কি সন্তানের পিতা ন'ন? তাদের সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ, বেদনায় সমবেদনা—এ কি আপনার হৃদয়ের ধর্ম্ম নয়? কর্ত্তব্য তো এই ভিত্তি নিয়েই, নইলে কর্ত্তব্যের জন্ম কী নিয়ে? আমি আপনার কন্যা—দীনা হীনা কন্যা। নতজানু হ'য়ে রোমের পিতার নিকটে আজ আমার পিতার প্রাণভিক্ষা চাচ্ছি। দয়া করুন...দয়া করুন।

…মনে করুন—কার্থেজের সেই ভীষণ হত্যাভূমি, ঘাতকগণের সেই বিকট আকার, প্রতিহিংসার সেই করাল কুঠার, তারপর কেবল শোণিতস্রোত—মহৎ হৃদয়ের উত্তপ্ত শোণিতধারা।

ম্যান্‌ল্যুস্। স্থির হও, কন্যা! … শত চেষ্টায় যা ফির্‌বে না, তার জন্য শোক বৃথা। জীবন আর মুক্তি এই দুইয়েতেই রেগুল্যাসের উৎকট বিরক্তি— দারুণ ঘৃণা। রেগুল্যাস্ সত্যগ্রাহী, সত্য ভঙ্গ করে' মর্য্যাদা খুইয়ে—দেশকে নীচু করে'—জীবন বা মুক্তি কোনটাই তাঁর কাম্য নয়।

অট্টিলিয়া। তাঁর কাম্য না হ'তে পারে, কারণ সেটা হয়তো অভিমান। আপনি তাঁর বন্ধু, আপনারও কি তা' কাম্য নয়? দয়া করুন—আবার বলি দয়া করুন—

(ম্যান্‌ল্যুসের বহির্বসন-আকর্ষণ)

ম্যান্‌ল্যুস্। (দৃঢ়ভাব অবলম্বন করিয়া) বন্ধুর যা প্রিয় তাকে রক্ষা করাই বন্ধুর কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য পালন কর্‌বো, কন্যা, আমার বন্ধুর সত্য রক্ষা করে'—আমার নিজের সত্য পালন করে'। তোমার কাতর অশ্রুভারে আমাকে চঞ্চল ব্যাকুল করে' তুলো না, অট্টিলিয়া। আমি বীর রেগুল্যাস্ নই, আমি ম্যান্‌ল্যুস্—সামান্য দুর্ব্বল মানুষমাত্র।

(অঙ্গবস্ত্র সহসা আকর্ষণ করিয়া দ্রুত নিষ্ক্রমণ)

অট্টিলিয়া। চলে' গেল—এম্‌নি করে' চলে গেল।

(ঘোর-নৈরাশ্যব্যঞ্জক মূর্ত্তিতে অতিস্থির ভাবে দণ্ডায়মান)

লিকিন্যুস্। (অন্তরাল হইতে সম্মুখে আসিয়া) ভ্রম—ভ্রম—মহাভ্রম, অট্টিলিয়া। এখনো সেই ম্যান্‌ল্যুস্?…ও-হাত শুধু ঐশ্বর্য্যের আশীর্ব্বাদ কুড়োতে জানে, ধৈর্য্য রেখে বিপদকে বাধা দেবার শক্তি রাখে না…মোটেই না। তাদের কাছে কিসের প্রত্যাশা, অট্টিলিয়া, —স্বার্থে যাদের সকল অস্থি-পঞ্জর ভরপুর্? ………শোন, অতি গোপনীয় কথা। এই কথা বল্‌বার জন্য আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি পব্‌ল্যুস্ আর তোমাকে। রোম রেগুল্যাস্‌কে ছাড়্‌বে না, সেনেটের

কাছে তার দাবী—রেগুল্যস্ রোমের সম্পত্তি, সেনেটের নয়; রোমকে রোমের সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে হবে - যে কোন উপায়ে। প্রবল জনমত, তার বিরুদ্ধে সেনেট দাঁড়াতে চাইবে না, কারণ জানে—সে তা পার্‌বে না। কাজেকাজেই তাকে প্রকারান্তরে সম্মত হ'তেই হবে। জেনো, এর জন্য যদি সেনেটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর্‌তে হয়, রোমবাসী তাও কর্‌বে। কন্‌স্যল্ যা পারে নি, ট্রিবিউন তা পারে কি না দেখ।

অট্টিলিয়া। বলো কী—তুমিই এর মূলে ?

লিকিন্যুস্। নিশ্চয়। আর দ্বিধা নয়, রোগ যেমন উৎকট, ঔষধ তার তেমনি তীব্র বিষ। ·········তোমরা বুঝ্‌তে পার্‌ছো না। রেগুল্যস্ সেনেটভক্ত রোম্যান, তাঁকে রোমে থাক্‌তে হ'লে চাই সেনেটের মত। সেনেট যা 'না' বলেছে, আজ তাকে 'হাঁ' বল্‌তেই হবে—রোমপ্রজার দাবীতে। তখন রেগুল্যসেরও আর আপত্তি থাক্‌বে না।

অট্টিলিয়া। আমি ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। —এ কি সম্ভব হবে, লিকিন্যুস্ ?

লিকিন্যুস্। নিশ্চয়। ···বিলম্ব নয়, চলো,—অনেক কাজ। ম্যান্‌ল্যুসের বন্ধুত্বের বড়াই শুনে বৃথা সময়-ক্ষেপের এ অবসর নয়।

(অট্টিলিয়া ও লিকিন্যুসের প্রস্থান)

(কতিপয় রক্ষিসমভিব্যাহারে অমিল্‌ক্যরের প্রবেশ)

অমিল্‌ক্যর্। দেখ, সেই অদ্ভুত জীবটা গেল কোথায়।······ বুঝ্‌তে পার্‌ছো না ?···সেই সত্যগ্রাহী বীরচূড়ামণি, রাজা আর রাষ্ট্রের বিধাতাপুরুষ, রোমের দেবতা। ···দেখ, কোথায় তিনি আবার কোন্ সাম্রাজ্যের ভাগ্য-বিধাতা হ'বার বাসনায় ধ্যানে আছেন বসে' ? তাঁকে আমার কাছে একবার নিয়ে এস—বিশেষ প্রয়োজন।

(রক্ষিগণের ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রস্থান)

মর্য্যাদা—রোম্যান মর্য্যাদা !······বর্সি, তুমি আমায় ভালবাস,—

সত্য, কিন্তু তোমার চক্ষে রোম অত্যন্ত বড়। ওঃ—অসহ্য।......... রেগুল্যসের মুক্তি চাই—যে কোন উপায়ে। উচ্চ কঠিন পাষাণকে রেণু রেণু চূর্ণ করে' এই মাটীর সঙ্গেই সমতলে বহিয়ে দিতে হবে—নিশ্চয়।.........ওঃ—সে কী আনন্দ! কার্থেজ, সে গর্ব্ব তোমার।......এই যে রেগুল্যস্, আমি তোমাকেই খুঁজ্তে হয়রাণ।

(রেগুল্যসের প্রবেশ)

রেগুল্যস্। আমি জানি, সব জানি, তোমার অভিযোগ যা' তাও জানি। উন্মত্ত রোমবাসী—উচ্ছৃঙ্খল তার কোলাহল, তবুও শঙ্কার কোন কারণ নেই, অমিল্ক্যর্। আমি কার্থেজে ফিরে যাবই—ভয় পেও না।

অমিল্ক্যর্। ভয়? কিসের? 'উন্মত্ত' 'উচ্ছৃঙ্খল' এ সব কী বল্ছো? অভিযোগই বা কিসের? হা—হা—হা (হাস্য)...... রেগুল্যস্! অমিল্ক্যর্ রোমে আসেনি কোন অভিযোগ বা আবেদন নিয়ে। সে এসেছে প্রমাণ করতে—আফ্রিকাও প্রসব করে মহত্ত্ব আর মর্য্যাদা ঠিক রোমেরই মতো; সে এসেছে জানাতে—বীর যে একমাত্র টাইবার-তটেরই যোগ্য তা নয়, আফ্রিকার উপকূলেও সে বীর প্রতুল—নিতান্তই।

রেগুল্যস্। হ্যাঁ তাই, সত্যই তাই। তবে, বৃথা বাক্যব্যয়ের এ সময় নয়। তোমার লোক-লস্কর সব জড়ো করো,—একেবারে সটান্ সাগরপাড়ি, এক মুহূর্ত্তও আর এখানে নয়।

অমিল্ক্যর্। (অতি মিষ্টস্বরে) তার আগে আমার একটা কথাও অন্ততঃ শোন—একটু স্থির হ'য়ে। ......রেগুল্যস্!

রেগুল্যস্। স্থির! ......আচ্ছা বলো—

অমিল্ক্যর্। আচ্ছা, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ—এটা কি একটা মহত্ত্ব নয়?

রেগুল্যস্। উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রাচীন রোমে কর্ত্তব্যের পর্য্যায়েই ধরা হ'য়েছে, যদিও নবীনপ্রথায় সে কর্ত্তব্যপালনের

অনেকস্থলেই ব্যতিক্রম ঘটে। ······তবুও, সে-কর্ত্তব্য পালন করাই মহত্ত্বের লক্ষণ।

অমিল্‌ক্যর্‌। বেশ বলেছ। ······এই বল্‌তে কইতে তুমি বেশ পটু, তোমার কথা এই জন্যই আমার বড় ভাল লাগে। ······আচ্ছা, সেই কর্ত্তব্য পালন কর্‌তে কোন লোক যদি নিজেকে স্বেচ্ছায় বিপদ-গ্রস্ত করে,······তা হ'লে ?

রেগুল্যস্‌। তা হ'লে তার মহত্ত্ব দেবত্বের দীপ্তিতে অধিকতর উজ্জ্বল হয়।

অমিল্‌ক্যর্‌। ঠিক ?

রেগুল্যস্‌। খুব ঠিক।

অমিল্‌ক্যর্‌। তবে অসভ্য আফ্রিকার ভাগ্যে আজ সে-গৌরব জ্বল্‌ জ্বল্‌ জ্বল্‌ছে। ·········শোন, শোন।··· তোমার পুত্রটী একটী মহাশয়-বিশেষ, ভারী উদার। মর্য্যাদা-জ্ঞান তার যেমন সূক্ষ্ম, ভালবাস্‌তেও সে তেমনি পরিপক্ক। সেই পুত্র তোমার আজ এক অদ্ভুত কাজ করে' বসেছে। তোমার বড় বিস্ময় লাগ্‌ছে, না ? লাগ্‌বারই কথা। তা'কে সে প্রাণের মতোই ভালবাসে অথচ তা'কেই সে তুলে দিয়েছে আমার হাতে—দাসত্বে মুক্তি দিয়ে, হা—হা—হা। ······বর্সি, বর্সি, বুঝ্‌তো পার্‌ছো, আমার প্রিয় বর্সি। পব্‌ল্যুস্‌ আমাকে তা' **দান** করেছে। এ মহৎ দানের প্রতিদান না দিয়ে তো আমি কার্থেজে ফিরে যেতে পার্‌বো না, রেগুল্যস্‌। ···এই পব্‌ল্যুস্‌ আমায় বড়ই ভাবিয়ে তুলেছে, আমি **প্রতিদান** না দিয়ে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌ছি না—আমার আত্মমর্য্যাদায় আঘাত পাচ্ছি যে। ······(দৃঢ়ভাবে) সে আমাকে দিয়েছে আমার প্রিয়তমা, আমি দেবো তা'কে তার প্রিয় পিতা।

রেগুল্যস্‌। এ কী বল্‌ছো ? তুমি কি উন্মাদ ?

অমিল্‌ক্যর্‌। উন্মাদ !!

রেগুল্যস্‌। নিশ্চয়। এর অর্থ, তুমি আমার জীবন রক্ষা কর্‌তে চাও।

অমিল্‌ক্যর্‌। নিশ্চয়।

রেগুল্যস্‌। অসম্ভব।

অমিল্‌ক্যর্‌। কেন? আমি তোমায় মুক্তি দেবো, তুমি সোজা চলে' যাবে।

রেগুল্যস্‌। চ-লে যা-বো?

অমিল্‌ক্যর্‌। আমি রক্ষিগণকে সরিয়ে দেবো কৌশল করে'—তুমিও সেই সুযোগে পড়্‌বে সরে'। থাক্‌বে কিছুদিন হেথা সেথা একটু গা ঢাকা দিয়ে। আমি রাগ কর্‌বো, চুল ছিঁড়্‌বো, রক্ষিদের দণ্ড দেবো—আসলে কিন্তু হ'বে এ সব ভাণ। তারপর লঙ্গর তুলে জাহাজ ভাসাবো সটান্‌ আফ্রিকার কূলে—আমার বর্সি ধনকে কোলে করে'।

রেগুল্যস্‌। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) থাক্‌—থাক্‌—থাক্‌। (অর্দ্ধ স্বগত) অসভ্য আফ্রিকান্‌।

অমিল্‌ক্যর্‌। তোমার কী মত? এটা কি তোমার অদ্ভুত বলে' মনে হ'চ্ছে না?

রেগুল্যস্‌। অদ্ভুত?—উৎকট অদ্ভুত!!

অমিল্‌ক্যর্‌। দেখ!............তুমি এটা তো কখনও আমার নিকট আশা করোনি।

রেগুল্যস্‌। না, তা' পারিনি।

অমিল্‌ক্যর্‌। অথচ আমি তোমাদের জাত নই—রোম্যান নই—অসভ্য আফ্রিকান।

রেগুল্যস্‌। (ঘৃণার হাস্যে) তা' বুঝ্‌তে পার্‌ছি।

অমিল্‌ক্যর্‌। (দূরস্থ রক্ষিগণের প্রতি) ওরে নফরের দল! জাহাজের জিনিষপত্তর গোছাতে বড় দেরী হ'য়ে যাচ্ছে। সকলে মিলে একবার সেদিকে নজর—

রেগুল্যস্‌। কখনো না, দাঁড়াও! দাঁড়াও!...আমার আ-জ্ঞা।

অমিল্‌ক্যর্‌। তোমার আজ্ঞা? বন্দী...দাস...

রেগুল্যস্। হ্যাঁ, আমি কার্থেজের দাস, তার কাছে আমি সত্যে বদ্ধ—আমি ফিরে যাব, তোমার সঙ্গেই ফিরে যাব।

অমিল্‌ক্যর্। আমার ইচ্ছা, আমি যদি না নিয়ে যাই।

রেগুল্যস্। তোমার ইচ্ছা!····· রক্ষিগণ! এই তোমাদের রাষ্ট্র-দূত অমিল্‌ক্যর্,—দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক। দেখে রাখো এর কুকর্ম্ম।

অমিল্‌ক্যর্। আমার কাজের কৈফিয়ৎ দেবো আমি—রক্ষিগণ নয়।···আমি তোমায় নিয়ে যাবো না, কিছুতেই না।

রেগুল্যস্। তবে আমার মৃত্যু দেখ্‌বার জন্য প্রস্তুত হও। এই লৌহশৃঙ্খল—যা আমার শাস্তি—আমার সে পরম স্বস্তি—আমার মরণের পরম সহায়। এই শৃঙ্খলের আঘাতে মস্তক উদ্ভিন্ন করে' দেখাবো—আমি রোমে জীবন্ত থাক্‌তে আসিনি, থাক্‌বো না কিছুতেই।

অমিল্‌ক্যর্। স্থির হও, রেগুল্যস্। ভাল করে' ভেবে দেখ, তোমার ভালর জন্যই বল্‌ছি—

রেগুল্যস্। আমার ভাল? বণিক্! ভাল-মন্দ লাভ-ক্ষতি সে বোঝবার তোমার কাজ—আমার নয়। তুমি আমার ভাল চাও—আমার সত্যভঙ্গ করিয়ে, আমাকে মিথ্যাবাদী সাজিয়ে, আমাকে পলাতক অপরাধীর প্রাণভিক্ষা দিয়ে।

অমিল্‌ক্যর্। এ কি সত্য? প্রাণের মায়া মোটেই রাখো না? সত্য বলো ··

রেগুল্যস্। প্রাণের মায়া!! অমিল্‌ক্যর, ভোগ তোমার দেবতা, প্রাণ তাই তোমার এত প্রিয়। রোম্যানের প্রিয়—তার মর্য্যাদা।

অমিল্‌ক্যর্। আবার সেই মর্য্যাদা! আঃ—থাক্, থাক্, ঠাণ্ডা হও—ঠাণ্ডা হও। ······এ উন্মাদের রাজ্য—নিঃসন্দেহ।

(অমিল্‌ক্যরের নিষ্ক্রমণ)

রেগুল্যস্। আঃ! বাঁচ্‌লাম। নিশ্বাস যেন আট্‌কে আস্‌ছিল

—কী যন্ত্রণা! এ তো দেবতার ছলনা নয়, এ যে অপদেবতার তাড়না! (দেবগণের উদ্দেশে) রক্ষা করো—রক্ষা করো, দেবতা, রক্ষা করো। ·········এ কি! ···এ যে অট্টিলিয়া! আবার কী পরীক্ষা!

(অট্টিলিয়ার প্রবেশ)

কী খবর অট্টিলিয়া? চোখে তোমার যেন হাসি ফুটে উঠ্‌ছে—ব্যাপার কী? পিতাকে সুখী কর্‌তে এসেছ নিশ্চয়।

অট্টিলিয়া। হ্যাঁ পিতা, যা শুন্‌লে আপনি সুখী হবেন, সেই কথাই শোনাতে এসেছি।

রেগুল্যাস্‌। তবে আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ নাও, বৎসে!

অট্টিলিয়া। শুধু আমি কেন, পিতা? —সমস্ত রোমবাসীকে আশীর্ব্বাদ করুন। সেনেটসভায় আপনার যা অমৃত উপদেশ, রোম-বাসী তা' মাথায় তুলে নিয়েছে। আপনার মন্ত্রেই আজ তাদের জাগরণ। তারা কার্থেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত।

রেগুল্যাস্‌। বলো কি অট্টিলিয়া, রোম এত শীঘ্র এতখানি এগিয়ে এসেছে?

অট্টিলিয়া। হ্যাঁ পিতা, যদিও তাদের এখন দুঃসময়, তবুও এ দুঃসময়ে তারা সন্ধি বা বন্দীবিনিময় কিছুই চায় না,—চায় শুধু যুদ্ধ, আর সে যুদ্ধের নেতা বীর রেগুল্যাস্‌। আপনি রোমের, আপনি রোমেই থাকুন, এ দুর্দ্দিনে তার নেতৃপদ গ্রহণ করে' তাকে আসন্ন বিপদ হ'তে রক্ষা করুন।

রেগুল্যাস্‌। সুখী হ'তে পার্‌লাম না, অট্টিলিয়া। সংবাদের খানিকটা অত্যন্ত পুরাতন, আর খানিকটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর।

অট্টিলিয়া। অপ্রীতিকর!!

রেগুল্যাস্‌। নিশ্চয়। রেগুল্যাস্‌কে রোমে থাক্‌তে হবে যে লজ্জাভার নিয়ে, তুলনায় তার এই লৌহশৃঙ্খল অতি লঘু—অতি কোমল। আবার নেতৃপদ! ওঃ—কি লজ্জা!

অট্টিলিয়া। লজ্জার জীবন কেন হ'বে, পিতা,—রোমবাসী

সাধারণ প্রজা আপনাকে যেমন চায়, সেনেটও যদি চায় আপনাকে ঠিক সেইমতোই ? ······শুনুন তবে, সেনেট মত বদলেছে।

রেগুল্যাস। মত বদ্‌লেছে···সেনেট ? ···অসম্ভব।

অট্রিলিয়া। হ্যাঁ পিতা, মত বদ্‌লেছে। ···সাধারণ প্রজার মতেই তাকে সম্মতি জানাতে হয়েছে। আপনি সেনেট-ভক্ত রোম্যান, সেনেটের মতেই কাজ করা কি আপনারও কর্ত্তব্য নয় ?

রেগুল্যাস্। রোমে কি আজ উন্মাদ-বায়ু এত প্রবল যে ধীর পবিত্র সেনেটও তাতে আত্মহারা ? সেনেট চায় না সন্ধি, সেনেট চায় না বন্দীবিনিময়, অথচ চায় সে রেগুল্যাস্। উন্মাদ ! ঘোরতর উন্মাদ ! ······আমি আর রোমের কে, অট্রিলিয়া, তাই সেনেটের আজ্ঞা মেনে চল্‌বো ? সেনেট আগে বোঝা-পড়া করুক কার্থেজের সঙ্গে—তারপর রেগুল্যাসের উপর তার দাবী। জানো—আমি এখন কার্থেজের। তার কাছে আমি শৃঙ্খলে বন্দী, সত্যে বন্দী, সর্ব্ব বিষয়ে বন্দী।

অট্রিলিয়া। আপনি শৃঙ্খলে বন্দী হ'লেও সত্যে বন্দী ন'ন—রোমের এই মত, সেনেটেরও এই মত।······শপথ নিয়ে সত্য কর্‌তে পারে একমাত্র সেই ব্যক্তি—যে প্রকৃত স্বাধীন। কার্থেজ আপনাকে জোর করে' সত্যে বদ্ধ করিয়ে নিয়েছে আপনি যখন তার আজ্ঞার সম্পূর্ণ অধীন—তার দাস—বন্দী।

রেগুল্যাস্। যে মরণকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, অট্রিলিয়া, সে বন্দী হ'লেও সে স্বাধীন। শৃঙ্খল দিয়ে দেহকে বাঁধা যায়, মনকে তো বাঁধা যায় না, অট্রিলিয়া। আর এক কথা, রোম যা'কে প্রতারক বলে' অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করছে, সেই কার্থেজের মতোই আজ সে প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে। আজ সে প্রতারণাময় কূটযুক্তির বলে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে অধিকার কর্‌বার জন্য শক্তির অপ-ব্যবহার করছে। জেনো, এর নাম দস্যুবৃত্তি—যা দাসত্বের চেয়ে অধম—ঘৃণ্য। তাদের জানিয়ে দাও—আমি সত্যে বদ্ধ, আমি ফিরে

যাব, সেই আমার কাম্য ; আর আমি ফিরে যাবই—এ নিশ্চয়, কারণ সত্যপালনই আমার ধর্ম্ম।

(পব্‌ল্যুসের প্রবেশ)

পব্‌ল্যুস্। সে আশা বৃথা, পিতা।

রেগুল্যাস্। কেন, কে আমাকে বাধা দেবে? ……বেঁধে রাখ্‌বে কে?

পব্‌ল্যুস্। সমস্ত রোমের হৃদয়। ……রোমবাসী আজ অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত—তারা আপনাকে কার্থেজের বিরুদ্ধে এই অভিযানের নেতৃপদ গ্রহণ করাবেই,……দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যুক্তি তর্ক পরাজিত,…জন-স্রোত ভেঙ্গে পড়্‌ছে টাইবার তটে। বন্দর পথ একেবারে নিরুদ্ধ।

রেগুল্যাস্। এ সময়ে ম্যান্‌ল্যুস্—আমার বন্ধু—কোথায় তিনি?

পব্‌ল্যুস্। তিনি এখনও আপনার বন্ধু। কিন্তু তা'তে কী? তিনি একা, বিপক্ষে বিপুল জন-সঙ্ঘ। তথাপি তিনি চেষ্টা কর্‌ছেন অদ্ভুত। যে মুহূর্ত্তে তিনি উচ্চকণ্ঠে শাসনদণ্ডের ভয় দেখাচ্ছেন, তার পরমুহূর্ত্তেই কোমলকণ্ঠে অনুরোধ কর্‌ছেন, ভিক্ষা জানাচ্ছেন। কিন্তু বৃথা সে চেষ্টা। তাঁর অনুরোধও কেউ রাখ্‌ছে না, আদেশও কেউ মান্‌ছে না। রোমের এই বিকট চণ্ডমূর্ত্তি দেখে মনে হয়—রোমের শাসনবিপ্লব অতি নিকট।

রেগুল্যাস্। অ্যাঁ—শাসনবিপ্লব! পব্‌ল্যুস্—চলো আমাকে নিয়ে………আর ইতস্ততঃ নয়…

(পব্‌ল্যুস্ অগ্রসর হইল)

অট্টিলিয়া। কোথায় যাবেন, পিতা?

রেগুল্যাস্। বন্ধুকে সাহায্য করতে, রোমবাসীকে সুমতি দিতে, কুকর্ম্মে ঘৃণা-বোধ করাতে, আমার এই শৃঙ্খলের গৌরব বজায় রাখ্‌তে। হয়—এ'তে ফিরে যাবো, নয়—এইখানেই প্রাণ বিসর্জ্জন কর্‌বো।

অট্টিলিয়া। পিতা, দয়া করুন, অভাগিনী কন্যা আমি। মাতৃ-হারা আমরা অনেকদিনই, অসময়ে আর পিতৃ হারা কর্‌বেন না।

রেগুল্যাস্। (সহসা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া) মা-তৃ হা-রা কন্যা! মাতৃমুখী কন্যা আমার! শান্ত হও—আবার বলি শান্ত হও। আমি শান্তভাবে ধৈর্য্য রেখেই তোমার সঙ্গে আলাপ করেছি অনেকক্ষণ—আর নয়, অট্রিলিয়া। তোমার অশ্রুভার নয়ন দুটী নিয়ে আমার অতীতের স্মৃতি আর জাগিয়ে তুলো না। পিতাকে তার মর্য্যাদা রাখ্‌তে দাও, তোমার নয়নজলে সে মর্য্যাদা লঘু করে' ভাসিয়ে তুলো না, তার শেষমুহূর্ত্তের গৌরব নষ্ট কর্‌তে চেষ্টা পেওনা...... রোমবাসী যা কর্‌তে আজ উন্মত্ত...উচ্ছৃঙ্খল।

অট্রিলিয়া। পিতা! ওঃ নিষ্ঠুর...

রেগুল্যাস্। আমি নিষ্ঠুর। আমি জানি, পিতাকে হারাতে কন্যার প্রাণ কতখানি কেঁদে ওঠে, তবুও আমি নিষ্ঠুর। ......আবার বলি, আমার মর্য্যাদা রাখো, রোমের মর্য্যাদা রাখো, সেই মর্য্যাদার জন্য সকল ত্যাগ হাসিমুখে স্বীকার করো। হৃদয়ে শক্তি জাগাও, সেই শক্তিতেই শান্তি পাবে, অট্রিলিয়া। জগৎকে জানাও, রেগুল্যাস্ তোমার পিতা—তুমি পিতার উপযুক্ত কন্যা।

অট্রিলিয়া। (ধীর দৃঢ়স্বরে) তবে তাই হোক্, পিতা। আমি সকল দুঃখ হাসিমুখেই সহ্য কর্‌বো।

রেগুল্যাস্। এই তো আমার কন্যা। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি শান্তি পাও, লিকিন্যুস্ তোমার প্রিয়, তার হাত ধরে' সংসার-পথে প্রবেশ করো; রোমরমণীর কর্ত্তব্যে আত্মনিয়োগ করো, বীরপুত্রের জননী হ'য়ে রোমের গৌরব রক্ষা করো। বিদায়, অট্রিলিয়া!

অট্রিলিয়া। বিদায়, পিতা! (রেগুল্যাসের প্রস্থান) আপনি সর্ব্বজয়ী—আপনি নরদেবতা। আমার গৌরব—আপনি আমার পিতা।

(বর্সির প্রবেশ)

বর্সি। ভগ্নি, অট্রিলিয়া, এ কি সত্য?

অট্রিলিয়া। কী সত্য, বর্সি?

বর্সি। শুন্‌লাম সেনেটসভা—রোমের প্রজা—ভবিষ্যবাদী—বন্ধু-সুহৃৎ—পুত্রকন্যা সকলের অনুরোধ উপরোধ অবহেলা করে' মহাশয় রেগুল্যস্ ফিরে যাবেন সেই কার্থেজেই—মরণকে বরণ করে' নিতে ?

অট্টিলিয়া। (ধীর ও দৃঢ়স্বরে) হ্যাঁ বর্সি।

বর্সি। এ কী অদ্ভুত দৃঢ়পণ ! কল্পনায় আসে না—পুরাণে মেলে না। এ কি পাগলামি নয়, ভগ্নি ?

অট্টিলিয়া। বর্সি, কর্ম্মের প্রতি সম্মান কর্ম্মীকে যথার্থ পূজাদান। কিন্তু রেগুল্যস্ কর্ম্মে ও ধর্ম্মে বীর—প্রকৃত বীর, তাঁর অসম্মান করো না।

বর্সি। (বিস্ময়ে) অট্টিলিয়া, ভগ্নি, এ কী পরিবর্ত্তন ? আশ্চর্য্য ! ······এ কি ধর্ম্ম না কর্ম্ম ?—যার পরিণাম অত্যাচার উৎপীড়ন—শোচনীয় মৃত্যু।

অট্টিলিয়া। বীরের এ সব বিজয়-উৎসব, বর্সি।

বর্সি। তুমি তবে এ উৎসবে সুখী, অট্টিলিয়া ? পিতার ধ্বংস-উৎসবে তোমার তবে গর্ব্ব !

অট্টিলিয়া। (রোদনোন্মুখী) হা দেবতা, এ কী পরীক্ষা !

বর্সি। তোমার ভাবগতি কিছুই তো বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

অট্টিলিয়া। (সংযতভাবে) না বর্সি, এ আমার গর্ব্ব, আমি সত্য বল্‌ছি। তুমি এ গর্ব্বের মূল্য জানো না, জান্‌তে পারো না। তুমি যে দেশের, সে দেশের সন্তান শিখ্‌তে পারে না পিতার শৃঙ্খলবন্ধনে কেমন করে' গর্ব্ব-উল্লাস কর্‌তে হয়।

বর্সি। কিন্তু গর্ব্ব-উল্লাস যা সে তো দেখি তোমার শুধু ভাষায়—চোখ দুটী তো অশ্রুধারায় আকুল, ভগ্নি ! ······ছলনা করো না।

অট্টিলিয়া। বর্সি, হৃদয়ের বাষ্প জমা ছিল অনেক—আজ তোমার স্নেহস্পর্শে তরল হ'যে বেরিয়ে এল এই হৃদয়কেই শীতল কর্‌তে। ······বর্সি ! আর আমায় দুর্ব্বল করো না, আমায় ভুল্‌তে দিও না আমার পিতার শেষবাণী—'আমি রেগুল্যসের কন্যা।' (অট্টিলিয়ার প্রস্থান)

বর্সি। অদ্ভুত দেশ, অদ্ভুত এর নারীপুরুষ। বিধাতা কি এই দেশ গড়েছেন জগতের সকল মর্য্যাদা নিয়ে ?

(অমিল্‌ক্যারের প্রবেশ)

অমিল্‌ক্যার্। বর্সি, প্রিয়তমে, আমি তোমাকেই খুঁজছি—অনেকক্ষণ।

বর্সি। কেন অমিল্‌ক্যার্ ?

অমিল্‌ক্যার্। আমি তোমায় বল্‌তে চাই, আমি আর কোন দোষে দোষী নই। পর্ব্বতপ্রমাণ বিপদ মাথায় নিয়ে অমিল্‌কার্ চেষ্টা করেছে সর্ব্বপ্রকারে রেগুল্যাস্‌কে মুক্তি দিতে—কিন্তু সে দানের সম্মান কোথায় ? রেগুল্যাস্ তা' প্রত্যাখ্যান করেছে দারুণ ঘৃণায়—নিতান্ত অবজ্ঞায়। কার্থেজের সম্মান রাখা রোম্যানের পক্ষে নিদারুণ অপমান !

বর্সি। তাঁকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলে তুমি ?

অমিল্‌ক্যার্। নিশ্চয়।

বর্সি। কী সর্ত্তে ?

অমিল্‌ক্যার্। কোন সর্ত্তেই নয়।······দানের প্রতিদান করে' সে শুধু জান্‌তে চায়—অমিল্‌ক্যার্ দানের সম্মান রাখ্‌তে জানে খুব ভাল রকমই। পব্‌ল্যুস্ দান করলেন আমার প্রিয়তমা, আমি প্রতিদান কর্‌বো তাঁর প্রিয়-পিতা—তাঁকে মুক্তি দিয়ে···এই রোমের মাটীতেই।

বর্সি। সে কি সম্ভব ? তা'তে তোমারই তো বিপদ।

অমিল্‌কার্। সে বিপদ মাথায় নিতে প্রস্তুত···হ্যাঁ।

বর্সি। অমিল্‌ক্যার্, তুমি মহান্,···তুমি আমার গর্ব্ব।

অমিল্‌ক্যার্। তবুও আমি রোম্যান নই, রোমের ভাষায় আমি অসভ্য আফ্রিকান্।

বর্সি। (ঈষৎ হাস্যে) তুমি অসভ্য আফ্রিকান্ !!············দুঃখ করো না, অমিল্‌ক্যার্ ! রোমের ব্যাধিই এই। সে ছোট হ'তে চায় না···বিশেষ মর্য্যাদায়।

অমিল্‌ক্যর্‌। (কিঞ্চিৎ উগ্রস্বরে) কিসে ছোট হ'তে চায় না ?

বর্সি। মর্য্যাদায়।

অমিল্‌ক্যার্‌। (নিদারুণ বিরক্তির সহিত) মর্য্যাদা!………—তুমি শুদ্ধ সেই মর্য্যাদা!

বর্সি। একি! ব্যাপার কী!

অমিল্‌ক্যার্‌। পথে ঘাটে হাটে-মাঠে সর্ব্বত্র এই মর্য্যাদার বড়াই—ছেলে-বুড়ো-আদি সবাই। …জ্বালাতন!

বর্সি। কিন্তু এতেই যে রোমের জীবন,…এই যে তার প্রাণবায়ু।

অমিল্‌ক্যার্‌। থাক্ নিয়ে সে জীবন, আমি বল্‌বো এ উন্মাদ-বায়ু। না—না, ভুল বলেছি, এ তার দম্ভ। এ দম্ভ চূর্ণ কর্‌তে চেষ্টাই হবে এখন হ'তে এই অমিল্‌ক্যারের ধর্ম্ম। …হাঁ, এ নিশ্চয়।

বর্সি। তাই কি? অ্যাঁ! —কী বল্‌ছো, অমিল্‌ক্যার্‌? …তবে কি ভবিষ্যবাদীর কথাই সত্য?

অমিল্‌ক্যার্‌। কী সত্য, বর্সি?

বর্সি। শুন্‌বে? ……না, শুনে কাজ নেই।

অমিল্‌ক্যার্‌। না, বলো, বল্‌তেই হবে।

বর্সি। শোন তবে। —'আমি হবো রোমশত্রুর জননী'—এই দৈববাণী।

অমিল্‌ক্যার্‌। তুমি রোমশত্রুর জননী!! —অ্যাঁ! ………তুমি তবে আমার নয়নমণি! ……বর্সি ধন!

বর্সি। কী বল্‌ছো, অমিল্‌ক্যার্‌? —ভাল করে' ভেবে বলো।

অমিল্‌ক্যার্‌। ভাবা টাবা অত আসে না, তুমি বলো।

বর্সি। আমি রোমশত্রুর জননী জেনেও রোম আমায় তুলে দিলে স্বেচ্ছায় তার শত্রুরই হাতে। এ কি রোমের দম্ভ—না, এ তার মর্য্যাদা?

অমিল্‌ক্যার্‌। তাই বলে' যদি সন্তুষ্ট হও—তবে তাই। কিন্তু দোহাই! এ মর্য্যাদার বড়াই হয়েছে যথেষ্ট—অমিল্‌ক্যার্‌ অতিষ্ঠ।

বর্সি। অমিল্‌ক্যর্, আমি কার্থেজকে ভালবাসি কিন্তু রোমকে পূজা করি।

অমিল্‌ক্যর্। অথচ তোমাকেই হ'তে হবে রোমশত্রুর জননী,——কি মজা! ···বহুৎ আচ্ছা বাবা গণৎকার! ·········এ কি, মুখ তোমার শুকিয়ে যেন ছাই হ'য়ে যাচ্ছে। আমার কথায় কি তোমার দুঃখ হ'চ্ছে, বর্সি? ···আমার বর্সি ধন!

বর্সি। (আত্মসংবরণ করিয়া) দুঃখ? ············ক্ষমা করো, অমিল্‌ক্যর্·········

অমিল্‌ক্যর্। কী ভাব্‌ছো, বর্সি? বলো······দোহাই······

বর্সি। ভাব্‌ছি? ······না, থাক্। ······না, শোন। ···মানুষের যা শক্তি, সে কেবল শক্তির অন্ধ অভিমান, দৈবই একমাত্র বলবান্। ······বিশ্বাস কর্‌ছো না, অমিল্‌ক্যর্? বেশ, আজ না করো, একদিন কর্‌বে···হ্যাঁ—এ নিশ্চয়।

(অমিল্‌ক্যর্ বর্সির ভাবগতি যেন ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না, তাহার মনে হইল বর্সি যেন একটী প্রহেলিকা। সে বর্সির মুখের প্রতি বিস্ময়াকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল)

সপ্তম দৃশ্য

কাল—অপরাহ্ণ

দৃশ্য—টাইবার নদ-তট, তটে বিপুল জনতা

(ট্রিবিউন লিকিন্যুস্ ও জনসঙ্ঘ বন্দরপথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান, জনতা ভেদ করিয়া বন্দরপথ সুরক্ষিত ও সুগম করিবার জন্য রক্ষিগণসহ ম্যান্‌ল্যুসের চেষ্টা, দূরে টাইবার নদবক্ষে কার্থেজের অর্ণবপোত)

লিকিন্যুস্। নিবৃত্ত হোন্, এখনো বলি নিবৃত্ত হোন্। রোম রেগুল্যস্‌কে কখনই কার্থেজে ফিরে যেতে দেবে না।

ম্যান্‌ল্যুস্। রোম ফিরে যেতে দেবে না! ······সেনেট, কন্‌সল্—এ সব তবে কী ? এরা কি রোমের অঙ্গ নয় ?

লিকিন্যুস্। মেনে নিচ্ছি এরা অঙ্গ, কিন্তু রোমবাসী সাধারণ প্রজাই রোমের প্রবল অঙ্গ।

ম্যান্‌ল্যুস্। প্রবল সংখ্যায়—বিচারবুদ্ধিতে নয়।

লিকিন্যুস্। থাক্ সে বিচারবুদ্ধি—নির্ম্মমতা জিঘাংসাই যার চরমবৃত্তি। দেশবন্ধু রেগুল্যসের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাবার অবসর উপস্থিত, আমরা রক্ষা কর্‌বো তাঁর প্রাণ।

ম্যান্‌ল্যুস্। আর সেই কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্য আমরা রক্ষা কর্‌তে চাই তাঁর মান—তাঁর মর্য্যাদা। ············হে রোমবাসি! রেগুল্যসের এ গৌরব-যাত্রা। তাঁর পথ রোধ ক'রো না! যাও, সব পথ ছেড়ে দাও।

লিকিন্যুস্। কখনো না। প্রাণ পণ, তোমরা এক পা'ও নড়্‌বে না, দুর্ভেদ্য প্রাচীর হ'য়ে পথ রোধ করো।

ম্যান্‌ল্যুস্। আবার বলি, হে রোমবাসি!—এ আমার আজ্ঞা।

লিকিন্যুস্। এ আজ্ঞা কখনো পালন ক'রো না—এ আমার নিষেধ।

ম্যান্‌ল্যুস্। বন্ধুগণ! পথ ছেড়ে দাও—আমার একান্ত অনুরোধ।

লিকিন্যুস্। কখনো না,—কোন অনুরোধ নয়।

ম্যান্‌ল্যুস্। লিকিন্যুস্, দুঃসাহস বটে! তুমি কন্‌স্যলের সঙ্গে বিরোধ করো?

লিকিন্যুস্। আপনারও অতিমাত্র দুঃসাহস, আপনি সাধারণ রোমপ্রজার সঙ্গে, তাদের নায়ক ট্রিবিউনের সঙ্গে বিরোধ করেন?

ম্যান্‌ল্যুস্। বটে? অজ্ঞান বালক, দুঃসাহস কি সৎসাহস তার পরিচয় পাবে এখন-ই—এই মুহূর্ত্তে। ······রক্ষিগণ! অস্ত্র ধরো, কন্‌স্যলের পথ পরিষ্কার করো।

লিকিন্যুস্। সাবধান জনমণ্ডলি! অস্ত্র ধরো, দ্বিধা ক'রো না। প্রাণ পণ, পথ রোধ করো।

ম্যান্‌ল্যুস্। হা দেবতা! এ কি সম্ভব? কন্‌স্যলের বিরুদ্ধে রোমবাসীর অস্ত্রধারণ! ····· লিকিন্যুস্, মনে রেখো, তুমি রোমের শাসনতন্ত্রের অবমাননা কর্‌ছো, তার অধিনায়কের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে'।

লিকিন্যুস্। রোমের শাসন-তন্ত্র রোমের জনমত। আপনি সেই জনমতের অবমাননা কর্‌ছেন—অত্যাচারী রাজদস্যুর মতো অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে।

রোমবাসিগণের মধ্য হইতে। মহাত্মা রেগুল্যাস্ রোমে থাকুন, আমাদের কোন বিরোধ নেই।

ম্যান্‌ল্যুস্। বন্ধুগণ, তোমরা প্রতারিত।

রোমবাসিগণের মধ্য হইতে। আমরা কার্থেজ কর্ত্তৃক প্রতারিত।

ম্যান্‌ল্যুস্। তোমাদের এই আন্দোলনের মূল—রোমের গৌরব-নাশী কয়েকজন স্বার্থপরের ষড়যন্ত্র।

রোমবাসিগণের মধ্য হইতে। হোক্ ষড়যন্ত্র, আমরা তা' শুন্‌তে আসিনি।

ম্যান্‌ল্যুস্। আমার দু-চারটী কথা—

রোমবাসিগণের মধ্য হইতে। একটী কথাও নয়,……রেগু-ল্যস্‌কে রোমে থাক্‌তেই হবে।

ম্যান্‌ল্যুস্। শোন, আমার আজ্ঞা—

রোমবাসিগণের মধ্য হইতে। আজ্ঞা মান্‌বো না। রেগুল্যস্ থাকুন, আবার কন্‌স্যলের আজ্ঞা মান্‌বো।

ম্যান্‌ল্যুস্। আমার একান্ত অনুরোধ—

রোমবাসিগণের মধ্য হইতে। অনুরোধ-রক্ষা অসম্ভব। রেগুল্যস্ থাকুন, তখন সব সম্ভব হবে। আমরা চাই রেগুল্যস্—রেগুল্যস্। রেগুল্যস্‌কে রোমে থাক্‌তেই হবে।

(অগ্রে রেগুল্যস্ ও পবল্যস্, পশ্চাতে কিয়ৎক্ষণপরে অমিল্‌ক্যর্, বর্সি, অটিলিয়া, পবল্যসের ভৃত্যগণ ও অমিল্‌ক্যরের রক্ষিগণের প্রবেশ)

রেগুল্যস্। রেগুল্যস্‌কে রোমে থাক্‌তেই হবে! এই কথা আমায় শুন্‌তে হ'লো রোমবাসীরই মুখ হ'তে? আশ্চর্য্য! …রেগু-ল্যস্‌কে রোমে থাক্‌তেই হবে? কেন? রেগুল্যসে রোমের কী স্বত্ব-স্বামিত্ব? রেগুল্যস্ কি আর রোমের? না—কার্থেজের?

রোমবাসিগণের মধ্য হইতে। রেগুল্যস্ চিরদিনই রোমের—তিনি রোমেই থাকুন।

রেগুল্যস্। এই তোমাদের বিচার? নবীন তরুণ যুবকের হাতে রোমের প্রাচীন ধর্ম্মনীতির আজ এমনই দুর্দ্দশা!……হে সমাধিশায়ি মহাপুরুষগণ! আর আপনাদের সমাধিশয়নে থাক্‌লে চলে কই? সমাধিস্তম্ভ ভেঙ্গে চুরমার্ করে' সব উঠে আসুন,—দেখুন, আপনাদের প্রাচীন ধর্ম্মসঙ্গত রোমের কী শোচনীয় অধঃপতন! ……হে আমার দেশবাসি ভাই সকল! বলো আমি এমন কি গুরুতর অপরাধ করেছি, যেজন্য আমার প্রতি তোমরা এ বিজাতীয় ঘৃণা প্রকাশ কর্‌ছো?

লিকিন্যুস্। ঘৃণা! বিজাতীয় ঘৃণা!!……গুরুদেব, এ আমাদের

কৃতজ্ঞহৃদয়ের একান্ত উদ্যোগ। আপনার শৃঙ্খল আমরা দূর করবো।…আজ হ'তে আপনি রোমের নেতা, আমরা কার্থেজের বিরুদ্ধে সমানভাবেই যুদ্ধ চালাবো।

রেগুল্যস্। শৃঙ্খল হ'তে মুক্তি দেবে তোমরা—এই রোমেই? আশ্চর্য্য!……রেগুল্যস্কে মুক্তিদানের জন্য তোমাদের সব আকুল আগ্রহ—যখন কার্থেজের অনুগ্রহে রেগুল্যস্ এসে পড়েছে তোমাদেরই শাসনগণ্ডীর মধ্যে? বাঃ! চমৎকার!……কৃতজ্ঞতা দেখাবার এই যোগ্য স্থান বটে! উপযুক্ত অবসর বটে!………পরের দ্রব্যে স্বত্ব-স্বামিত্ব, তার নাম অনধিকার—দস্যুবৃত্তি।…পাঁচ-পাঁচ বৎসর রেগুল্যস্ কার্থেজের কারায় শৃঙ্খলভার নিয়ে বসে' তোমাদের বীরোচিত উদ্যোগের প্রতীক্ষায়, জানো?……তোমরা সেই দীর্ঘসময় যাপন করেছ, শুধু অলস নিদ্রায়—বিলাসের জড়তায়।…আজ যখন আমি সেই কার্থেজের নিকট সত্যে বদ্ধ হ'য়ে তাদের দূত-স্বরূপ এসেছি তোমাদের দেশে,—উদ্দেশ্য—নানা ইঙ্গিতে তোমাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গতে, তোমাদের আত্মশক্তি জাগাতে, তোমাদের মর্য্যাদা রক্ষার উপায় জানিয়ে দিতে—তখন তোমরা এসেছ আমায় ভিক্ষা দিতে আমার বন্ধন-মুক্তি, যদিও তোমরা জান না সে দান করবার অধিকার তোমাদের কতটুকু!………এই হীন মুক্তি-ভিক্ষা নিয়ে আমাকে চলতে ফিরতে হবে এই রোমে—তোমাদেরই মধ্যে—আবার তোমাদেরই নেতা হ'য়ে? অপমানের আর বাকী কী?……জগতের ইতিহাসে নাম হবে হীন ভিক্ষু ক্রীতদাস রেগুল্যস্।…বাঃ! এই তোমাদের কৃতজ্ঞতা!…আমার এই মর্য্যাদা—এই শৃঙ্খলভার—এ তোমরা কেড়ে নেবে জোর করে' আমাকে ভিক্ষুক সাজাতে—হীন-মনোবৃত্তি দাস নামেই পরিচিত করতে—সত্যভ্রষ্ট বিশ্বাসঘাতকের কলঙ্ক মাথায় চাপিয়ে তোমাদের এই দস্যুবৃত্তির নেতৃত্ব—যার নাম অতি অধম দাসত্ব—তাই করাতে?………আমার এই শৃঙ্খল কেড়ে নিয়ে তোমরা জোর করে' ধরে' রাখো, জগতের বিচারে আমি হবো

হীন ষড়্‌যন্ত্রকারী পলাতক বন্দী ; ···আমার অন্তরাত্মার বিচারে আমি হবো অতি জঘন্য হীনবৃত্তি দাস।······বলো, তা' বই আর কিছু কি ? ·········আমার এ বন্ধনের মর্য্যাদা রাখ্‌তে আমাকে যদি তোমরা কার্থেজে ফিরে যেতে দাও—মনে-জ্ঞানে আমি থাক্‌বো রোম্যান—স্বাধীনচিত্ত রোম্যান, যদিও আমি শৃঙ্খলে বন্দী।

লিকিন্যুস্। কার্থেজ রোমের সঙ্গে প্রতারণা করেছে,—আপনার বন্দী অবস্থায় জোর করে' আপনাকে সত্যে বদ্ধ করিয়ে নিয়েছে,—সে সত্য ভঙ্গে পাপ নেই।

রেগুল্যাস্। সে সত্য ভঙ্গে পাপ নেই ? অ্যাঁ ? ···তবে কি আমি বাস্তবিকই হীনমনোবৃত্তি বন্দী ক্রীতদাস ? আমার স্বাধীন বাগ্‌বৃত্তি কি আমার চরণশৃঙ্খলের সঙ্গে সব হারিয়ে বসেছি ?

লিকিন্যুস্ ও রোমবাসিগণ। না, না, আমরা তা বলি নি।

রেগুল্যাস্। তবে ? কার্থেজ জোর করে' সত্য করিয়েছে, সে সত্যের মূল্য নেই, এই কি যুক্তি ? ···এ যুক্তি অশিক্ষিত আরবের—দস্যুবৃত্তি বেদুইনের—সভ্য মানবের নয়।

লিকিন্যুস্। রেগুল্যাসের অভাবে রোমের রোমত্ব যাবে।

রেগুল্যাস্। এই কি তোমাদের ধারণা ? ছি—ছি—ছি ! এক রেগুল্যাস্ যাবে, তোমরা সহস্র রেগুল্যাস্ সেখানে জেগে উঠ্‌বে না ? —তবে না রোম্যান সভ্যতা ?·········মানুষ মৃত্যুর অধীন।······এই রেগুল্যাস্‌কেও সেই অধীনতা স্বীকার করতে হবে, আর সে স্বীকার কর্‌বার দিনও খুব দূরে নয়। রেগুল্যাস্ তোমাদের মতো তরুণ নয়, তার জীবন-যাত্রার পথ শেষ হ'য়েই এসেছে—বন্দরে পৌঁছাতে যে টুকু বিলম্ব। কার্থেজের কৃপায় সে পৌঁছানো হবে নয় দু'দিন আগে, এই যা তফাৎ। এই রেগুল্যাস্—জীর্ণ খিন্ন স্থবির মাংসপিণ্ডমাত্র রেগুল্যাস্—তার কাছে তোমাদের আর কোন আশা—দুরাশা ;

তার কাজের পালা শেষ, এখন তাকে মরতে দাও—রোম্যানের মতো মরতে দাও—তা'কে তার মর্য্যাদা রাখতে দাও। তার মৃত্যু-ভূমিতে গিয়ে তোমরা সহস্র সহস্র রেগুল্যাস্ তার আত্মার সদ্গতি ক'রো—তোমাদের বীরত্বের স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করে' অতি সুচারুরূপে। বন্ধুভাবে তোমাদের প্রতি আমার এই অন্তিম অনুরোধ, দেশসেবক-ভাবে তোমাদের প্রতি আমার কর্ত্তব্যের এই শেষ আহ্বান, নেতৃ-ভাবে তোমাদের প্রতি আমার এই শেষ আদেশ।

লি'কিন্যুস্। অস্ত্র সংবরণ করো······মহাত্মা রেগুল্যাস্ কার্থেজে ফিরে যান্। (জনসঙ্ঘের অস্ত্র সংবরণ—পথ মুক্ত হইল)

রেগুলাস্। দেবতার অনুগ্রহ! ·········তোমাদিগকে ধন্যবাদ, তোমরা ন্যায়-পথ বেছে নিয়েছ।

পব্ল্যুস্। অট্টিলিয়া, দেখ সকলেই শান্ত—সংযত।

অট্টিলিয়া। পিতার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে আমার হৃদয় কেঁপে উঠ্ছে, পব্ল্যুস্! (পব্ল্যাসের হস্তধারণ)

পব্ল্যুস্। হৃদয় দৃঢ় করো, ভগ্নি, সম্মুখে ঘোর পরীক্ষা।

রেগুলাস্। অমিল্ক্যার্! পথ মুক্ত। আমার প্রতি এখন তোমার আদেশ?

অমিল্ক্যার্। (রক্ষিগণের প্রতি) ওরে নফরের দল! দাঁড়িয়ে দেখ্ছিস্ কী? এখানে সব ভেল্কি! আমার বর্সি'কে আগে জাহাজ বোঝাই,—তারপর আর যা'। ······রেগুল্যাস্, তুমি ধন্য! —যদিচ আমার ধন্যবাদকে তুমি ঘৃণাই করবে, তবুও আমি বল্বো—তুমি ধন্য, আর ধন্য তোমাদের এই মর্য্যাদা। রোমে আমার এই নতুন শিক্ষা।

(পুরোভাগে অমিল্ক্যারের রক্ষিগণ পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল, পশ্চাতে চারিটী কার্থেজদেশীয়া ক্রীতদাসী কর্তৃক পরিবেষ্টিতা বর্সি' জাহাজের দিকে অগ্রসর হইল)

(বর্সি' পব্ল্যুসের নিকটে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, কিছুক্ষণ পব্ল্যুসের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, পব্ল্যুস্ চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী একটী ভৃত্যের হস্ত হইতে একটী বীণা লইল)

বর্সি। প্রভু! বিদায়।

পব্‌ল্যুস্‌। দেবতার নিকট প্রার্থনা, সুন্দরি, বীরপুত্রের জননী হও—রোম যেন তার ইতিহাসে সে পুত্রের অতি উজ্জ্বল পরিচয় দেয়। ·········আর এই বীণাটী—তুমি যা' বাজাতে—তুমি যা ভালবাস্‌তে···

(ক্রীতদাসীর হস্তে বীণাটী সমর্পণ করিবার উদ্যোগ)

বর্সি। না—না, ওদের হাতে নয়। ও-দান নেবার ও-হাত নয়। (নিজের হাত পাতিল)

(বীণা গ্রহণ করিয়া মাথায় সেটী স্পর্শ করিল)

এ যে অমূল্য—পরম পবিত্র······এ-পার ও-পার দু-পার-জোড়া স্নেহের বাঁধন—পরম সেতু। (অট্টিলিয়ার সম্মুখে যাইয়া) অট্টিলিয়া, ভগ্নি! (বিদায়ের ইঙ্গিত)

অট্টিলিয়া। তুমি আমার চির আদরিণী, স্বামীর আদরে স্নে অভাব চির পূর্ণ হোক্‌, ভগ্নি!

(কার্থেজের লোক-লস্কর ধীরে ধীরে জাহাজে আরোহণ করিতে লাগিল)

ম্যান্‌ল্যুস্‌। রেগুল্যস্‌! বন্ধু! আজ মনে পড়ছে তোমার সেই অতীতদিনের বিজয়-শোভাযাত্রা! ···সে দিন তোমার মাথায় দেখেছি লরেল (Laurel) মুকুটের বিচিত্র ভাতি, রথের চাকায় দেখেছি পরাজিত কত শত নৃপতি, তোমার যাত্রা-পথের সম্মুখে দেখেছি নতজানু একাধিক বিজিত জাতি। ·· কিন্তু আজ এ গৌরব-যাত্রা সে সব শোভাযাত্রাকে নিতান্তই ম্লান করেছে, বন্ধু! ······প্রার্থনা, তোমার আদর্শে আজ সর্ব্ব দেশ অনুপ্রাণিত হোক্‌, তরুণদল শিখুক—দেশকে যে প্রকৃত ভালবাস্‌বে সে তার দেশের ধর্ম্মনীতিকে মাথায় করে' নেবে; আর তারই হবে প্রকৃত দেশসেবা, যে সেই ধর্ম্মনীতির মর্য্যাদার জন্য প্রাণ উৎসর্গ কর্‌তে দ্বিধা কর্‌বে না।

রেগুল্যস্‌। তবে, বন্ধু, আমাদের বিদায়ের এই শুভক্ষণ আমাদের ধর্ম্মনীতিরই উপযোগী হোক্‌।······হে আমার দেশবাসিগণ!

আমার দেবতা ধন্য, আমি ধন্য, আমি তোমাদিগকে প্রকৃত রোম্যান দেখেই শেষ বিদায় গ্রহণ কর্‌ছি। তোমাদের এই মর্য্যাদা—তোমাদের প্রকৃত সম্পদ। সে সম্পদের বলে তোমরা সসাগরা পৃথিবীর ভাগ্যবিধাতা হও। (দিগন্তবলয় ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে চন্দ্রের * আবির্ভাব) * * * * * (নতজানু হইয়া) হে দেবমণ্ডল! তোমাদের আশীর্ব্বাদেই এই রোমজাতির ঋদ্ধি বৃদ্ধি। আমি দীন-হীন হ'লেও আমার অন্তরের প্রার্থনা—আমার এই ভ্রাতৃবর্গকে—আমার দেশবাসীকে তোমরা চিরকাল রক্ষা ক'রো, পালন ক'রো, তোমাদের আশীর্ব্বাদে তা'দিগকে সর্ব্বদা জয়যুক্ত ক'রো। ......এরা যদি তোমাদের কোন অপ্রিয় সাধন করে' বিরাগভাজন হ'য়ে থাকে—প্রার্থনা, তোমাদের রোষহুতাশন মাত্র এই স্থবির-বৃদ্ধ-রেগুল্যস্‌কেই আহুতিরূপে গ্রহণ করে' নির্ব্বাপিত হোক্‌, আমার ভাই সব সংসারে তরুণ—তারা রক্ষা পা'ক্‌, তারা নিরাময় থাকুক্‌। শান্তি! শান্তি! শান্তি!......(উঠিয়া) একি! তোমাদের চোখে জল!! না—না—না। এ আমাদের সুখের বিদায়। অন্তরে অন্তরে মহামিলনের অনন্তমুহূর্ত্ত।·· বিদায়! বিদায়!

(অটিলিয়া সহসা আত্মহারা হইয়া পব্‌ল্যুসের হস্তপাশ ছাড়িয়া রেগুল্যসের দিকে দৌড়াইতে গেল, পব্‌ল্যুস্‌ বাধা দিল, অটিলিয়া সেই বাধায় আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া লিকিন্ন্যসের ক্রোড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। রেগুল্যস্‌ কিয়ৎক্ষণ অটিলিয়ার প্রতি স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, পরে ধীর-গম্ভীর-পদক্ষেপে অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া শেষ বিদায় ইঙ্গিত করিল)

ম্যান্‌ল্যুস্‌। বিদায় হে মহামানব!—মহত্ত্বের নীতিবৈভব!
বিদায় হে রোমগৌরব!—লোকাতীত দেবসম্ভব!

(আকাশে পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ)

ধীর যবনিকা

*Phœbe (Diana) পবিত্রতা ও মর্য্যাদার নিদর্শনীভূতা রোম্যান দেবী।